বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক খান বহু যত্নে সঙ্কলিত হইল। উপাখ্যান-ভাগ কোন গ্রন্থ হইতে গৃহীত হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে অনেক ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ভাব সঙ্কলন করা গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে উপদেশবাক্য নিবেশিত হইয়াছে। বোধ করি, এই পুস্তক গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের পাঠোপযোগী হইতে পারিবেক।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত নিবেদন করিতেছি, জেলা নদীয়াস্থ স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমার কয়েক জন পরম বন্ধু এক এক বার পাঠ করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আর আমার সহাধ্যায়ী পরম বন্ধু শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুগ্রহ পুরঃসর ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থকারস্য।

গ্রন্থার্পণ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ
মহোদয় সমীপেষু।

যথোচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ ; আমি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে এই বাসন্তিকা নামক পুস্তক খানি প্রস্তুত করিয়া আপনাকে অর্পণ করিলাম। যদি এতৎ পাঠে আপনি সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে শ্রম সকল ও যত্ন সার্থক জ্ঞান করিব।

দুর্গাপুর।
সংবৎ ১৯১৭, ৫ ই পৌষ।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীজগদীশ শর্ম্মা।

বাসন্তিকা।

প্রথম সর্গ।

অতি পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষের অন্তর্গত চম্পাবতী নাম্নী নগরীতে বিক্রমসেন নামা এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুদেবী নাম্নী পরম রূপবতী মহিষী ছিল তৎকালে তাঁহার তুল্য গুণশালী ভূপতি পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে প্রায় ছিল না।

এক দিবস ভূপাল অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রতিহারী আসিয়া প্রণিপাতপুরঃসর কহিল, মহারাজ! দ্বারপুর হইতে একটী দূত আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, সে কহিল, দ্বারেশ্বরের সন্দেশ লইয়া আসিয়াছে অনুমতি হইলে নিকটে আসিয়া আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিতে পারে, এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, আসিতে কহ।

অনন্তর সভামণ্ডপে উপনীত হইয়া দূত নৃপতির চরণযুগলে প্রণাম করিল এবং যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নৃপের সম্ভাষণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কেন না আ-

গন্তুক ব্যক্তি গৃহস্বামী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলে অগ্রে কোন বাক্য প্রয়োগ করা অত্যন্ত অনুচিত ও নীতিবিরুদ্ধ। নৃপতি দূতের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া তাহার পরিচয় লইতে মন্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। মন্ত্রী স্বাগত প্রশ্নের পর তাহার পরিচয়াদি লইয়া নৃপতিগোচরে আগমন-প্রয়োজন নিবেদন করিতে কহিলেন। দূত বিনয়বচনে কহিল, মহারাজ! আমরা প্রভুভাগ্যোপজীবী, সুতরাং প্রভুরা যখন যে আদেশ করেন, তাহাই সম্পাদন করিতে হয়। অতএব আমি আপন প্রভুর যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, শুনিতে আজ্ঞা হউক। কিন্তু মহারাজ! আমি যে সকল বাক্য বলিব, তাহা শুনিলে আপনার ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা। কেন না সে সকল কথা আপনারই অহিতে পরিপূর্ণ। আমি আপনকার মনস্তুষ্টিজন্য উক্ত বাক্য সকল যদি প্রভুনিদেশের বিপরীতরূপে বর্ণনা করি, তবে আপন প্রভুকে ও আপনকাকে বঞ্চনা করা হয় এবং স্বরূপ বলিতে গেলেও আপনকার ক্রোধ হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব প্রার্থনা করি, এই অবঞ্চক জাতির সদসৎ বাক্য গ্রহণ করিবেন না। যেহেতু মাদৃশ জনের মুখ হইতে হিত-কর অথচ মনোহর বাক্য নির্গত হওয়া অতি দুর্লভ।

দূত এই প্রকার বাগাড়ম্বরের পর প্রস্তুত বিষয় কহিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমাদিগের প্রভু প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ কীর্ত্তিপ্রিয় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া প্রায় মাসত্রয় পারস্য দেশান্তর্গত শ্রীরাজনগর অবরোধ করিয়াছিলেন, প্রতিপক্ষেরা স্বদেশ শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল ও ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে

[illegible] না, সত্বরে পরাজয়স্বীকারস্বরূপ জল ও মৃত্তিকা [illegible] প্রদানপূর্ব্বক সন্ধি প্রার্থনা করিল, রাজাও শরণাগতদিগের প্রতি সদয় হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তাহারা করস্বরূপ বহুবিধ ধন ও নানাপ্রকার বস্ত্র উপহার দিলে, ধারেশ্বর পাশ্চাত্যগণ যে দেশ জয়লাভ করত সংপ্রতি পূর্ব্বাভিমুখে আসিতেছেন, বোধ করি, শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হইতে পারেন। আপনাকে এই সমাচার দিয়াছেন, যদি আপনার প্রাণ বাচাইবার বাসনা থাকে, তবে অরণ্যে প্রস্থান করুন নতুবা সপ্তাহ-মধ্যে নগরবাহিনী ইরাবতী নদীর অচ্ছসলিল বলিষ্ঠ নর-শোণিতে লোহিতবর্ণ হইবেক।

দূত এই প্রকারে কথা সমাপ্ত করিলে মাধ্যাহ্নিক ভেরী-ঘোষণা হইল। রাজা দূতকে বাসস্থানাদি দিতে মন্ত্রীর প্রতি আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় স্নানভোজনের পর মহিষীকে দূতকথিত তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। রাণী কহিলেন, নাথ! তবেত অবি-লম্বে সমরসামগ্রী আয়োজন করিতে হয়। যুদ্ধার্থী প্রবল রিপু আগতপ্রায়; অতএব সৈন্যসংশোধন, দুর্গের জীর্ণ-সংস্কার, অস্ত্রশস্ত্রাদির শাণক্রিয়া ত্বরায় সমাহিত করা উচিত।

রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার এই সকল বাক্য আ-পাতমনোরম, কিন্তু আমার মন বহুপ্রাণীনাশকর, ঘৃণাকর যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে না, সুন্দরি! বল দেখি, ক্ষণ-ভঙ্গুর সাংসারিক সুখকল্পনা শত শত জীবের প্রাণ বধ করা কি উপযুক্ত? সমর করিলে যে জয় লাভ করিব তাহারও স্থিরতা নাই, কিন্তু ইহা স্থির সিদ্ধান্ত রহিয়াছে যে,

রণ করিলে অবশ্যই প্রাণবিনাশ হইবে। বিবেচনা করে দেখি, একের সর্ব্বনাশ অন্যের সুখাভিলাষ, সে সুখেও আমার কিঞ্চিৎকর। বিশেষতঃ বিষয়তৃষ্ণা ভোগে প্রায় ক্ষীণ হয় না। যাহারা বিষয়রূপ কাননে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার বিষময় ফল ভোগ করে, তাহারা নিরন্তর যন্ত্রণায় অস্থির হয়, সন্দেহ নাই। বিষয়রস-পরবশ হইলে কিং-কর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া নানাপ্রকার কুক্রিয়ায় আসক্ত হইতে হয়। যেমন মাতঙ্গেরা মত্ত আলানে বদ্ধ থাকে না এবং আধোরণের প্রহরণও গ্রাহ্য করে না. তেমনি বিষয়াসক্ত অজ্ঞানেরা ধর্ম্মরূপ শৃঙ্খল উল্লঙ্ঘন করত সদুপদেশস্বরূপ অঙ্কুশশাসন গ্রাহ্য করে না, আমি আর এপ্রকার সংসার-রূপ কারাগারে বদ্ধ থাকিতে চাহি না। এক্ষণে বনে গিয়া জগদীশ্বরের আরাধনায় কালাতিপাত করিব। প্রিয়ে! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে সেই আগন্তুক শত্রুর সহিত বরং যুদ্ধ না করিয়া তোষামোদে সন্ধি প্রার্থনা করিও, তাহাতে সে প্রসন্ন হয়, ভালই, নতুবা তোমার পিতৃগৃহে গমন করাই স্থির রহিয়াছে অথবা যদি পরোপাসনা মানহীনকর বোধ হয়, তবে অগ্রেই জনকগৃহে গমন কর, নারীগণের পিতৃ-গৃহে ও পতিগৃহে সমান অধিকার। আমি বনগমনকরিলে অনুবর্ত্তিনী হইতে পারিবে না, কেন না কাননে নানা-প্রকারদুঃখ। সেখানে লোক নাই, জন নাই, গৃহ নাই, কেবল হিংস্রক জন্তুতে পরিপূর্ণ, এমন কি সময়ে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল পাওয়াও কঠিন, তুমি রাজনন্দিনী, রাজার গৃহিণী, কোন দিন ক্লেশের লেশও জাননা, হঠাৎ একে-বারে সমুদায় দুঃখপাত হইলে কেমন করিয়া সহ্য করিবে। দেখ, সুকুমার শিরীষ কুসুম মধুকরের চরণসঞ্চার সহ্য

[illegible] শাবকেরা কি কখন পক্ষীগণের পদভার বহ
করিতে সমর্থ হইবে? তুমি কখন কিঞ্চিৎ গৃহের ক্লেশ স
করিয়াছ বলিয়া কি বনবাসজন্য আকস্মিক বিষম দুঃ
সহনে সমর্থ হইবে? আমি পরিণাম বিবেচনা করি
তোমাকে পিতৃগৃহে বাস করিতে বিধি দিলাম। স্ত্রী
কহিলেন, না, আপনার নীতিগর্ভ বচনপরম্পরা শুনি
আমার অন্তঃকরণে একপ্রকার বিলক্ষণ জ্ঞানের সঞ্চা
হইল. আপনি যে, এ মায়াময় অকিঞ্চিৎকর সংসার পরি
ত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে
শ্রেয়স্কর। লোকে এই সংসারকে সুখের ধাম বলে, কি
ইহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই। প্রত্যুত ক্লেশের এ
শেষ, বিশেষ কিঞ্চিৎ বিভব থাকিলে আবার পদে পদে
বিপৎপাতের আশঙ্কা। এই সংসারে সময়ে সময়ে যে
সকল দারুণ বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা স্মরণ করিলে
শরীরের সমুদায় শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কখন বা
জীবনসর্ব্বস্ব পতিবিয়োগ, কখন বা প্রাণাধিক পুত্রকন্যা
নিধন, কখন বা বন্ধুব্যসন, এ সমুদায় সংসারে থাকিলে
প্রায় সর্ব্বদাই সহ্য করিতে হয়। এমন অকিঞ্চিৎকর
গৃহাশ্রম হইতে বনবাস শতগুণে প্রশংসনীয়। গৃহবাসে যাহা
দিগের মন বিরক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট এই সুরম্য
সৌধাবলী অপেক্ষা পর্ণকুটীর যে কত সুখের স্থান তাহা
বলিতে পারি না। যাহারা বনে বাস করিয়া প্রকৃতির মনো
হর আকৃতি সন্দর্শন করে, তাহাদিগের চিত্ত কি অদ্ভুত
পূর্ব্ব আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়। যখন হরিণকুলের নব
নব দূর্ব্বাঙ্কুর ভোজন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ, শাখী
কদম্বের কান্ত তরুতলে বিস্তারিত পুচ্ছে নৃত্য এবং স্বরে

স্থানে উপলখণ্ড পরিশোভিত শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত স্থলে, স্বাভাবিক জলাশয় ও গিরিনির্ঝর প্রপাত প্রভৃতি দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখন নৃত্যকারিণী বারবিলাসিনী পরিবেষ্টিত কুল্যাপরিশোভিত কৃত্রিম কাননযুক্ত মন্দিরের প্রকোষ্ঠ তুচ্ছ বোধ হইতে পারে।

হে জীবিতেশ্বর! আপনি আমাকে সহচারিণী হইতে নিষেধ করাতে আমার ভাগ্যের প্রতি এবং আপনার সেই অমায়িক প্রেমের প্রতি যুগপৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল, নাথ! আপনি কি ইহা জানেন না, পতিদেবতারা কখনই স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে না; যখন আপনি আমাকে সেই স্নেহপূরিত বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, প্রিয়ে! এ জীবন থাকিতে কখনই তোমার সহিত বিচ্ছেদ হইবে না, তখন সেই বাক্য আমিও যথার্থ ভাবিয়া বিশ্বাস করিতাম কিন্তু এক্ষণে সে সকল কথা বিপরীত অর্থে পরিণত হইতেছে, আমি বিনয় করিয়া কহিতেছি, এই অনন্যগতি দুর্ভাগ্যবতী দাসীর প্রতি দয়াশূন্য হইবেন না। যদি বনেই একান্ত যাইবেন, তবে আমাকে সঙ্গিনী করুন। যখন বনমধ্যে শ্রান্তি বোধ হইবে, তখন আমি পদসেবা করিলেও অনেক সুস্থ হইতে পারিবেন, স্ত্রীদিগের পতিই একমাত্র সহায় ও একমাত্র বন্ধু। পুরুষেরও সহধর্ম্মিণী অদ্বিতীয় প্রেমপাত্র, আমি কিঞ্চিৎ শারীরিক কষ্টের জন্য স্বামীর অনুবর্ত্তন করিব না, কেবল ভোগতৃষ্ণারূপিণী রাক্ষসীর সেবাতেই দেহাতিপাত করিব। হা বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে এই ছিল, যে অবলা কুলকামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া পতি পলায়ন করিবেন। মহারাজ! আমি যাহা বলিবার তাহা বলিলাম, এক্ষণে আপনি শাস্ত্র ও

[illegible] বাস করিতে হয়, তাহাই করুন। এই বলিয়া [illegible] উত্তর [illegible], তাহা শ্রবণোন্মুখী হইয়া তাঁহার মুখ-[illegible] নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন।

রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না, তবে এই জন্য পিতৃগৃহে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলাম, যে স্ত্রীজাতি অতিসুখিনী, কখনই ক্লেশ সহিতে পারে না। বিশেষ আমি পতি হইয়া কেমন করিয়া কোন প্রাণে বনগমন করিতে অনুমতি দিব। প্রিয়ে! যখন দিবাকরের করে বা ক্ষুধা তৃষ্ণায় তোমার চন্দ্রবদন মলিন হইবে তাহা কেমন করিয়া দেখিব। তুমি নিতান্ত সঙ্গে যাইবে জানিলাম আর বারণ করিব না কিন্তু সেই ভয়ানক ক্লেশ তুমি কখনই সহিতে সমর্থ হইবে না। মোর ভয়, আমি বনমধ্যে তোমাকে হারাইব। প্রিয়ে! মনে পড়ে, এক দিন নিদাঘকালে অপরাহ্ণে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলাম, একেত অতিশয় গ্রীষ্ম, তাহাতে পদব্রজে ভ্রমণ, তুমি একান্ত ক্লান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলে আমি জলসিক্ত নলিনীদল দ্বারা বায়ু বীজন ও মুখে সুশীতল জল সেচন করাতে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা পাইয়া কাতর স্বরে কহিয়াছিলে " বড় ক্লেশ হইতেছে, আর যে বাঁচিনা, প্রাণ যায় " আমি এসমস্ত জানিয়া শুনিয়া কিপ্রকারে তোমাকে সঙ্গে যাইতে কহিব, যাহা হউক, কল্য অতি প্রত্যুষে তীর্থযাত্রাচ্ছলে বনগমন করিতে হইবে। এক্ষণে মন্ত্রীকে ডাকিয়া রাজ্যসংক্রান্ত ইতিকর্তব্যতা স্থির করা যাউক। এই বলিয়া নিকটে এক জন দাসী ছিল তাহাকে কহিলেন, বুদ্ধিমতিকে! তুমি ত্বরায় মন্ত্রীকে ডাকিয়া আন। দাসী যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া মন্ত্রীর নিকট গমন করিয়া রাজাজ্ঞা জানা-

হলে, তিনি তৎক্ষণাৎ নৃপতিসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা সম্মুখস্থ এক খানি আসনে মন্ত্রীকে বসিতে অনুমতি দিলেন। তিনি উপবেশন করিয়া করপুটে জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন, অনুমতি করুন, রাজা কহিলেন, সখে! " আমি তোমার প্রতি রাজকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া কিছু দিন তীর্থভ্রমণ করিব, দ্বারেশ্বর দিগ্বিজয়জন্য সত্বরেই এই খানে আসিবেন, তাঁহাকে কহিবে, আমাদিগের রাজা তীর্থপর্য্যটনে গমন করিয়াছেন, সন্ধি-কার্য্যের ভার আমার প্রতি আছে; হয় সন্ধি করুন নতুবা এ রাজ্য আপন অধিকারভুক্ত করিতেও করিতে পারেন।"

মন্ত্রী এই সমস্ত শুনিয়া প্রথমতঃ রাজাকে তীর্থপর্য্যটনে ক্ষান্ত করিবার মানসে বনপর্ব্বতাদি অতিদুর্গম স্থান, পদভ্রমণ ক্লেশকর বলিয়া নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। রাজা কিছুই শুনিলেন না, তখন মন্ত্রী অগত্যা রাজ্য রক্ষার্থে সম্মত হইয়া কহিলেন, যদি আপনি নিতান্ত যাইবেন তা-হৃও শুনিবেন না এক্ষণে গমনজন্য কি কি আয়োজন করিব। রাজা কহিলেন, কিছুই আয়োজন করিবার আবশ্যক নাই, কল্য প্রাতে আমরা স্ত্রীপুরুষে পদব্রজে প্রস্থান করিব, তুমি আমার গমনের পূর্ব্বে একথা কাহাকেও কহিও না। এপ্রকার কহিয়া সমাদরপূর্ব্বক মন্ত্রীকে বিদায় করিলেন।

রাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিলেন কিন্তু উৎকণ্ঠায় নিদ্রা হইল না, প্রত্যূষে উঠিয়াই নৃপদম্পতি কেবল পাঠ্য পুস্তক কয়েক খানি লইয়া অতিহীন বেশে সংগোপনে রাজপুরী পরিত্যাগপুরঃসর উত্তরমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রভাতে নর্ত্তকীরা বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, মুরজপ্রভৃতি শ্রুত-মধুর বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে, সমানবয়স্ক সূতেরা স্তব

পরিচিতে পাচিকে নৃপতির নিদ্রা ভঙ্গ করিতে শয়নমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, তথায় রাজা নাই, তখন অন্তঃপুরে, কেলীকাননে, অন্যান্য স্থানে, নগরমধ্যে, সর্ব্বত্রই রাজার অনুসন্ধান হইতে লাগিল। অন্তঃপুরিকাগণ রাজার বিপদ আশঙ্কা করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে সর্ব্বত্র নৃপতির বনগমনসংবাদ প্রচার হইল।

রাজা অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন, কেহ তাঁহাকে মৃগয়া বা যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কহিলে, তিনি সেই সকল নৃশংস ব্যাপার সাধনে কখনই সম্মত হইতেন না বরং মুক্তকণ্ঠে ঐ সকল কর্ম্মের দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক সকলকে উপদেশ দিতেন। তাহাতে সামান্য লোকেরা রাজাকে কাপুরুষ বলিয়াই জানিত, এক্ষণে তাঁহার বনগমনে সকলের মনে সেই আশঙ্কা বদ্ধমূল হইল। পূর্ব্বে যাহারা নৃপতির যশঃ কীর্ত্তন করিত, এক্ষণে তাহারাই তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করিল। অদূরদর্শী লোকেরা মহতের কার্য্য দেখিয়া প্রথমে উন্মাদ জ্ঞান করে কিন্তু বিচক্ষণ মন্ত্রী রাজাকে কোন দিন নির্ব্বোধ বা ভীরুস্বভাব মনে করেন নাই, তিনি রাজার অভিপ্রায় জানিতেন সুতরাং তাঁহার কার্য্য যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনে করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি।

যে দিন রাজা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিলেন, দ্বারেশ্বরও সেই দিবস সসৈন্যে চম্পাবতী নগরে উপস্থিত হন, রাজমন্ত্রী নানাবিধ উপায়নসহকারে রাজসন্দর্শনে নগর হইতে নির্গত হইলেন এবং রাজধানীর প্রান্তভাগস্থ প্রান্তরে সহস্র সহস্র সেনাপরিবেষ্টিত শিবিরসন্নিবেশ দেখিতে পাইলেন, অশ্বগণের হ্রেষারবে, গজযূথের বৃংহিত রবে, সৈন্যসমূহের কলরবে সে স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছে,

ক্রমে স্কন্ধাবারের মধ্যে গিয়া দেখিতে লাগিলেন, কোথা দিগে গোবাহ্য শকটপরিপূর্ণ অস্ত্র শস্ত্র, কোথায় বা প্রহরী-পরিবেষ্টিত জয়লব্ধ দ্রব্যজাত, স্থানান্তরে রণাহত সেনা-দিগের ভূশ্চিকিৎসা ক্ষত শরীর, কোন স্থানে বন্দিগণ-রোধিত কারাস্থান, কোন দিগে অস্ত্র শস্ত্রাদির পরিমার্জ্জন এবং অশিক্ষিত সৈন্যগণের সমরশিক্ষা, কোথায় বা বীণা, বেণুপ্রভৃতি বিশুদ্ধ তাললয়সহকৃত রণবাদ্য, এই সকল প্রত্যক্ষে দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে মন্ত্রীর হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

ক্রমে রাজা যে পট্টপটমণ্ডপে ছিলেন, তাহার দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলে প্রতিহাররক্ষী রাজার নিকট গমন করিয়া কহিল "মহারাজ! এই রাজ্যের রাজমন্ত্রী নানা-বিধ উপায়নসহকারে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন," অনুমতি হইলে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিতে পারেন, তিনি দ্বারে দণ্ড-য়মান হইয়া আপনকার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, আসিতে কহ, অনন্তর রাজমন্ত্রী নৃপসমীপে গমন করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সভার শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, মহামূল্য মণিময় সিংহাসনে রাজা সমর-কালীন বয়স্যগণসহ বসিয়া আছেন, ঊর্দ্ধ দিগে মণি-মাণিক্য-মুক্তাকলাপখচিত চন্দ্রাতপ, তাহার মধ্যে মধ্যে লৌহশলাকায় লম্বমান কাচবিনির্ম্মিত দীপাধার দেখিলে বোধ হয়, যেন তরুণ অরুণ ও পূর্ণ শশধর নির্ম্মল নভো-মণ্ডলে যুগপৎ উদিত হইয়া তারাপুষ্পহারে সুশোভিত হইয়াছেন।

রাজার পার্শ্বদ্বয়ে ও পশ্চাৎ ভাগে শরীররক্ষী সৌ-বিকেরা করে কোষনিষ্কাশিত শাণিত করবাল ধারণ করিয়া স্থির ভাবে রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন কৃতান্তের অনুচরেরা করাল বেশে সকল ভুবন বিনাশ করিতে উদ্যত ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত রাজপুরুষেরা সৈন্য-গণের ন্যায়ান্যায় বিচার করিতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ অনুচরগণসহ ধর্ম্মাসনে উপ-বিষ্ট হইয়াছেন, রাজমন্ত্রী অনিমেষ লোচনে এই সকল সন্দর্শন করিতেছেন, দ্বারেশ্বর তাঁহার পরিচয় লইতে সুবন্ধু নামা স্বীয় পার্শ্বচরকে ইঙ্গিত করিলেন।

রাজবয়স্য মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আ-পনি কে? এবং কি নিমিত্ত আসিয়াছেন? মন্ত্রী কহিলেন, আমার নাম সুশান্ত, আমি এই রাজ্যের রাজমন্ত্রী, আমি যেজন্য এখানে আসিয়াছি, যদি শুনিতে মহারাজের সময় থাকে, তবে বলিতে পারি। সুবন্ধু মহারাজের কি আজ্ঞা হয়, এই বলিয়া মহীপের মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজা কহিলেন, এক্ষণে আমার সময় আছে কি বলিবে বল, তখন মন্ত্রী আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিতে উপক্রম করিলেন।

মহারাজ! আমরা স্বাভাবিক নির্ব্বোধ সুতরাং ভূপতিদিগের স্বভাব কি প্রকারে জানিব। সহজেই যাঁহা-দিগের চরিত্র বুঝিতে পারি না, তাঁহারা যে কিপ্রকার বাক্যে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহা অস্মদাদির বোধ-গম্য হইবার বিষয় কি। অথবা মহৎ ব্যক্তিরা অপ্রিয় যথার্থ বচনে অসন্তুষ্ট হন না।

এই প্রকার প্রথম আলাপের পর কহিলেন, মহারাজ!

আপনি ইতিমধ্যে আমাদিগের প্রভুর নিকট যে সমাচার পাঠাইয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তিনি বনপ্রস্থান করিয়াছেন। সন্ধিকার্য্যের ভার আমার প্রতি আছে, যদি সন্ধি করিতে হয় করুন অথবা এই রাজ্য আপন অধিকারভুক্ত করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু মহারাজ! আমাদিগের রাজা যে আপনার ভয়ে বনপ্রস্থান করিয়াছেন, এমত নহে। যদি বলেন, তবে বনগমনের প্রয়োজন কি তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন। নৃপতি অতিধার্ম্মিক ও দয়ালু ছিলেন। তিনি কখনই পরের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না, কখন যুদ্ধ বা মৃগয়া করিয়া জীব হিংসা করেন নাই, তিনি কহিয়াছেন, মনুষ্যশরীরের একবিন্দু রক্তপাত শত শত রাজ্যনাশ অপেক্ষা ক্লেশকর। মহারাজ! তাঁহার গুণের কথা শুনিলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন। পরম করুণাময় রাজা কখনই কোপকুটিল আস্য ও উদ্যত-কোদণ্ড হইয়া কাহাকেও দণ্ডভয় দেখান নাই, তথাপিও লোকে তাঁহাকে যমস্বরূপ দেখিত, কেহ তাঁহার উপকার করিলে সেই উপকারককে যে পুরস্কার দিতেন, তাহাতেই তাঁহার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিত এবং মধুর সম্ভাষণেই অনুজীবীরা প্রাণের বিনিময়েও তাঁহার কার্য্য করিতে উদ্যত হইত। দণ্ডার্হ হইলে তিনি পুত্র ও শত্রুকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেন, কখনই পক্ষপাত করিতেন না। যেমন অঙ্গুলি কাল সর্প কর্ত্তৃক দংশিত হইলে তাহা ছেদ করিতে হয়, তেমনি দুষ্টস্বভাব প্রিয় বন্ধুকে পরিত্যাগ করিতেন কিন্তু নীতিপরায়ণ শত্রুও তাঁহার নিকট সমাদৃত হইত। তাঁহার সুবিচারে ও সদগুণে প্রজারা সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বদা সুখী ছিল। অপাত্রে দান ও মনুষ্যের অপমান তিনি ভ্রমেও করেন

নাই, মহারাজ! অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, যে সকল গুণ থাকিলে লোকেরা মনুষ্যপদবাচ্য হয়, তিনি সেই সমুদায় গুণের আকর ছিলেন। যাহারা ভদ্র হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা তাঁহার চরিত্রকে আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আপন স্বভাব সংশোধন করুক এবং ইহাতেই সমুদায় বলা হইল। এক্ষণে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, সেই ধর্ম্মপরায়ণ ন্যায়বান্ ভূপতির বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না, দেখুন, মহারাজ! ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, যাহারা পরের দ্রব্য অকারণে অপহরণ করে, তাহারা ইহকালে লোকনিন্দা ও মনস্তাপ এবং পরকালে নরকভাগী হয়। বিশেষতঃ এক জনের যথাসর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা কতবড় অন্যায়। হে নরেশ্বর! এমন ন্যায়বিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, নিন্দাকর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া কখন দুরবগাহ কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইবেন না।

মহারাজ! যখন এই সকল উপদেশ যথার্থ বলিয়া লোকদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে, যখন যুদ্ধকার্য্য, জীবহিংসা, পরস্বাপহরণ কার্য্যকে পাপ বলিয়া জানিবে তখন জরামরণবিশিষ্ট ধরাধামে এবং জরামরণবর্জ্জিত দেবতাময় সুরলোকে কোন বিশেষ থাকিবে না। প্রত্যুত এই ভূলোক দ্যুলোকসমান হইবে, অধিক কথার প্রয়োজন নাই, রক্তভাষীদিগকে কেহ আদর বা তাহাদের কথায় কেহ শ্রদ্ধা করে না। আমি যাহা বলিবার তাহা বলিলাম, এক্ষণে আপনি যাহা করিবেন তাহা স্থির করিয়া বলুন।

রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা যাহা বলিলে, হঠাৎ কেমন করিয়া তাহা বিশ্বাস করি। তোমাদিগের রাজা আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বনগমন করি-

য়াছেন অথচ ভয়ক্রমে নহে, একথা শুনিলে কে হাস্য সম্বরণ করিতে পারে? ভাল, বল দেখি, তিনি যদি যুদ্ধ করিতে প্রাণীবিনাশ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তবে সন্ধি করিতে কি হানি ছিল, তুমি যে সকল উপদেশ দিলে তাহাও যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না, কেন না রাজারা অন্য রাজাকে জয় করিয়া আপন অধিকার বৃদ্ধি করেন, এই প্রণালী চিরকালই প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ তোমাদিগের রাজা যদি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তবে এই অস্বামিক রাজ্য অধিকার করিতে কোন পাপ নাই।

মন্ত্রী কহিলেন, আমি পূর্ব্বেই সকল কথা মহারাজকে কহিয়াছি, এক্ষণে আপনার যেমন অভিরুচি। যিনি আমাদিগকে চিরকাল প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহার হিতানুষ্ঠান করা আমাদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রণাম করি, তবে এক্ষণে আমি বিদায় হইলাম এই বলিয়া মন্ত্রী আপন আবাসে গমন করিলেন। দ্বারেশ্বরও বিক্রমসেনের সমুদায় রাজ্য অধিকার করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

বাসন্তিকা।

দ্বিতীয় সর্গ।

এদিগে রাজা সমুদায় দিন পর্য্যটনের পর অপরাহ্নে প্রিয়তমার সহিত এক নিবিড় অরণ্যে উপস্থিত হইলেন এবং বনমধ্য হইতে স্বয়ং কতক বনফল ও পল্বলের জল আনিয়া ক্ষুধাতুরা রাজ্ঞীকে কিঞ্চিৎ দিলেন আর আপনিও কিছু খাইলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইল। দিনকর হীনকর হইয়া শেষ শিখরির শিরারোহণ করিলেন, সুগন্ধ শীতল সন্ধ্যাসমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল; শুক শারি-প্রভৃতি বিহঙ্গশ্রেণী কলরব করিতে করিতে দিগ্দিগন্তর হইতে আপন আপন কুলায়ে আসিতে লাগিল; দিবাভীত রাত্রিচর পক্ষীরা তপনভয়ে তরুকোটরে ও গিরিগুহায় লুক্কায়িত ছিল, এখন তাহারা তিমিরের সমাগম দেখিয়া কোটর হইতে মুখ বিনির্গত করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত ও ক্ষুধার জ্বালায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে বিভাবরী অন্ধকাররূপ কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলে, গগনে অসংখ্য তারকাবলি মাণিক্য-প্রভায় দীপ্তি করিলে, চক্রবাকমিথুনের পরস্পর বিচ্ছেদে কাতর স্বর শ্রুতিপথে পতিত হইলে, রাজ্ঞীর মনে বিলক্ষণ ভয় সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন, হে নাথ! এক্ষণে প্রাণ বাঁচাইবার পথ অনুসন্ধান করুন। ঐ দেখুন, বরাহকুল বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা ভূমি খনন করিয়া মুস্তা অন্বেষণ করিতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃকপ্রভৃতি শ্বাপদেরা ইতস্ততঃ

ভ্রমণ করিতেছে। হরিণকুল প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলাইতেছে। পালে পালে গণ্ডার এবং মহিষসকল নিপান হইতে উঠিয়া নূতন নূতন তৃণ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। করী, করভ, করেণুকুল দলবদ্ধ হইয়া বৃক্ষ উৎপাটন করিতেছে। পালে পালে ভল্লুকেরা দৌড়া দৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে। শিবাকুল যেন দিবার শোকেই আকুল হইয়া ঘোর রবে ক্রন্দন করিতেছে। এক্ষণে কি করি, ত্বরায় উপায় অবধারণ করা উপযুক্ত।

রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে বদ্ধপরিকর হও, এই সন্নিহিত উন্নত তরুর অগ্র শাখায় উঠিয়া উভয়ে রাত্রিবাস করি। কল্য প্রাতে এস্থানে বাসযোগ্য একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করা যাইবে। পরে রাজা ও রাজ্ঞী সেই মহীরুহের উপরিভাগে আরোহণপূর্ব্বক একটী স্থূল শাখায় বসিয়া উভয়ে চতুর্দ্দিগ অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোন দিগে মেঘ হইতে বিদ্যুদগ্নি নিঃসৃত হইতেছে; কোন স্থানে বনমধ্যে পেচকনিচয় রাত্র্যন্ধ কাকের কুলায়ে যাইয়া চঞ্চু্াঘাত দ্বারা বৈর নির্যাতন করিতেছে; বায়সেরা বেদনায় অস্থির হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতেছে; কোন স্থানে কেশরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ করিতেছে; কোথায় বা সিংহে ও শার্দ্দূলে ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে; এই সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া রাজ্ঞী ভয়ে নিতান্ত জড়ীভূত হইলেন।

ক্রমে যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, ততই পশুসকল বনস্থলী ত্যাগ করিয়া দিগ্বিদিগে আহারান্বেষণে গমন করিল। বনস্থলী যেন তাহারদিগের বিরহজন্য দুঃখেই নিঃ-

[illegible] রহিল এবং শোকে যেন পত্ররূপ লোচনসকল হইতে নিশির শিশিররূপ অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আর ক্ষণে ক্ষণে মন্দ মন্দ সঞ্চারিত অনিলচ্ছলেই [illegible] দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। গভীর নিশায় পৃথিবী নিস্তব্ধ, তরুগণ নিস্পন্দ ও জীবলোক নিদ্রায় অচেতন হইল, তখন নির্ঝরপ্রপাতের শব্দ ও ঝিল্লিরব এবং মধ্যে মধ্যে শৃগালের ধ্বনি তাহাদিগের শ্রুতিপথে পতিত হইতে লাগিল।

নিশীথসময়ে পূর্ব্বদিগ্বধূর ভূষণস্বরূপ, গগনমণ্ডলের শোভাস্বরূপ, বিভাবরীর পুণ্যফলস্বরূপ, বিরহিণীগণের সাক্ষাৎ কালস্বরূপ, ভগবান্ কুমুদিনীনায়ক কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধাকৃতি গোপন করত উদিত হইলেন। তাহাতে পৃথিবী কৌমুদীময় হইলে বোধ হইল, যেন ধরণী তিমিররূপ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র অপবিত্র জ্ঞান করিয়া জ্যোৎস্নারূপ শুক্ল বসন পরিধান করিলেন। নির্ম্মল নীলবর্ণ আকাশে কলানিধি কি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন, দেখিলে বোধ হয়, যেন সাগরের নীল সলিলে বাড়বানল জ্বলিতেছে। নিশাকর কিঞ্চিৎকাল পৃথিবীকে শোভাবিশিষ্ট করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই পূর্ব্বসঞ্চিত মেঘসকল রাহুর ন্যায় আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। পৃথিবী, মেঘ পাছে চন্দ্রমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আচ্ছাদন করে, মনে মনে এইরূপ ভয় করিয়া এমন এক অন্ধকার গৃহে লুক্কায়িত হইলেন যে, তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে কাহার সাধ্য। মন্দ মন্দ বৃষ্টিধারা পতিত হইতে লাগিল। তাহাতে খদ্যোতিকা আর আর্দ্র পক্ষে উড়িতে না পারিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুগণের আপাদমস্তক পর্য্যন্ত

স্থির ভাবে বসিলে বোধ হইতে লাগিল, যেন বৃক্ষসকল ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। তখন রাজমহিষীর ভূতযোনির ইতিবৃত্ত স্মৃতিপথারূঢ় হইল। ভয় হইলে নানা প্রকার বিভীষিকা দেখা যায়, বিদ্যুৎপ্রভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু-গুলিকে আকারবিশিষ্ট প্রেতযোনি মনে করিতে লাগি-লেন এবং কিঞ্চিৎ দূরস্থিত শুষ্ক পর্ণরাশির উপর পশু-দিগের পদসঞ্চারে যে মর্ মর্ ধ্বনি হইতেছিল, তাহা ভূতযোনিকৃত কোন প্রকার শব্দ স্থির করিলেন। হঠাৎ বৃক্ষান্তর হইতে অন্য বৃক্ষে একটী বানর লম্ফ প্রদান ক-রিয়া পড়িলে তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রাজা তখন নানাপ্রকার ভাবনায় ব্যাকুল ছিলেন, রাজ্ঞীর চীৎ-কার শুনিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ ভয় সঞ্চার হইল। তখন কম্পিত কলেবরে কহিলেন, প্রিয়ে! ভয় কি, স্থির হও; যদি তোমার নিদ্রার উদ্রেক হইয়া থাকে, তবে আমার ক্রোড়ে শয়ানা হও। নিদ্রা হইলে ক্লেশের অনেক উপশম হইবে।

রাজ্ঞী নৃপতির আদেশানুসারে তাঁহার উরুস্থলে মস্তক রাখিয়া কহিলেন, নাথ! আপনার ক্রোড়ে শয়ন করিলাম, তথাপি আমার ভয়নিবৃত্তি হইতেছে না। ঐ দেখুন, একটা ভূত ডাল ধরিয়া ঝুলিতেছে। আমার বোধ হয়, ও যেন আমাকেই লক্ষ্য করিয়া আছে, সময়ানুসারে বিনাশ করিবে, নাথ! রক্ষা করুন রক্ষা করুন। ঐ দেখুন, ও যেন আমার দিগে ক্রোধলোহিত লোচনে এক এক বার ঈক্ষণ করিতেছে, রাজা মনে মনে ভাবিলেন, ইনিত অবি-শ্বাস্য ভূতের ভয়ে ভীতা হইয়া ঐ বানরটাকে প্রেতযোনি কল্পনা করিয়াছেন, অথবা হওয়াইত সম্ভব। কেন না স্ত্রীলোকেরা শিশুদিগকে ভূতাদির ভয় প্রদর্শন করিয়াও

অভিভাবকেরা নানা অযুক্তিমূলক ইতিবৃত্ত কহিয়া ক্রোড়ের শান্তনা করে, সুতরাং সেই সকল উপদেশ চিরকাল মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। যদি বাল্যাবস্থায় এই সকল বিভীষিকা না দেখান যায়, তবে কল্পিত প্রেতযোনি প্রত্যক্ষ দেখিলেও কখন অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয় না। যে হউক, এক্ষণে উপদেশ দিয়া ইহার হৃদয় হইতে ভূতের ভয় দূর করা উচিত। নতুবা উত্তরোত্তর ত্রাস বৃদ্ধি হইলে মৃত্যুঘটনাও হইতে পারে। এই প্রকার নানা চিন্তা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! ভয় কি, স্থির হও। তুমি যাহাকে প্রেতদেহ ভাবিতেছ, ক্ষণকাল স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি ওটা কি? তোমার ভাব দেখিয়া দুঃখে হাসি পাইতেছে, ভাল, বল দেখি, ভূতের কি পশ্চাদ্ভাগে লেজ থাকে? ওটা যে লাঙ্গুলবিশিষ্ট মর্কট। তাড়িৎপ্রভায় দেখা গেল উহার বক্ষঃস্থলে একটা শাবক সংলগ্ন রহিয়াছে। ওটাত কখনই ভূত নয়, আর যদিই হয় তাহা হইলেই বা উহার নিকট তোমার ভয় কি। উহার ক্ষমতা কি আছে যে, ও তোমার অনিষ্ট করিবে। বিশেষতঃ আমি থাকিতে তোমার প্রতি দৌরাত্ম্য করে, কাহার সাধ্য। তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, অশঙ্কিত চিত্তে নিদ্রা যাও, আমি সমুদায় রাত্রি জাগরণ করিতেছি; আর রজনীও বড় অধিক নাই। পূর্ব্বদিগ্ পরিষ্কার দেখাইতেছে।

রাজ্ঞী এই সমস্ত শুনিয়া স্থির হইলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ভয় একেবারে দূর হইল না। তিনি ক্ষণকাল চক্ষুঃ মুদিত করিয়া থাকেন ও এক এক বার ভয়ে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করেন, এই প্রকার করিতে করিতে তাঁহার চক্ষে নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল।

কিন্তু পরিশ্রম ও ভয়জন্য তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। অতিশীঘ্রই জাগিয়া উঠিলেন। কেন না পথশ্রম, অনাহার, ভাবনা, রাত্রিজাগরণপ্রভৃতি হেতুবশতঃ তাঁহার সমুদায় শরীরের শোণিত উষ্ণ ও শরীরের দুর্ব্বলতা হইয়াছিল, কেমন অবস্থাতে কখনই সুনিদ্রা হয় না। সুতরাং তিনি নিদ্রাকর্ষণমাত্রেই জাগিযা উঠিবেন না কেন।

যতবড় ইচ্ছা জ্ঞানী হউক, সংসার ত্যাগ করিয়া প্রথমে কেহই ত্যক্তচিন্ত হইতে পারে না, রাজা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেদিন নিতান্ত কাতর ছিলেন। আঃ কি করিলাম কি হইল এই ভাবনাই তাঁহাকে নিরন্তর ব্যাকুল করিল। বিষয়মমত্ব শীঘ্র নাশ হয় না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যদি দ্বারেশ্বর বিনা সন্ধিতে আমার সমুদায় বিষয় অধিকার করিয়া থাকে তবে আমার সেই সকল প্রিয় বস্তু এক্ষণে কাহার মনোরঞ্জন করিতেছে এবং সেই নানাগুণযুক্ত প্রভুভক্ত সুমন্ত্র সচিবেরই বা কি দশা হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই প্রকার নানা চিন্তা, আবার সেই ঘোরতর রজনীতে হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ অরণ্যে নারী-সহ বৃক্ষোপরি বাস এবং পথশ্রম, ক্ষুধা ও অনিদ্রা, বিশেষতঃ আবার আকাশে ঘোরতর মেঘ হইয়া কড়মড় শব্দে বিদ্যু-দগ্নিপাত ও মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল, সেই রাত্রিকে তাঁহাদিগের পক্ষে কালরাত্রি বলিয়া বর্ণনা করিলে অত্যুক্তি হয় না।

যত রাত্রি শেষ হইতে লাগিল, ততই আকাশমণ্ডল পরিষ্কার হইতে লাগিল, পশুসকল উদর পূর্ণ করিয়া আ-হার করত মন্দমন্থর গমনে বনমধ্যে আসিয়া আপন আ-পন আবাসে শয়ন করিল; মহিষেরা বিশাল বিষাণদ্বয়

উচ্চ করিয়া শয়ন করিল ও রোমন্থ করিতে লাগিল। শুক-সারী প্রভৃতি পক্ষিরা সুমধুর স্বরে গান করিয়া উঠিল। পূর্ব্বপর্ব্বতে অরুণ উদয় হইয়া অন্ধকারকে দূর করিলেন। মহতেরা স্বভাবতঃ উচ্চ পথগামী, ইহা জানাইবার জন্যই যেন চন্দ্র প্রাচীনকালে তাদৃশ হতশ্রী ও হীনপ্রভ হইয়াও অল্পে অল্পে চরমাচলের উন্নত শৃঙ্গ অবলম্বন করিতে চলিলেন, পক্ষীসকল কলরব করিতে করিতে দিগ্দিগন্তরে আহারান্বেষণে গমন করিতে লাগিল। দিনপতি যেন কমলকলিকার বহিঃশ্রী দেখিয়াই অতৃপ্ত নয়নে কিরণরূপ সহস্র কর দ্বারা আলুলায়িত করিয়া তাহার অন্তর্লক্ষ্মী দেখিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে রাজা ও রাজ্ঞী বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, একটী শাল্মলী বৃক্ষের বল্কল এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহার মূলদেশকে এক খানি বাস-যোগ্য গৃহ বলা যাইতে পারে। তখন সেই অযত্নসম্ভূত গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা-প্রভৃতি দেখিয়া তথায় বাস করিতে মনস্থ করিলেন। তিন দিগে বৃক্ষবল্কলে বেষ্টিত কেবল এক দিগে একটী দ্বারযোগ্য স্থানমাত্র অনাবৃত ছিল, কতকগুলিন বৃক্ষশাখা শুষ্ক লতা দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক সেই দ্বারের কপাট করিলেন। রাত্রিকালে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই গৃহমধ্যে থাকিতে কোন প্রকার ভয় হয় না।

মনুষ্যের কি মহতী সহ্যশক্তি! যাঁহারা পূর্ব্বে রাজ-প্রাসাদে বাস ও রাজভোগ আহার তথা সুকোমল বসন-মণ্ডিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াও ক্লেশ বোধ করিতেন। তাঁ-

হারাই এখন সেই প্রকার গৃহে বাস ও কটু তিক্ত ফলমূল আহার এবং ভুজলতা উপধান করিয়া শুষ্ক পর্ণরাশির উপর শয়ন করিতে কিছুমাত্র দুঃখ বোধ করিতেন না।

রাজ্ঞী একাকিনী আশ্রমে থাকিতেন, রাজা আকর্ষণী ও লতারচিত ফল আনয়নের পাত্রমাত্র উপকরণসহকারে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার ফল আনিতেন তাহা- তেই নৃপদম্পতির জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। একদিন রাজা ফলান্বেষণে গমন করিতেছেন দেখিয়া রাজ্ঞী কহিলেন, নাথ! আজি আমি আপনার সহিত যাইব। রাজা কহি- লেন, হানি কি আসিতে হয় এস, রাজ্ঞী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া একটীও ফল পাইলেন না। তাহাতে রাজা নিতান্ত কাতর হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আজি কি দুর্দ্দৈব, কিছুমাত্র লাভ হইল না, প্রিয়াকেই বা কি খাওয়াইব আর আপনিই বা কি খাইব। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাহার নয়নদ্বিতয় হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। রাজ্ঞী অকস্মাৎ তাঁহার ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া কোন অনির্ব্বচনীয় হেতুবশতঃ ভীত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! এই আপনি আমার সঙ্গে হাস্যরসপ্রসঙ্গে আসিতেছিলেন, সহসা এমন হইলেন কেন, বোধ করি, আমি কোন অপরাধ করি- য়াছি অথবা আপনার মনে কোন অসুখের কারণ উপস্থিত হইয়া থাকিবে।

রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যে আশঙ্কা করিতেছ, আমার এদশা ঘটিবার কারণ তাহার কিছুই নহে। অদ্য সমুদায় কানন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও কিছু- মাত্র খাদ্য আহরণ করিতে পারিলাম না। সেই দুঃখেই

আমি কাতর হইয়াছি। আমি স্বয়ং ক্ষুধার ক্লেশ সহিতে পারিব; কিন্তু যখন বুভুক্ষায় তোমার চন্দ্রবদন মলিন হইবে তাহা কেমন করিয়া দেখিব, রাজ্ঞী কহিলেন, মহারাজ! এ কি! আপনার সে গম্ভীরাকৃতি এখন কোথায় গেল এমন অধীর হইলেন কেন। ক্ষান্ত হউন, তুচ্ছ বিষয়ের জন্য এত কাতর হইবার আবশ্যক কি। বনমধ্যে কিছু পাওয়া গেল না চলুন, ঐ পর্ব্বতের উপর গমন করি। শুনিয়াছি, গিরিকাননে নানাবিধ ফল থাকে, ওখানে কিছু পাওয়া যায় ভালই নতুবা জগদীশ্বর যা করেন, তাহাই হইবে, তার জন্য এত ভাবনা কি। এই প্রকার বলিয়া উভয়ে পর্ব্বতের এক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, দিনকরের প্রখর কর দ্বারা জগতীতল উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, পথের তপ্ত বালুকা অগ্নিতুল্য উষ্ণ বায়ু দ্বারা উড়িতে লাগিল, মহতেরা প্রাণান্তেও নীচের শরণাগত হয় না। ইহাই যেন জানাইবার জন্য নিম্নগ নদীপ্রভৃতির উপাসনাবিমুখ চাতক পক্ষীগণ উচ্চ স্থানাবলম্বী তোয়াধারের নিকট এক এক বার কাতর স্বরে জল প্রার্থনা করিতে লাগিল, বরাহেরা পঙ্কশেষ পল্বলে দন্তখনিত গর্ত্তে সমুদায় মস্তক পর্য্যন্ত প্রবেশিত করিয়া দিয়া মুস্তা ভক্ষণ করিতে লাগিল, দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা গ্রীষ্মের জ্বালায় ভূতলে প্রবেশ করিতেছে। কুক্কুরসকল প্রচণ্ড উত্তাপে মুখ ব্যাদান ও লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

সেই সময় নৃপদম্পতি সেই অত্যুচ্চ মহীধরের শিখরে আরোহণ করিয়া নানাবিধ ফল চয়ন করিলেন, পরে

তথা হইতে অবরোহণ করিবার সময় নিম্ন দিগে মেঘের সঞ্চার দেখিতে পাইলেন, রাজমহিষী অধোভাগে মেঘের সঞ্চার অবলোকন করিয়া অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! নিম্ন দিগে অবলোকন করিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন, ঠিক যেন ঘনীভূত কুয়াশারাশি বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে এবং বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নি নিঃসৃত ও মেঘের তুল্য গর্জ্জন করিতেছে। এই দেখুন, কিঞ্চিৎ সংলগ্ন হইয়া আমার বসনাঞ্চল আর্দ্র হইল। উহা আমাদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার না হইয়া যায় না।

রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! এপ্রকার আমিও কখন দেখি নাই। তবে যেরূপ শুনা আছে, তাহাতে বোধ হয়, মেঘ হইবে। বিশেষতঃ বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের ধ্বনি মেঘ ভিন্ন আর কিসে হয়। রাজ্ঞী কহিলেন, নাথ! সে কি, মনুষ্য কি কখন মেঘের উপর উঠিতে পারে। মেঘ শীলার ন্যায় গুরু ও কঠিন, এ ধূমরাশির তুল্য লঘু পদার্থ। অপর কুব্বাদেরা মেঘ খাইতে আইলে কুলিশধারী দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং ঐরাবতে আরোহণ করিয়া তাহাদিগকে বজ্রপ্রহারের ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাতে রক্ষকুল প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিলে দেবহস্তী উচ্চ বৃংহন করিয়া উঠে এবং নিষ্পেষণজন্য শক্রহস্তস্থিত কুলিশের কণা ভঙ্গ হইয়া মহাবেগে ঘোরতর গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে ভূতলে পড়িয়া যায়। এই প্রকারে বিদ্যুদগ্নি, বজ্রপাত এবং মেঘগর্জ্জনের উৎপত্তি হয়। উহা যদি মেঘ হইল, তবে সে সমস্ত কেন দেখিতে পাই না।

রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যাহা যাহা কহিলে, অপরিণামদর্শী লোকের এইরূপ বিশ্বাসই বটে। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এ সকল কুসংস্কার হৃদয় হইতে এককালে দূরীভূত হয়। কেন না উষ্ণজাত জলীয় বাষ্পপুঞ্জ ও ধূমপটল একত্রিত হইলে মেঘ জন্মে। আর তাহা শীতে ঘনীভূত হইলে জল হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। বিদ্যুৎ বজ্রধ্বনি মেঘ হইতে স্বভাবতই জন্মে। তাহা কোন দেবতা কর্ত্তৃক জাত নহে। আর মনুষ্যেরা যে মেঘের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না ইহাও নিতান্ত অলীক, কেন না প্রাচীন কবিরা পর্ব্বত বর্ণনা করিতে করিতে কহিয়াছেন যে, পর্ব্বতস্থ মুনিসকল বৃষ্টির সময় গিরির সরৌদ্র শৃঙ্গে আরোহণ করেন তখন মেঘ তাঁহাদিগের অধোভাগে বারি বর্ষণ করিতে থাকে। আর যখন তাঁহারা রৌদ্রতাপে ক্লিষ্ট হন, তখন পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া নিম্নস্থ মেঘের শীতল ছায়ায় বাস করেন।

এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে, প্রথমতঃ বাষ্প ও ধূমজাত মেঘ কি কখন শীলার ন্যায় কঠিন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ রাক্ষসেরা এরূপ দ্রব্য খাইতে আসিবে কেন। আর দেবরাজইবা তাহাদিগকে তাড়ন করিবেন কেন। তৃতীয়তঃ মেঘ পর্ব্বতের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত থাকে, আমরা তাহার উপরে অনেক দূর উঠিয়াছি। সুতরাং মেঘ আমারদিগের নীচে থাকিবে, তাহার সন্দেহ কি।

রাজ্ঞী, ইনি আমাকে প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা নিরস্ত করিলেন বটে; কিন্তু এ সকল কথায় আমার কখনই বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, ইঁহার মনোরঞ্জনজন্য বুঝিলাম বলিয়া ভাল করি। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ক-

হিলেন, হাঁ হইলেও হইতে পারে, ওসকল দেবচরিত্র সহজে বোধগম্য হওয়া বড় কঠিন। এক্ষণে সেই মেঘেরা অদ্ভুত পদার্থ বায়ুবেগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। চলুন, আমরা কুটীরে যাই। রাজা কহিলেন, হাঁ আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। প্রিয়ে! সাবধান হইয়া অবরোহণ করিতে হইবে নতুবা পড়িয়া যাইবে। রাজ্ঞী কহিলেন, হাঁ আস্তে আস্তে নামিতেছি। এই বলিয়া উভয়ে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া আশ্রমে গমন করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইতে লাগিল।

বসন্তকাল উপস্থিত। বাসন্তি প্রভাত কি রমণীয়! উজ্জ্বল শ্যামল নব দূর্ব্বাদলে শিশিরশীকর বালারুণকিরণে সিন্দুরে সম্মার্জ্জিত মুক্তাকলাপ ভ্রম হয়। দিনপতি দক্ষিণ দিগ্বধূকে পরিত্যাগ করিয়াই যেন উত্তর দিগস্বরূপ কামিনীর কর পীড়ন করিলেন। তাহাতে দক্ষিণ দিগ্ যেন দুঃখে মলয়ানিলছলে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। উদ্যানে ও বনে অশোক, কিংশুক, কুটজ, নাগ, কেশরপ্রভৃতি কুসুম-বিকসিত হইল। মধুকরেরা গুণ গুণ ধ্বনি করত এক পুষ্প হইতে অপর পুষ্পে অপর পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে মধু পান করিতে লাগিল। সরোবরে কুমুদ, কহ্লার, কমলপ্রভৃতি জলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। পুংস্কোকিলেরা যেন অন্যান্য ঋতুতে স্বর সাধন করিতেছিল, এক্ষণে বসন্তসমাগমে তাহারা সিদ্ধমনোরথ হইয়া কুহু কুহু রবে বিরহিদিগকে বিচঞ্চল করিয়া তুলিল। জীবগণ ক্রিয়া দ্বারা দ্বন্দ্বভাব বিস্তার করিতে লাগিল। কুরঙ্গকুল শৃঙ্গ দ্বারা স্পর্শসুখনিমিলিতাক্ষী প্রিয়ার কণ্ডু অপনোদন করিতে আরম্ভ করিল। কামোন্মত্ত করেণুকাসকল করিদিগকে প্রণয়বশতঃ পদ্ম-

কোকিলগণ্ডি গণ্ডুষজল দান করিতে লাগিল। হংসেরা অ-ধোপভুক্ত বিষ দ্বারা জায়াসম্ভাষণে তৎপর হইল। স্তনস্বরূপ পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকবিশিষ্ট, অধররূপ কিসলয়যুক্ত লতা-বধূদিগকে তরুসকল বিনম্র শাখারূপ ভুজ দ্বারা আলিঙ্গন করিতে লাগিল। পৃথিবী যেন জগদীশ্বরের সেবা করিতে প্রকৃতিসহচরীর সহিত সুসজ্জিত হইতেছিলেন। তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াই যেন ঋতুরাজ নানাপ্রকার আভরণ তাঁহার যথাযোগ্য স্থানে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। এক দিবস রাজ্ঞী নিদ্রিত ছিলেন, নিশীথসময়ে জাগ্রত হইয়া রাজাকে কহিলেন, নাথ ! আমি একটা স্বপ্ন দেখিলাম। রাজা কহিলেন, প্রিয়ে ! কি স্বপ্ন দেখিলে বল দেখি। রাজ্ঞী কহিলেন, নাথ ! আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আ-পনি শুক্ল কুসুমের মালা গ্রন্থনপূর্ব্বক আমার গলায় প-রাইয়া দিতেছেন। ইহা দেখিতে দেখিতেই নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি গুরুপরম্পরায় শুনিয়াছি, এ প্রকার স্বপ্ন-দর্শন মঙ্গলজনক। রাজা কহিলেন, প্রিয়ে ! গ্রহদিগের চরিত ও স্বপ্ন এবং দৈবী উৎপাৎ, এ সকল কাকতালীয়ের ন্যায় সফল হয়। অতএব স্বপ্নের দ্বারা যে মঙ্গলামঙ্গল হয়, তাহা পণ্ডিতের অবিশ্বাস্য। তবে শুনিয়াছি, ওপ্রকার স্বপ্ন সন্দর্শনে সন্তান হয়। তোমার এস্থলে যদি স্বপ্নের অনুযায়ী ফল ফলে, তবে বিলক্ষণ ক্লেশ হইবে।

রাজ্ঞীর সন্তান হয় নাই, তিনি সর্ব্বদাই অপত্যকামনায় স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কখন বা বালাধিষ্ঠাত্রী ষষ্ঠী দেবীর কখন বা অন্যান্য দেবদেবীর আ-রাধনা করিতেন। সুতরাং সন্তান হইবে শুনিয়া মনে মনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু বাহিরে লজ্জা দেখা-

হবার নিমিত্ত কহিলেন, সকলেতেই আপনার এক রকম, আমি কিছু শুনিতে চাহিতেছি না। এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে নিদ্রা গেলেন, কাকতালীয় ঐ রজনীতেই রাজমহিষীর গর্ভের সঞ্চার হয়। দিন দিন তাঁহার গর্ভের উপচয় হইতে লাগিল। ক্রমে সপ্তম মাস বিগত. এই কালে সম্পূর্ণ গর্ভবতীর লক্ষণ হইল। আলস্যে শরীর অবশ, আহার করিলে তৃপ্তি জন্মে না, মুখে সর্ব্বদা জৃম্ভন ও অল্প অল্প বমন হয়। বস্তিদেশ স্ফীত, ক্ষীরভরে পয়োধর অবনত হওয়াতে মন্দমন্থর গতি হইল। যথেচ্ছা শয়নে, অম্ল এবং দগ্ধমৃত্তিকা ভোজনে অধিক ইচ্ছা জন্মিল।

এ অবস্থায় বনে বাস করা রাজমহিষীর পক্ষে বিলক্ষণ ক্লেশকর হইয়া উঠিল। তিনি কখন কখন ভাবেন, যদি রাজার মত হয়, তবে লোকালয়ে গমন করি। এক দিন রাজা একটী অশ্বত্থমূলস্থ সুশীতল শীলাতলে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। রাজ্ঞী ভাবিলেন, এখন রাজাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি লোকালয়ে যাইতে সম্মত হন কি না। এই ভাবিয়া নৃপতির নিকট গমন করিলেন, রাজা তাঁহার দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমার নিকট কি তোমার কিছু প্রয়োজন আছে? রাজ্ঞী কহিলেন, না এমন কিছু নয়। তবে কি করিতেছেন, এক বার দেখিতে আইলাম এই বলিয়া সেই শীলার এক দেশে উপবেশন করিলেন। পরে কথায় কথায় কহিলেন, নাথ! চিরকালই পুস্তক পাঠ করিয়া সময় যাপন করিলেন, এক দিনের তরেও সুখেচ্ছা করিলেন না। আপনাদিগের ন্যায় মনুষ্যকে আমরা স্ত্রীলোক হইয়া কি উপদেশ দিব। আপনাকে উপদেশ দিতে-

ছি না, কেবল স্মরণ করিতে কহিতেছি। মনে করুন দেখি, পূর্ব্বে বা কি ছিলেন, আর এখন কি হইয়াছেন, তবদীয় পূর্ব্বপুরুষেরা বলপূর্ব্বক যে রাজ্য উপভোগ করিয়াছেন তাহা আপনার হস্তবহির্ভূত হওয়াতে দেশমধ্যে যে দুরপনেয় অপযশ হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। তৎকালে যুদ্ধে বিমুখ হইয়া ভাল কর্ম্ম করেন নাই। মহাশয়! বলুন দেখি, দুষ্টের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিলে কি নিস্তার আছে? যেমন বস্ত্রাদিতে অসংবৃত অঙ্গ শীঘ্রই শস্ত্র কর্ত্তৃক ভেদ হয়। তেমনি শঠের নিকট সরলতা করিলে পদে পদে বিপদ হইবার সম্ভাবনা। যে যেমন লোক, তাহার সহিত তদ্রূপে ব্যবহার করাই উচিত। আপনাদিগের বিচিত্ররূপা চিত্তবৃত্তি মাদৃশ জনের বোধগম্য হইবার বিষয় কি, কেন না পূর্ব্বে রাজভোগে শত তৃপ্তি না হইত; এক্ষণে কটু, তিক্ত, কষায় বনফল আহার করিয়াও তাহা হইতে অধিক তৃপ্ত দেখা যায়। কি আশ্চর্য্য! যিনি সুকোমল দুগ্ধফেনাধিনিন্দিত তল্পমণ্ডিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতেন ও মঙ্গলময়ী স্তুতিগীতি দ্বারা বিনিদ্র হইতেন, তিনিই এক্ষণে শুষ্ক পর্ণরাশির উপর বাহুযুগল উপধান করিয়া শয়ান এবং শিবাগণের অশিব ধ্বনিতে বিবোধিত হন। এসকল মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

হে নাথ! এক্ষণে আমি একটী অনুরোধ করি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। আমার যে প্রকার দুঃসময় উপস্থিত, তাহাতে লোকালয়ে থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য, আর যদি চিরকাল মনুষ্যের আবাসে থাকিতে আপনকার প্রবৃত্তি না হয়, তবে প্রসবকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া এই বনে আসিব। থাকিবার নিমিত্তেও কাহার তোষামোদ বা

সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে না। আমার জনকজননী অদ্যাপিও জীবিত আছেন। আমাকে পাইলে তাঁহারা যে কত সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ পিতার পরলোক হইলে আমিই রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইব। আপনি আর এই হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ অরণ্যে বাস করিবেন না। বনে বাস করার কোন সুখ নাই, প্রত্যুত অশেষ ক্লেশ। মহারাজ! পরমেশ্বর সামাজিক নিয়ম করিয়া মনুষ্যদিগকে সেই সমাজসূত্রে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক উপকার আছে। আমরা জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞাস্বরূপ সেই সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেছি, তাহাতে কি আমাদিগের পাপ হইবে না। দেখুন দেখি, পশুরাও বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য সর্ব্বদা দলবদ্ধ হইয়া থাকে। পশুদিগেরও আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তি আছে। আমরা মনুষ্যসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ভাল কর্ম্ম করি নাই। যদি মানবমণ্ডলী-সমাকীর্ণ নগরে বা গ্রামে বাস করিতাম তবে এই সকল দুঃখের শতাংশের একাংশও অনুভব করিতে হইত না। আমার বোধ হয়, প্রজারা অদ্যাবধিও আপনার পক্ষে আছে। এখন যদি দেশে যাইয়া প্রজাদিগের সহিত যুক্তিপূর্ব্বক সমর করেন, তবে অনায়াসেই জয়শ্রী ও রাজ্যলক্ষ্মী লাভ হয়। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, রাজারা কামনাশূন্য মুনিগণের ন্যায় জিতক্রোধ হইয়া কখনই সুখী হইতে পারেন না। অতএব শত্রু নাশ করিতে যত্নশীল হউন। বলুন দেখি, লক্ষ্মীপতির চিহ্নস্বরূপ রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়া জটাধারণে কি সুখ হয়?

রাজা রাজ্ঞীর এইরূপ উত্তেজনাতে প্রথমতঃ লোকালয়ে যাইতে সম্মত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই মনুষ্যগণের

নৃশংস ব্যবহার তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হওয়াতে সে ইচ্ছা একবারে দূর হইল। তখন রাজ্ঞীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি মনুষ্যদিগের স্বভাব জান না, এই নিমিত্ত লোকালয়ে যাইতে চাহ। মনুষ্যের ন্যায় নৃশংস জন্তু আর দ্বিতীয় নাই। এই পরপ্রতারক প্রাণীকে যে বিশ্বাস করে, সে চিরকাল দুঃখদহনে দগ্ধ হয়। ইহারা সম্পৎকালে স্বকার্য্য সাধনজন্য যত আদর করে, বিপৎকালেও তেমনি তাচ্ছল্য করিয়া থাকে, আমরা যাহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন ও ধন দ্বারা নানা প্রকার উপকার করিয়াছি। এক্ষণে তাহাদিগের নিকট এই অবস্থা জানাইলে চিনিয়াও চিনিতে পারিবে না। সম্পৎকালে যাহারা অনেক যত্নে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইত, এই অবস্থায় তাহাদিগের আবাসে গেলে আপদ জ্ঞান করিয়া তিরস্কারপূর্ব্বক দূর করিয়া দিবে। এই নিমত্তই জ্ঞানীরা কহিয়া থাকেন, মনুষ্যগণ লক্ষ্মীর বরযাত্র। এই অধম জাতির মধ্যে কদাচিৎ দুই একটী মনুষ্য ভদ্র হইয়া উঠে। যেমন একটী বংশবিটপীর কিয়দংশ বংশী হইয়া সুস্বরে বাজিতে থাকে, অপরাংশ প্রাঙ্গণসম্মার্জ্জনী হয়। তেমনি এক বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেহবা যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য হইতেছে আর কেহবা মনুষ্যনামের গৌরব নষ্ট করিতেছে। প্রথমাপেক্ষা শেষোক্ত মনুষ্যই অধিকাংশ।

পরমেশ্বর এই অভিপ্রায়ে মনুষ্যকুলের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তাহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিবে। কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, ইত্যাদি পরস্পর অবস্থাভেদের কারণই ঈশ্বরের নিয়ম, যদি সকলের অবস্থা সমান হইত তাহা হইলে কখনই

সংসার চলিত না। অতএব এক একটী মনুষ্যের যে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করা জগদীশ্বরের অনুমোদিত, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব যাঁহারা এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃত্তিতে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারাই প্রশংসার পাত্র। যাহারা অন্যের অবলম্বিত বৃত্তির অনুগামী হইয়া চলেন, তাহাদিগকে মনুষ্য না বলিয়া দ্বিপদবিশিষ্ট নরপশু বলাই উচিত। ফলতঃ তাহাদিগের কার্য্যের সহিত পশুগণের কার্য্য তুলনা করিলে কোন ইতর বিশেষ দেখা যায় না। যাহা হউক, আমি যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি, সেই ভাল। আর পরপ্রদর্শিত পথে কখনই বিচরণ করিব না। তুমি প্রসবকালে ক্লেশ পাইবে এই আশঙ্কা করিতেছ, কিন্তু বিবেচনা করিলে সে ভয় কোন কার্য্যের নহে। বল দেখি, যাহা হইতে এই অসংখ্য মনুষ্যকুলের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই আদিমনারী কি প্রসব হইয়াছিলেন না। বিশেষতঃ ইতর জন্তুরা প্রসবকালে কাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। অথচ প্রসব হইতে কোন ক্লেশও পায় না। যে জগদীশ্বর গর্ভের সঞ্চার করেন, প্রসবকালেও তিনিই সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার তুল্য দয়ালু কি আর আছে। আবার তিনিই সেই সদ্যঃপ্রসূত বালকের অজ্ঞানাবস্থায় আহারের জন্য জননীর স্তন সুধাসম দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখেন, অনর্থক চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, যাঁহার ভাবনা তিনিই ভাবিতেছেন, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাক। প্রিয়ে! এখন মনে পড়ে, আমি অগ্রেই এই সকল ভাবিয়া তোমাকে জনকগৃহে যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। তুমি তৎকালে তাহা শুন নাই, এক্ষণে বৃথা চিন্তা করিয়া কি হইবে।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দক্ষিণ দিক হইতে "হে হরিণগণ! তোমরাই সুখী" এই শব্দটী তাঁহাদিগের শ্রুতিপথে পতিত হইল। যেমন মধুর স্বরে বীণাধ্বনি হইলে সেই দিগেই সকলের মন ধাবমান হয়, তেমনি সেই অসম্ভাবিত মনুষ্যের কণ্ঠ-স্বর তাঁহারা স্থির কর্ণে শুনিতে লাগিলেন। তখন রাজা রাজ্ঞীকে কহিলেন, প্রিয়ে! কি আশ্চর্য্য! আমরা এত দিন পর্য্যন্ত এখানে আছি, কিন্তু এক দিনও কোন মনুষ্যের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। হটাৎ এখানে কে আ-সিয়াছে, অনুসন্ধান করিতে হইল। রাজ্ঞী কহিলেন, নাথ! এ বিষয়ে আমারও কৌতূহল জন্মিয়াছে। চলুন, দে-খিয়া আসি।

অনন্তর রাজা ও রাজমহিষী যে দিকে সেই শব্দ হই-তেছিল, অল্পে অল্পে সেই দিগে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, একটী পুরুষ কয়েক জন স্ত্রী সমভিব্যাহারে এক শিলাতলে বসিয়া দৈবের তিরস্কার করিতেছে। রাজা রাজ্ঞীকে কহিলেন, প্রিয়ে! এই যে মনুষ্যটী সপরিবারে এখানে আসিয়াছে, উহার দেহগত ভাব ও অন্যান্য কারণ দেখিয়া বোধ করিতেছি, ও বিদেশী হইবে। আহা! আমি ঐ ব্যক্তিকে কোথায় পূর্ব্বে দেখিয়া থাকিব, চিনি চিনি করিতেছি কিন্তু চিনিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আমরা ক্ষণকাল এই লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া উহাদিগের কথো-পকথন শ্রবণ করি। রাজ্ঞী কহিলেন, এ উত্তম যুক্তি করি-য়াছেন। তখন রাজা ও রাজ্ঞী লতাজালের অন্তরালে থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন।

সেই বনাগত পান্থ কাননের শোভা দেখিয়া অত্যন্ত

সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কতকগুলি হরিণ ইতস্ততঃ চরিতেছিল ও চঞ্চল লোচনে তাঁহাদিগের দিগে অবলোকন করিতেছিল। তাহা দেখিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, হে হরিণগণ! তোমরা কি তপস্যা করিয়াছিলে যে, বিধাতা তোমাদিগকে কাহারও অধীন করেন নাই। তোমরা পরিশ্রান্ত হইলে পরম সুখে নিদ্রা যাও। কাহারও নিকট যাচ্ঞা কর না অথচ কোন অভাবও নাই। পৃথিবীতে তোমরাই সুখী! হে বনস্থ বিটপিসকল! হে নদীপুলিন! হে উপলখণ্ডসকল! তোমরাও সুখে আছ। আমি সপরিবারে তোমাদিগের প্রতিবাসী হইলাম। তোমরা আমাদিগের সহিত চিরবন্ধুতা কর।

হা অধম মনুষ্য! তোরা কি নির্দয়। তোদিগের আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই, কার্য্যকালে আত্মীয়ের সহিতও শত্রুতা এবং শত্রুর সহিতও মিত্রতা করিস। তোদিগের তুল্য স্বার্থপর হিংস্রক জীব আর নাই। বনস্থ শ্বাপদ পশুও তোদিগের হইতে ভয়ঙ্কর নহে। তাহাদিগকে পালন করিলে তাহারা প্রতিপালকের অপকার করে না। তোরা সর্প হইতেও খল। কেন না ঔষধ দ্বারা বিষধরকে নিবারণ করা যায় কিন্তু তোদিগকে নিবারণ করা ভেষজের অসাধ্য।

হা পৃথিবি! তুমি আর কত কাল এই পাপ কুলের ভার বহন করিবে। আর আবশ্যক নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে রসাতলে গমন করিয়া পাপভারবহন হইতে মুক্ত হও।

হে পরমেশ্বর! তুমি যে কি অভিপ্রায়ে এই নরজাতির সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা বলিতে পারি না। বরং এই জগতের ইতর জন্তু দ্বারা তোমার সৃষ্টির শোভা বৃদ্ধি হইতেছে।

কিন্তু এই জাতি দ্বারা তোমার নির্ম্মিত বিশ্বের অপকার বই উপকার নাই। এই অধম জাতির মধ্যে দৈবায়ত্ত যাহাদিগের চরিত্র সংশোধন হইয়া উঠে, তাহাদিগের দ্বারা এই সৃষ্টির যে কিছু শোভা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাদৃশ মনুষ্য অতি বিরল।

এই প্রকারে তিনি নানা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজা রাজ্ঞীকে কহিলেন, প্রিয়ে! কেমন শুনিলে ত, তুমি পুনরায় এই মনুষ্যগণসহ বাস করিতে অভিলাষ কর। তোমরা অতি নির্ব্বোধ। যে হউক, এক্ষণে উঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। পরে তাঁহারা সেই নবাগত ব্যক্তিদিগের নিকট গমন করিয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল এবং তৈল বিনা অঙ্গসৌন্দর্য্য মলিন ও মস্তকস্থ কুন্তলসকল জটাশেষ হইয়াছে। বস্ত্রখণ্ডসকল সূচিবিদ্ধ করিয়া পরিধান করাতে বোধ হইল, যেন তাঁহাদিগের পরিহিত নানা রঙ্গের বস্ত্রখণ্ডে নানাপ্রকার দুঃখ প্রচার হইতেছে। এক দিগে গুটী কতক স্ত্রী শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর বসনাঞ্চল পাতিয়া শয়ান ছিল, তাহাদিগের বক্ষঃস্থলস্থিত বালিকারা স্তন পান করিতেছে। এই সকল দেখিয়া রাজা সেই পুরুষটীকে জিজ্ঞাসিলেন; মহাশয়! আপনারা কে? এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন আর কোন স্থানেই বা যাইবেন। যদি কার্য্যক্ষতি না হয় তবে নিকটে আমার আশ্রম আছে তথায় আসিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন।

রাজার সেই অমায়িক বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি কহিলেন, মহাশয়! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমার আর দুইটী সহোদর বনমধ্যে ফলান্বেষণে গমন করিয়াছেন,

তাঁহারা আইলে সকলে একত্র হইয়া আপনার আশ্রমে যাওয়া যাইবে। বলিতে বলিতে তাঁহারা কতকগুলি ফল লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া আশ্রমে যাইতে অনুরোধ করিলেন, তখন তাঁহারা নৃপতির সহিত তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া স্নান করিলেন ও বনসুলভ ফল মূল আহার করিয়া গতক্লম হইলেন। পরে সকলে এক শীলাতলে উপবেশন করিয়া পরস্পর বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। রাজা কহিলেন, আমি আপনাদিগের সরল স্বভাব দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিতে সাহস করিতেছি। আমার এ ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করিবেন। যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে পরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করুন। আপনাদিগের আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনারা কোন অদ্ভুত কারণবশতঃ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব্বে যিনি রাজার সহিত প্রথম আলাপ করিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, মহাশয়! উত্তম অনুভব করিয়াছেন। আমরা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে আসিয়াছি। যে কারণে গৃহস্থধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। মহাশয়! এই দুইটী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। তাহার মধ্যে এই গৌরাঙ্গটী মধ্যম, ইহাঁর নাম বলভুৎ। আর এই বলাহক নামা শ্যামল বর্ণটী কনিষ্ঠ। আমিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। যাঁহার নিকট ঐ বালকটী ক্রীড়া করিতেছে, উনি আমার সহধর্ম্মিণী। আর ঐ কয়টী আমাদিগের বিধবা ভগিনী। মধ্যমের বিবাহ হইয়াছিল, অল্প দিন গৃহশূন্য হইয়াছে। কনিষ্ঠ অদ্যাপি অবিবাহিত

আছেন। উনি কহিয়াছেন, বিবাহ করিবেন না। আমরা তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই সম্মত হন নাই। এক্ষণে বনাগমনের কারণ শ্রবণ করুন।

তৃতীয় সর্গ।

বিবেকী কহিলেন, মহাশয়! শুনিয়া থাকিবেন। হিমালয়ের দক্ষিণ পশ্চিম দিগে আর্য্যাবর্ত্ত নামে এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে। ঐ দেশে চম্পাবতী নামে এক বিখ্যাত নগর তথাকার রাজধানী। যে স্থানে ইরাবতী নদীর নীল বর্ণ নির্ম্মল সলিল প্রবাহিত হইতেছে। যেখানে সর্ব্বদা বসন্তঋতু বিরাজমান এবং সকল পৃথিবীর মধ্যে যে এক উৎকৃষ্ট স্থান, সেখানে বিক্রমসেন নামে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। আমি তাঁহার ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত ছিলাম। রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন। এ যে আমাকেই লক্ষ্য করিয়া সকল কথা কহিতেছে। ভাল শুনা যাউক, প্রকাশে হাঁ! মহাশয়! তার পর। তিনি কহিলেন, আমাদিগের রাজা কোন কারণবশতঃ বনে প্রস্থান করিলেন। রাজা মনে মনে হাঁ! যথার্থই ত আমি বনে আসিয়াছি। প্রকাশে তার পর কি হইল। তিনি কহিলেন, আমি রাজার প্রধান সচিব ছিলাম। বনগমনকালে আমার প্রতি সমুদায় কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি রাজার বনগমনের পর একাকী সেই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের কার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিব ইহা বিবেচনা করিতেছি, রাজা মনে মনে হাঁ। এ আমার সেই প্রধান মন্ত্রী সুমন্ত্রই ত বটে! কি আশ্চর্য্য!

সে প্রকার বর্ণ নাই, মুখমণ্ডল বিশ্রী হইয়াছে। দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। প্রকাশে মহাশয়, বলুন, আমি শুনিতেছি, তার পর। সুমন্ত্র কহিলেন, মহাশয়! কোথা আমি কার্য্য নির্ব্বাহের চিন্তা করিতেছি আর কোথায় সেই রাজ্য অন্য রাজার অধিকারভুক্ত হইল। আমাদিগের রাজা যে দিন বন গমন করিলেন, সেই দিন দ্বারপুরনিবাসী রাজা কীর্ত্তিপ্রিয় আসিয়া সেই রাজ্য অধিকার করত আমার কর্ম্মে এক জন আপন লোক নিযুক্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। সহজেই আমি তখন বিষয়কর্ম্মশূন্য হইলাম। সঞ্চিত ধন ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলে আর কত দিন থাকে, বিশেষতঃ কিছুমাত্র আয় ছিল না। কিন্তু সর্ব্বদা নানা কার্য্যে ব্যয় করিতে হইত, আমি অল্প দিনের মধ্যেই নিঃসম্বল হইয়া পড়িলাম। তখন অতি কষ্টে দিনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। কোন কোন দিন সমস্ত দিবারাত্রি সপরিবারে উপবাস করিয়া থাকিতেও হইয়াছে। এত কষ্ট পাইয়াছি, তথাপি আমার মনে এক দিনের নিমিত্তেও পরের নিকট যাক্ঞা করিতে অভিলাষ হয় নাই।

যখন অদৃষ্ট মন্দ হয়, তখন নানাপ্রকারে বিষয় নষ্ট হইতে থাকে। গৃহস্থিত দ্রব্যজাতসকল কতক অগ্নিতে দগ্ধ কতক চোর কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। মহাশয়! বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, সে সময়ে আমি যে কত কষ্টে পড়িলাম তাহা আর বলিতে অপেক্ষা কি। অধম মনুষ্যেরা কি পাষণ্ড। আমার সেই প্রকার বিপদসময়ে পূর্ব্ব শত্রুসকল খড়্গহস্ত হইয়া বৈর শোধন করিতে লাগিল। আমি যখন ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত ছিলাম তখন নিতান্ত স্বার্থ-

[illegible] উৎকোচ লইয়া বিচার করিতাম না। বিচারকর্ত্তা [illegible] প্রমুখাৎ শুনিয়াই যথার্থ যথার্থ স্থির করিতাম, এমত নহে। বরং ছদ্মবেশে ভ্রমণপূর্ব্বক তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতাম। মনুষ্যের ভাল করিতে গেলে মন্দ হয়, সেই কারণে দেশশুদ্ধ লোক আমার প্রতি বক্র ছিল, এক্ষণে শুভ যোগ পাইয়া বৈর প্রতিকার করিতে আরম্ভ করিল। গৃহমধ্যে আহারাদির কষ্ট উপস্থিত হইলে পরিবারেরা বিরক্ত হইয়া থাকে, তখন সহজ কথায় কলহ হয়। আমি সে সময়ে গৃহে কিম্বা অন্য লোকের বাটীতে কোন স্থানেই নিশ্চিন্ত হইয়া যে দুই দণ্ড বসিব, সে যো ছিল না। তাহার কারণ কাহারও বাটীতে গেলে প্রতিবাসীরা কৌশলে বিদ্রূপ করিত কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই ছিল, তাহারা যে আমাকে সে প্রকার নিন্দাবাদ করিত তাহা যে আমি বুঝিতাম, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিত না। তথা হইতে ত্যক্ত হইয়া গৃহে আইলে আবার পরিবারের দ্বন্দ্ব শুনিতে হইত। আমি এই সকল কারণে কোন ঠাঁই তিষ্ঠিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতাম। ত্যক্ত হইলে কত দিন স্বভাব ঠিক্ থাকে। ক্রমেক্রমে নানা দুর্ভাবনায় আমাকে নিতান্ত উন্মাদের ন্যায় হইতে হইয়াছিল। সে সময়ে যে কি করি, কি খাই, কোথায় যাই, কিছুই স্থির হইত না। কেবল কি ছিলাম, কি হইলাম, এই ভাবনাই আমার মনে নিরন্তর জাগরূক ছিল। তৎকালে যাঁহারা স্বপক্ষ ছিলেন, তাঁহারাও বিপক্ষভয়ে আমাদিগের সহিত আলাপ পর্য্যন্তও রহিত করিয়াছিলেন। সাক্ষাতে আমাদিগের কোন ক্ষতি হইতে দেখিলে কেবল মনে মনেই অনুতাপ করিতেন। তৎকালে আমরা যে

পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি এমন একটী লোক [illegible] হইয়া উঠিয়াছিল। আমি সকল লোকের [illegible] ত্যন্ত বিরক্ত হইয়া এক দিন এই ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত [illegible] অধ্যাসীন হইয়া কহিলাম, এক্ষণে আমরা কি করি। [illegible] শুদ্ধ লোক একবাক্য হইয়া লাগিয়াছে, আর এস্থানে থাকা যায় না। চল আমরা স্থানান্তরে যাই। আর এই হিংসাদ্বেষপরিপূর্ণ দেশে থাকিলে কখনই ভদ্রস্থতা হইবে না।

এই সকল কথা শুনিয়া মধ্যমানুজ কহিলেন, আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তাহা নিতান্ত যুক্তিযুক্ত, কেন না যেখানে একটী লোক স্বপক্ষ নাই, সকলেই বিপক্ষ, সেখানে বাস করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। শত্রুমধ্যে বসতি করায় দুই প্রকার দোষ, একতঃ সর্ব্বদা মনস্তাপ; দ্বিতীয়তঃ কখন কি ঘটনা হয় তাহাও স্থির নাই। ফলতঃ বিপক্ষমণ্ডলীর মধ্যে থাকা কখনই উচিত নহে। জ্ঞানী লোকেরা কহিয়াছেন, যে স্থানে মান সম্ভ্রম নাই অচিরাৎ তদ্দেশ হইতে প্রস্থান করিবে।

যখন ইনি এই প্রকার কহিলেন, তখন আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিতাহিতরহিত, অজ্ঞানপ্রভাবেই হউক, অথবা ক্রোধেই হউক, কহিলেন, এক্ষণে আমরা কি কাপুরুষের ন্যায় দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব, তাহা কখনই হইবে না। বরং এই খানে থাকিয়া বৈরশুদ্ধির চেষ্টা দেখা যাউক। শত্রুদিগের অনিষ্ট করিতে গিয়া মরণও শ্রেয়স্কর। ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হয় দেশ উচ্ছেদ করিতে হইবে। আপনারা সহায়তা করেন ভালই নতুবা আমি একাকীই দুষ্ট লোকদিগকে শমনসদনে প্রেরণ

[illegible]। আমরা চিরকাল মহৎ ছিলাম, এক্ষণে বিষয় নাই [illegible] কি সেই মহত্ত্বগুণ গিয়াছে, আপনারা বলুন দেখি, [illegible] পরাক্রান্ত কেশরিকুল যে শব্দায়মান মেঘের প্রতি কোপকুটিল নেত্রে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করে, তাহার কারণ কি? স্প-ষ্টই দেখা যাইতেছে, বীর পুরুষেরা কখনই অন্যের সমুন্নতি সহ্য করিতে পারে না। দেখুন দেখি, পশুরাও শত্রু দমন করিয়া থাকে। আমরা যদি অরাতিভয়ে পলায়ন করি তবে যে ইতর জন্তু হইতেও নিকৃষ্ট হইব। পরমেশ্বর এই অভিপ্রায়ে আমাদিগকে জিঘাংসা বৃত্তি দিয়াছেন যে, আ-মরা এই বৃত্তির সহায়তায় শত্রুহস্ত হইতে জীবন রক্ষা করিতে পারি। এমন স্থল ভিন্ন আর কোন স্থানে এই রাগ ও প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিব। অপত্যোৎপাদ-নের নিমিত্ত কাম; শত্রুদমনজন্য ক্রোধ; শরীররক্ষার হেতু লোভ; স্বজন পালনে মোহ; ঐহিক সুখ সাধনজন্য মদ এবং পরস্পর পদ ও মর্য্যাদাভেদের কারণ মাৎসর্য্য; যদি এ সকল বৃত্তি পরমেশ্বর লোকদিগের স্বভাবসিদ্ধ ক-রিয়া না দিতেন, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে যতপ্রকার সুখ ভোগ করা যায় তাহার কিছুই হইত না, লোকে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্বভাব ও কার্য্য না জানিয়াই রিপু বলিয়া ব্যাখ্যা করে। যদি যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া এই সকল বৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করিতে পারা যায়, তবে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কি সুখ তাহা কার্য্যকালেই অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিপরীত করিলেই দোষ। যাহা হউক, এক্ষণে হীনবীর্য্য পুরুষের ন্যায় ভীরুতার দাস হইয়া চলিবেন না, শত্রু দমন করিতে সাহস করুন। সাহস করিলে অবশ্য জয় লাভ করা যায়, বিশেষতঃ বিপদ্‌কালে চলচ্চিত্ত হওয়া উ-

চিত নহে। কেন না বিপদে ধৈর্য্য হইবে, [illegible] ক্ষমা প্রদর্শন করিবে ও যুদ্ধে বিক্রম দেখাইবে। [illegible]-দিগের এই সকল প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ।

যেমন দিবাবসানে পৃথিবী তিমিরে আচ্ছন্ন হয়, তেমনি ইহার বাক্যের শেষ হইলে আমার চিত্তক্ষেত্র অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছাদিত হইল। আমার লোকের উপর নিতান্ত ঘৃণা ও দ্বেষ ছিল, সহজেই কনিষ্ঠের বাক্যসকল আমার মনের মত হওয়াতে আমি তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলাম, ভাই! ভালো বুক্তি করিয়াছ, দেশশুদ্ধ লোক একবাক্য হইয়া আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছে, যেপ্রকারে হয়, তাহাদিগকে প্রতিফল দিতে হইবে। কিন্তু কিপ্রকার করিলে কি হইবে, উপায় অবধারণ কর। ইনি কহিলেন, কেন অন্য উপায়ের আবশ্যক কি, এই ত এক সদুপায় আছে, যাহাকে যেখানে পাওয়া যাইবে তাহাকেই বধ করা যাইবে। আর রজনীযোগে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকলের ধন অপহরণ করিব। তাহা হইলে সকলকে বিলক্ষণ প্রতিফল দেওয়া হইবে। এ কর্ম্ম করিলে আমাদিগকে দুরদৃষ্টভাগীও হইতে হইবে না। কেন না আমরা ত অগ্রে কাহারও কিছু ক্ষতি করিব না। বৈরশুদ্ধিনিমিত্ত যাহা করা যায়, তাহাতে পাপমাত্র নাই। যেমন অন্যায়কারী দুষ্ট লোকদিগকে বধদণ্ডপ্রভৃতি দণ্ড করিলে রাজার কোন পাপ হয় না। তেমনি ক্রূরকর্ম্মা লোকদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা তাহাদিগের পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে করিতে হইবে। এ সকল পরামর্শ কেবল আমরাই তিন সহোদরে জানিলাম। সাবধান দেখিবেন, যেন অন্যের নিকট প্রকাশ না হয়। তাহা হইলে বিষম বিপদ্ ঘটিবে।

[illegible] বধদণ্ডে জীবন নাশ হইতে পারে। আমি কহিলাম, তাই এ সকল কথা প্রকাশ হইবার আশঙ্কা করা বৃথা। কেন না গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে গেলে ক্ষতি বই লাভ নাই। মনুষ্যের বিষয় কি, ইহা দেবতারাও জানিতে পারিবেন না। কিন্তু এরূপ করা কদাচ উচিত নহে। ইহাতে মহাপাপ হইবে। কনিষ্ঠ কহিলেন, মহাশয়! আপনি যা বলুন আর তা বলুন, আমি যথার্থ কহিতেছি, স্বদেশীয় পক্কশ্মশ্রুলশির বৃদ্ধের পরিম্লান মুখশ্রী দেখিয়া এবং কোমল মুখমণ্ডলবিশিষ্ট বালকবালিকার রোদনধ্বনি শুনিয়া কখনই বৈর নির্যাতনে ক্ষান্ত হইব না। বরং তাহাতে সন্তুষ্টই হইব। যখন অলকাশূন্য রিপুনারীগণের নয়ননীরে দেশ উচ্ছলিত হইবে, তখন ক্ষান্ত হইলেও হইতে পারি। ইনি এই প্রকার প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া সেই অবধি কিসে লোকের অনিষ্ট হয়, এই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এক দিন নিশীথসময়ে যখন জীবলোক নিদ্রায় অচেতন ছিল, তখন ইনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া এক গৃহস্থের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া কতক নদীর জলে বিসর্জ্জন ও কতক বাটীতে আনয়ন করিলেন। হৃতসর্ব্বস্ব গৃহস্বামী প্রাতে উঠিয়া শূন্য গৃহ দেখিয়া ধনশোকে সপরিবারে বিস্তর রোদন করিল। তাহাদিগের রোদনধ্বনি শুনিয়া ইহাঁর মনে তৎকালে যেরূপ আহ্লাদ হইয়াছিল, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। মধ্যম আর আমি ইহাঁর এই সকল নৃশংস ব্যবহার দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইতাম, কিন্তু পাছে ক্রোধ করেন, এই ভয়ে ভাল মন্দ কিছু বলিতাম না। এই প্রকারে ইনি যে কত কুকর্ম্ম ও কত লোকের প্রাণ বধ করিয়াছেন, কে তাঁহার

সংখ্যা করিতে পারে। আর এক দিন যে [illegible] কর্ম্ম করিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা তাহাই [illegible] ইনি অনেক চেষ্টা করিয়াও কাহার কিছু অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। রজনীও প্রায় শেষ হইয়া যায়, [illegible] অদ্য কিছুই হইল না। পরে বাটী আসিয়া আমাকে কহিলেন। দাদা! চলুন, আমরা এস্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করি। অদ্য যে এক কর্ম্ম করিয়াছি তাহা অনেকে জানিতে পারিয়াছে। রজনী প্রভাত হইলেই বিপদ উপস্থিত হইবে। এই প্রকার কল্পিত বচন দ্বারা আমাদিগকে নগর হইতে বহির্গত করিলেন। ইহার মনে যে আর এক ঘৃণিত অভিপ্রায় ছিল পশ্চাৎ তাহা ব্যক্ত হইল। আমরা প্রথমে তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিয়াছিলাম না। ইনি এই প্রকার আরোপিত বাক্যে আমাদিগকে বাটী হইতে বাহির করিয়া একেকালে নগরের চতুর্দ্দিগে অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। অনেক তৃণাচ্ছাদিত গৃহ থাকাতে অল্প ক্ষণের মধ্যেই অনল বায়ুর সহায়তায় পর্ব্বতপ্রমাণ জ্বলিয়া উঠিল। সে সময়ে কেহ জাগ্রত থাকে না। নগররক্ষকেরাও সমুদায় রাত্রি জাগরণ ও পরিশ্রম করিয়া তখন নিদ্রা যায়। বিশেষতঃ প্রভাতকালের সুগন্ধ সুশীতল গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতে থাকে, তখন পীড়িত ব্যক্তিরও শরীর সুস্থ হয়। সকলেই নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়ে। অগ্নি সমুদায় গৃহে ব্যাপ্ত হইল, আমি বোধ করিলাম, নগর ভস্মাবশেষ হইবে, আর একটী প্রাণীও জীবিত থাকিবে না। সেই সর্ব্ব লোকনিন্দাকর কার্য্য দেখিয়া তৎকালে আমার অন্তঃকরণে যে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা কঠিন। যেন সে সময়ে

[illegible] কে মর্ম্মান্তিকরূপে আঘাত করিতে [illegible] আমি কি পাষণ্ড। বিজাতীয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া একেকালে শত শত ব্যক্তির প্রাণ বধ করিলাম। আমার সমক্ষে এরূপ গুরুতর নৃশংস ব্যাপার হইতে দেখিয়াও যে আমি নিবারণ করিলাম না। তৎকালে বারণ করিলে ত কখনই কনিষ্ঠ এরূপ করিতে পারিত না। হা! কি পরিতাপ, আমি শত্রু নাশ করিতে গিয়া কত বন্ধুর অসু নাশ করিয়াছি। এ পাপ হইতে কি মুক্ত হইতে পারিব। হা মৃত্যু! তুমি এই মহাপাপকারী নরাধমকে কি বিস্মৃত হইয়াছ। শীঘ্র আমাকে গ্রহণ কর। আমি যে মহাপাতিত্য করিয়াছি ইহাতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিব। আহা! যখন সকলে একত্র থাকিয়া পরস্পর শত্রুতা করিতাম সেও এক সুখ ছিল, এখন আর কে দ্বন্দ্ব করিতে আসিবে। আমি কি করিলাম, যে চম্পাবতী নগরী ভূমণ্ডলে সুরলোকের স্বরূপ ও পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ এবং রাজাদিগের অহঙ্কারস্বরূপ ছিল, অদ্য সেই স্থান আমা কর্ত্তৃক ভস্মাবশেষ হইল। কি কুকর্ম্ম করিয়াছি। অকৃতাপরাধ পশু পক্ষীপ্রভৃতি ইতর জন্তুসকল বধ করিয়াছি। এ দুরদৃষ্টজন্য আমার নরকে স্থান হইবে না।

হা দগ্ধ বিধাতঃ! এই ঘোরতর মহাপাপ করিতে কি তুমি আমাকে সৃজন করিয়াছিলে, কি আশ্চর্য্য! এখনও আমার মস্তকে শত শত বজ্রাঘাত হইল না। এখনও পৃথিবী রসাতলে গেল না। এখনও প্রলয়কাল উপস্থিত হইল না। আমি যদি সদসৎ বিবেচনাশূন্য ইতর জন্তু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলেও অনেকের অনেক উপকারে আসিতাম। আমা কর্ত্তৃক মনুষ্য নামের গৌরব নষ্ট হইল, আ-

ন্যার তুল্য অপূর্ব্ব কর্ম্মচণ্ডাল আর কুত্রাপি নাই। সে সময়ে এই প্রকার যে আরও কতরূপ অনুতাপ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে সমুদায় আর স্মরণ হয় না। তৎকালে শুদ্ধ যে কেবল অনুতাপ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলাম এমত নহে। এই পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া মধ্যমানুজকে কহিলাম, ভ্রাতঃ! আর এ জীবন রাখিয়া আবশ্যক নাই। প্রত্যুত যত কাল জীবিত থাকিব, তত দিন কেবল মনস্তাপরূপ অনলে দগ্ধ হইব। এক্ষণে এই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করি এবং প্রতিবেশীগণের অনুবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগের সম দুঃখভাগী হই। তুমি আমার নিকটে আইস, তোমার সহিত জন্মের মত আলিঙ্গন করিয়া লই। হা জননি! তুমি কি এমন কুসন্তানকে প্রসব করিয়াছিলে, এ কুলাঙ্গারকে দশ মাস দশ দিন উদরে ধারণ করিয়া যে ক্লেশ পাইয়াছিলে, এ অকৃতজ্ঞ তোমার কোন উপকারই করিল না। বরং তোমাদিগকে লোকনিন্দার ভাগী করিয়া পরিশেষে আত্মঘাতী হইল।

আমি যখন এইরূপ রোদন করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলাম, তখন আমার এই মধ্যমানুজ কহিলেন, মহাশয়! করেন কি ক্ষান্ত হউন। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করিলে চরমে পরম দুঃখ পাইতে হয়, যা হইবার হইয়া গিয়াছে এখন আর ভাবিলে কি হইবে বলুন। দেখুন দেখি, ক্রোধ কি বিষম শত্রু। ক্রোধের উদয় হইলে হিতাহিতবোধ-রহিত হইতে হয়। ক্রোধের সময় উপদেশ দিলে কোন ফল দর্শে না। বরং তখন যাহারা তৎকালোচিত চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তন করে তাহাদিগকে মিত্র জ্ঞান হয়। এই পাপরূপ দুর্নিবার্য্য রিপুর বশীভূত হইয়া

[illegible] ধার্ম্মিক ন্যায়বান্ মনুষ্যেরাও অজ্ঞানের তুল্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্রোধোন্মত্ত কত লোককে স্বহস্তে আত্মকন্যা, পুত্র, কলত্রপ্রভৃতির প্রাণ নাশ করিয়া পরিশেষে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ পর্য্যন্তও করিতে দেখা গিয়াছে।

আত্মহত্যা মহাপাপ, আত্মঘাতীরা অনন্ত কাল নরকানলে দগ্ধ হইবে। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, লোকে যত প্রকার পাপ করে, অনুতাপপূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি কথঞ্চিৎ ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু আত্মঘাতির কখনই নিষ্কৃতি নাই। কেন না যে প্রাণ পরিত্যাগ করিল সে কেমন করিয়া পশ্চাৎ তাপপূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মহাশয় যে মহাপাপ করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পুনরায় আত্মহননরূপ পাপপঙ্কে পতিত হইতেছেন ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। একেকালে মৃতের ন্যায় চেতনাশূন্য হইবেন না। হায়! রিপুপরতন্ত্র হইলে কিছুই বোধ থাকে না। এখন মনে পড়ে, আমি পূর্ব্বে যে সকল পরামর্শ দিয়াছিলাম, তদনুসারে কার্য্য করিলে কি হইত। আমি আর কিছু বলিতে চাহিনা এক্ষণে বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করুন।

আমি মধ্যমের সেই শ্রুতমধুর উপদেশবাক্যসকল শ্রবণ করিয়া কহিলাম, ভাই! আমি ত নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি আমার সহিত আর পরামর্শ করিবার সময় নাই। এক্ষণে যাহা করিলে ভাল হয়, তুমিই বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা কর। মধ্যম কহিলেন, মহাশয়! যেরূপ অন্যায় কর্ম্ম করা হইয়াছে যদি ইহার কিঞ্চিন্মাত্র রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর হয় তবে প্রমাদ হইবে। আমাদিগের অনেক শত্রু, প্রতিবেশীদিগের যখন যার যে ক্ষতি হইয়াছে, তা-

হারা সকলেই আমাদিগকেই কতিকাল [illegible] কিন্তু কোন যো পায় নাই তাহাতেই [illegible]; অতএব [illegible] অবস্থায় এখানে কেহ আমাদিগকে দেখিতে পায় [illegible] ইহারা নগর দগ্ধ করিয়া পলাইতেছে, অবশ্য এই কথা বলিবে। শুদ্ধ যে এই কথামাত্র কহিয়া যে ক্ষান্ত হইবে, এমত নহে। রাজদ্বারে নীত করাইবে ও অনেক শাস্তি দিবে। হয় ত বিচারপতিরা প্রাণ দণ্ড করিলেও করিতে পারেন। এই জন্য কহিতেছি, আর এখানে থাকায় আবশ্যক নাই। যদি এ স্থলে বাস করা না হয় তবে লোকালয়ে থাকাও উচিত নহে। কেন না পাপ করিলে তাহা কখনই গোপন থাকে না। সুতরাং যে জনপদে যাইব পাপী বলিয়া তথাকার লোকেরাই সর্ব্বদা বিরক্ত করিবে। লোকালয়ে যেখানেই থাকি না কেন, রাজা জানিতে পারিলে সেই খানেই বিপদ। অতএব আমি এক পরামর্শ বলি, যদি আমরা কোন অরণ্যানী আশ্রয় করি তবে কোন প্রকার ভয় থাকে না। কারণ সেখানে রাজা নাই ও মনুষ্য নাই সেখানে কাহারও উপাসনা করিতে হইবে না, আর কাহারও প্রতি ক্রোধে লোহিতলোচনও হইতে হইবে না। সেই এক সুখের স্থান, যেখানে দান নাই যাচ্ঞা নাই তথাচ তদভাবে কোন ক্লেশও নাই। সে স্থান সর্ব্বদা আমোদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

মহাশয়! যেখানে যোগীদিগের নয়নদ্বিতয়বিনির্গত আনন্দাশ্রু অঙ্কস্থিত শকুন্তগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে পান করে; যেখানে হরিণকুল কোমল হরিদ্বর্ণ তৃণ ভোজন করিতে করিতে হর্ষবিস্ফারিত বিচঞ্চল লোচনে ইতস্ততঃ সন্দর্শন করিতে থাকে, যেখানে পক্ষীদিগের সুমধুর ধ্বনি

[illegible] বচনোক্তে কর্ণকুহর শীতল হয়। যেখানে প্র-কৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্রোধরক্তেক্ষণ রিপুবদন দে-খিয়া রুধিরক্ত লোচনদ্বয় যুড়ায়, সেই এই ধরাতলে অনি-র্বচনীয় সুখের আস্পদ।

এক্ষণে চলুন, আমরা সেই বিষয়বিরক্ত যোগিগণের প্রার্থনীয় কাননরূপ মনোহর স্থান এবং পুণ্যাশ্রম দেখিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করি গিয়া, আর এই গৃহস্থাশ্রমরূপ মায়াময় কারাগারে আশাপাশে বদ্ধ থাকা উচিত নহে। যদি বলেন, বনে নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু আছে, তাহারা নরমাংসলোলুপ; মনুষ্য দেখিবামাত্রই সংহার করিয়া মাংস ভোজন করে, এমন স্থলে কিপ্রকারে বাস করা যায়। বিবেচনা করিলে এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে, কেন না বিষয়-রূপ বনে যতপ্রকার শ্বাপদ আছে, কাননে তত নাই। বন্য পশুরা একেকালে জীবন নাশ করিয়া ফেলে, কিন্তু সংসাররূপ কাননে যে হিংসা দ্বেষপ্রভৃতি কতকগুলি হিংস্র পশু আছে, তাহারা জীবিত রাখিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ দেয়। যাহা হউক, অনর্থক কাল হরণ করিয়া কোন ফল নাই উপস্থিত কার্য্যে সত্বর হউন।

আমি তখন মধ্যমের উপদেশমতেই বন গমন ক-রিতে সম্মত হইয়া সপরিবারে চলিতে আরম্ভ করিলাম। ভাগ্যে আমরা তখন এক কৃত্রিম কাননের অন্তরালে পড়ি-য়াছিলাম তাইতে নিস্তার নতুবা বিলক্ষণ বিপদ ঘটিত। নগরমধ্যে কতকগুলি বিদেশীয় অতিথি রাত্রিকালে ছিল। রাত্রি থাকিতে পথ চলা সুবিধা এজন্য তাহারা তখন নগর হইতে বহির্গত হয়। আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া-ছিলাম না কিন্তু তাহারা আমারদিগের সমুদায় কার্য্যে

দেখিয়াছিল। ফলতঃ আমাদিগকে [illegible] কিছু [illegible] নাই যখন আমরা সেই উদ্যানের অন্তরালে [illegible] তখন কয়েক জন অশ্বারোহী গ্রামরক্ষক সেই দিকে কত গৃহ দগ্ধ ও কত লোক হতাহত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করিতে আইল। তাহারা সেই বিদেশীয় লোকদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোরা কে? তাহারা রাজপুরুষদিগকে দেখিয়া ভয়ে কাতর হইয়া কহিল, মহাশয়! এ অগ্নির বিষয় আমরা কিছুই জানি না। জন কয়েক লোক এই মাত্র অগ্নি দিয়া পলাইয়া গেল। দোহাই মহাশয়! আমরা এ বিষয়ের ছন্দাংশও অবগত নহি। আমরা পথিক লোক।

রাজপুরুষেরা এইরূপ প্রত্যুত্তর শুনিয়া সন্দিহান হইল ও তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বন্ধন করিল। তাহারা আপনাদিগকে নির্দ্দোষী জানাইবার জন্য যত প্রমাণ প্রয়োগ দিল, নগররক্ষকেরা তাহার কিছুই শুনিল না। কেবল কহিতে লাগিল, বেটারা তোরাই এ কর্ম্ম করিয়াছিস। তোরা হয় ত রাজা বিক্রমসেনের প্রেরিত হইবি নতুবা আর কোন বিপক্ষ নৃপতির রাজ্য হইতে আসিয়াছিস। চল তোদিগকে বিলক্ষণ শাস্তি দিব। জানিস না যে এ রাজা কীর্ত্তিপ্রিয়ের অধিকার। এই প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদিগকে শান্তিরক্ষকের নিকট লইয়া চলিল।

যখন এই গোলযোগ হয় তখন আমরা এক অরণ্যবেষ্টিত গর্ত্তে লুক্কায়িত ছিলাম। মনুষ্যের স্বভাব আর জিজীবিষা বৃত্তি কি আশ্চর্য্য! যে ক্ষণকাল পূর্ব্বে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া উপদেশ পর্য্যন্তও অগ্রাহ্য করিতে

[illegible] সেই আবার এক্ষণে রাজপুরুষদিগের ভয়ে আপ-নাকে গোপন করিল। অতএব মনুষ্যের যে কখন কিরূপ [illegible] হয় তাহা নির্দ্দেশ করা অতি কঠিন। যাহা হউক, রাজপুরুষেরা গমন করিলে আমরা দ্রুতবেগে পলা-ইতে আরম্ভ করিলাম। ভয় হইলে কি চলা যায়। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন আমারদিগের পদদ্বয় প্রস্তর-তুল্য গুরু হইয়াছে। আর শরীরে বলমাত্র নাই। আবার দিনকরের কিরণে পূর্ব্ব দিগ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইল। কি করি, তখন আর কোন রূপে সেখানে থাকা যায় না। সাধ্যানুসারে দৌড়িতে লাগিলাম। নগর হইতে যখন উ-ত্তরমুখে প্রায় চারি ক্রোশ পথ আইলাম তখন রৌদ্র উঠিল। সেই সময়ে এক স্থানে বসিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলাম। তার পর ক্রমাগত দুই দিন ভ্রমণের পর অদ্য ভাগ্যবশতঃ আপনার নিকট আসিয়াছি। আমাদিগের ইচ্ছা যে আ-পনার নিকট বাস করি। এই নিবিড় কাননে থাকিলে কেহ আমাদিগের অনুসন্ধান পাইবে না। এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিব।

সুমন্ত এই প্রকারে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহাশয়! আপনার যে প্রকার স্বভাব ও সদ্ব্য-বহার তাহাতে আমার মন নিতান্ত অহঙ্কৃত হইয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাধিত হইতেছে। আপনি অনুগ্রহ ক-রিয়া আমার এ ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করিবেন। মহাশয়! আপনি যেমন আমাকে পরিচিত বোধ করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি মনে করিতেছি যেন আপনাকে কোথায় দেখিয়া থাকিব। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, কোন প্রকারেই চিনিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহ করিয়া পরিচয়

দিলে পরমাপ্যায়িত হই। আর আপনার সমভিব্যাহারিণী নারীটী বুঝি মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী হইবেন। অথবা তাহাতে আর সন্দেহ কি, উহাঁর শরীরগত লক্ষণই তাহার স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। রাজ্ঞী শরীরগত লক্ষণের অর্থ অন্তলক্ষণ মনে করিয়া লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিলেন। রাজ্ঞীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া মন্ত্রীও কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। কেন না ভদ্রের নিকট এতদ্রূপ প্রশ্ন করা উপযুক্ত নহে।

রাজা কহিলেন, মহাশয়! যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন, উনি আমার সহধর্ম্মিণী। মন্ত্রী কহিলেন, আপনাদিগের যেরূপ সুকুমার আকার দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, আপনারা কোন ধনীর অথবা কোন রাজর্ষির কুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। আপনি তাদৃশ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে একাকী নারীসহ এই হিংস্র জন্তুপরিবেষ্টিত নিবিড় বনে বাস করিতেছেন, ইহার কোন অদ্ভুত কারণ থাকিবে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করুন।

রাজারা স্বয়ং আত্মপরিচয় দিতে লজ্জিত হন। বিক্রমসেন যদিও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নৃপতির স্বভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে পরিচয় দিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক বার ভাবেন, সমুদায় বলি না কেন, আর বার বিবেচনা করেন কি বলিয়াই বা পরিচয় দিব। রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। অথবা কৌশল করিয়া এক কথার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বিষয় উপস্থিত করিয়া দেই। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে।

[illegible] থাকুক এত ব্যস্ত কি বিশ্রাম করুন। ক্রমেই [illegible] হইবে। এক স্থানে থাকিতে হইলে আপনিও আ[illegible] জানিবেন এবং আমিও আপনার তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইব। রাজার এই বাক্য শুনিয়া রাজ্ঞী কহিলেন, মহারাজ! হানি কি ইনি ত আমারদিগের সেই পরম মিত্র ইহার নিকট পরিচয় দেওয়ায় দোষ নাই। বিশেষতঃ আপনি যদি পরিচয় না দেন তবে ইনি দুঃখিত হইবেন।

মন্ত্রী রাজ্ঞীর এই সকল বচন শ্রবণ করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টি করত রাজাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার নয়নযুগলে আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব প্রভুর পদতলে পতিত হইলেন। রাজা রোদনবদনে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আনন্দে কণ্ঠরোধ হওয়াতে ক্ষণকাল বাক্যালাপ না করিতে পারিয়া উভয়েই উভয়ের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে সুমন্ত্র গদ গদ বচনে কহিলেন, মহারাজ! ইহা আর মনে ছিল না যে পুনরায় আপনার ও রাজমহিষীর চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। প্রার্থনা করি, আপনার নিকট যে সকল অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছি ও অবক্তব্য বাক্য কহিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করুন। রাজা কহিলেন, তুমি এমন কি ব্যবহার করিয়াছ যে, তাহাতে আমি রুষ্ট হইব। এক্ষণে যে পরম করুণানিধান বিশ্ববিধানকারী বিশ্বেশ্বর আমাদিগকে বহু কালের বিচ্ছেদের পর মিলন করিলেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্মরণ কর, এই প্রকারে নানা কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবাবসান হইল।

সান্ধ্যা দেবী দক্ষিণানিলরূপ তালবৃন্ত ধারণ করিয়া

জগদীশ্বরের শুশ্রূষার্থ আগমন করিলেন। দিনপতিও প্রায় দিনের পরিশ্রমের পর চরমাচলরূপ উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম ও সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া নিজজায়া ছায়াসহ কোন এক নিভৃত স্থানে শয়ন করিতে গেলেন। কমলিনী রঙ্গপরায়ণ ভৃঙ্গগণের প্রতি যেন মান করিয়া দলরূপ বসনাঞ্চলে মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিলেন। তাহাতে যেন ভ্রমরেরা তাঁহার মান ভঞ্জনজন্য গুণ গুণ ধ্বনিরূপ তোষামোদ করিতে লাগিল। কমলিনী যেন তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মন্দ মন্দ গন্ধবহ কর্ত্তৃক আন্দোলিত হইয়া এই ভাব ব্যক্ত করিলেন। যেন শিরশ্চালনপূর্ব্বক অলিকুলের তাবৎ অনুনয় অগ্রাহ্য করিতেছেন। মধুকরেরা যেন তাহাতেই নিরাশ হইয়া ঝঙ্কার রবে রোদন করিতে করিতে আপন আপন আশ্রমে গমন করিল। উড্ডীন বিহঙ্গমেরা দিগ্বিদিক্ হইতে নিজ নিজ নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি এক প্রহর হইল। রাজা মন্ত্রীপ্রভৃতির সহিত যৎ কিঞ্চিৎ আহার করিয়া সেই বৃক্ষকোটরে সকলে মিলিয়া শয়নপূর্ব্বক নিদ্রা গেলেন। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধানান্তে সকলেই এক তরুতলে উপবেশন করিলেন। রাজা কহিলেন, আমরা এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনেকগুলি পরিবার হইলাম। অতএব যাহাতে আমাদের কোন প্রকার ক্লেশ না হয় তাহার উপায় করা উপযুক্ত। সর্ব্বাগ্রে বাসস্থান ও আহার্য্যের আবশ্যক অতএব এই দুই বিষয়ের চেষ্টা প্রথমেই দেখা যাউক। রাজার কথা শুনিয়া মন্ত্রীর আতৃদ্বয় দুই তিন খানী কুটীর প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না, কেন না তাঁহা-

[illegible] কোন প্রকার অস্ত্র ছিল না। সর্ব্বাগ্রেই [illegible] প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, তাঁহারা উপায়ান্তর-বিরহিত হইয়া অবস্থানত গুহাদির চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহাও সুবিধামত পাওয়া গেল না। সুতরাং সকলে মিলিয়া এক ঘরে বাস করিতে হইল।

ধর্ম্মে মতি থাকিলে কখনই ক্লেশ হয় না। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের যখন যে বিষয়ে অপ্রতুল উপস্থিত হয়, জগদীশ্বর তখন সেই দুঃখের দশা হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। রাজমহিষী প্রসবকালের ক্লেশভয়ে লোকালয়ে যাইতে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, করুণাকর বিশেশ্বর তাহার সেই দুঃখ দূর করিবার জন্যই মন্ত্রীকে সপরিবারে যেন তথায় আনিয়া দিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

রাজ্ঞী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তিনি যথাকালে দুইটী যমজ সন্তান প্রসব করিয়া অনন্তর প্রসববেদনায় অত্যন্ত কাতর হইলেন। মন্ত্রীপরিবারেরা অনেক শুশ্রূষা করাতে তাঁহার সকল ক্লেশ দূর হইল। অনন্তর অভিনব জাত কুমারদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহার মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের আবির্ভাব হইল। তখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে বালকযুগলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হা হতভাগ্য জীব! তোমরা কি পাপে আমার গর্ভে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিলে। আর কি স্থান ছিল না। হা বিধাতঃ! কত রাজারা সন্তানাভাবে নিরন্তর খেদ করিতেছেন। কত লোক সন্তানকামনায় কতপ্রকার পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। অপুত্রতাজন্য

কত ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দুঃখোপার্জিত [illegible] অপুত্রতাপ্রযুক্ত ত্রের অর্থরাশি পরের ভোগে যাইতেছে। তুমি তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া এই বনবাসিনী দুঃখিনীকে পুত্রদ্বয় প্রদান করিলে। তোমার ইচ্ছা অনির্ব্বচনীয়।

হা কি পরিতাপ! অদ্য রাজপুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন, কোথায় নগরে মহোৎসব হইবে, অমাত্যবর্গেরা নানা আমোদ করিবে, প্রার্থনাধিক ধন প্রাপ্ত যাচকদিগের আশীর্ব্বাদ ও কোলাহলে রাজপুরী পূর্ণ হইবে। আর কোথায় আমি তাহাদিগকে বনমধ্যে প্রসব করিয়া নয়ননীরে পৃথিবীকে উচ্ছলিত করিতেছি। আহা! এই অক্রবান্ বালকদ্বয় যখন ক্ষুধার জ্বালায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবে তখন কি খাইতে দিব। শত শত কামধেনুবিনিন্দিত সুরভিসকল যাহাদিগের আহার্য্য দুগ্ধজন্য পালিত হইত তাহারাই এক্ষণে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিবে। হা দুরদৃষ্ট! তুমিই সকল কর্ম্মের মূল। আমি ত জ্ঞানকৃত এমন কোন মহাপাপ করি নাই যাহাতে এত ক্লেশ পাইতে হয়। অথবা জন্মান্তরীণ দুরিতের এ ভোগ হইবে। হে বিধাতঃ! আমার মৃত্যু কর, আমার আর ক্ষণকালও বাঁচিতে সাধ নাই। এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িলেন। মন্ত্রিমহিলা তাঁহার মুখে শীতল জল দান ও জলসিক্ত নলিনীদল দ্বারা বায়ু বীজন করাতে ক্ষণকাল বিলম্বে তাঁহার সংজ্ঞা হইল।

এখানে রাজমহিষী পুত্রদ্বয় প্রসব করিয়াছেন, শুনিয়া মন্ত্রী সমভিব্যাহারে দেখিতে আইলেন। মন্ত্রিস্ত্রী সূতিকাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিবামাত্র রাজা দেখিলেন, বালকযুগল গৃহ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে, কি বা সুন্দর মুখ, কি

[illegible]র ললাট কি বা শুকচঞ্চু বিনিন্দিত [illegible] সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তনয়দ্বিতয়কে দেখিয়া [illegible] পরিতৃপ্ত হইল না। যত বার দেখেন তত [illegible] বোধ হয়। অনন্তর অভিনব কুমারযুগলকে [illegible] ধারণ করিয়া সুতস্পর্শসুখ অনুভব করিতে লা- গিলেন। পরক্ষণেই আবার অবস্থা মনে করিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন। তখন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দর দর অ- শ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। মন্ত্রী রাজার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহারাজ! আহা! কি অপূর্ব্ব বালক জন্মিয়াছে। যদি আমাদিগের রাজত্ব থাকিত তবে আজি কি আনন্দের দিন। তাই বলিতেছি, বিধাতা সকল লোককে সমান সুখে সুখী করেন না। সুখ এবং দুঃখ এক সময়ে সমান ভোগ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সুখের ভোগ অধিক ক্ষণ হইলেও অল্প বোধ হয় আর দুঃখ ভোগ অল্প কাল করিলেও অধিক ক্ষণ জ্ঞান হইয়া থাকে। মহা- রাজ! ইহা ভাবিয়া স্থিরচিত্ত হওয়া উচিত যে, এই সংসারে কেহই নিরবচ্ছিন্ন সুখী নয়। আর এমন মনুষ্যও কেহ নাই যিনি সর্ব্বপ্রকারে দুঃখী। এবিষয় সর্ব্বদা দেখা যায়, যা- হার এক প্রকার দুঃখ আছে তাহার অন্য প্রকার সুখও আছে। আর যাহার এক বিষয়ে সুখ আছে তাহার অপর বিষয়ে দুঃখও রহিয়াছে। অতএব দেহীকে সুখ দুঃখ যুগ- পৎ অধিকার করিয়া থাকে। যাঁহারা বিবেচনা না করিয়া কহেন যে, আমরা সুখী ও আমরা দুঃখী, সে কেবল তাঁহা- দের ভ্রমমাত্র। যাঁহারা সুখে আহ্লাদিত ও দুঃখে ক্লিষ্ট না- হন, তাঁহারাই জ্ঞানী। সংপ্রতি আপনাকে এসকল কথা বলিবার প্রয়োজন কি তাহা শ্রবণ করুন। আপনার যেমন

সকল বিষয় নষ্ট হইয়া মহাদুঃখ [illegible]
তেমনি বিধাতা আজি এই সুকুমার [illegible]
পরম সুখ প্রদান করিলেন। যদি বলেন [illegible]
নদিগকে কি আহার করিতে দিব। যেমন [illegible]
একটী দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্রূপ বালকের [illegible]
য়াতেও অপর দুঃখ উপস্থিত হইল। অনাহারে সন্মুখে
প্রাণ ত্যাগ করিবে তাহাই দেখিতে হইবে। এই সকল
ভাবী ভাবনা ভাবিতে গেলে পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া কি-
ঞ্চিৎ মাত্রও সুখ বোধ হয় না। কিন্তু মহারাজ! এপ্রকার
বিবেচনা কখনই করিবেন না; কারণ যিনি জীবের সৃষ্টি
করেন, তিনি সেই জীব জন্মাইবার প্রাক্‌কালে তাহার আ-
হারের সৃষ্টি করিয়া রাখেন। আমি ইহার প্রতিপালক
আমা ভিন্ন ইহার কখনই চলে না, যাঁহারা এপ্রকার মনে
করেন, তাঁহারা অতি নির্ব্বোধ। যেমন ধনী লোকেরা
এক জন ভারবাহক দ্বারা দ্রব্য বহন করান, তেমনি বিধা-
তাও এক জনের মস্তকে দিয়া বহন করাইয়া অন্যকে প্রতি-
পালন করিয়া থাকেন। তিনি ভিন্ন কেহই কাহার পাতা
নহে। তাঁহার ভিন্ন কেহই কাহারও পালিত নহে। অতএব
সেই ন্যায়বান্ পরম পুরুষই সকল বিষয়ের মূল। তিনি
এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া কিয়ৎকাল ক্রীড়া করি-
তেছেন, খেলা পূর্ণ হইলেই সমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিবেন।
লোকেরা তাঁহার কুহক না বুঝিতে পারিয়া আমি এবং
আমার এই করিয়া বিশ্বরূপ রঙ্গভূমিতে নটকার্য্য সমাধান
করিতেছে। যাঁহাকে একবার এক বেশে দেখা যায় ক্ষণকাল
পরেই তিনি সেই রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক জরায়ুরূপ রঙ্গ
ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া অন্য রূপ ধারণ করত পুনরায় রঙ্গ-

[illegible] করেন এবং নানাপ্রকার গীতকথক [illegible] শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করিয়া আবার সেই [illegible] পরিবর্ত্তে অন্য আকার স্বীকার করেন। অতএব মহারাজ! অধিক আর কি বলিব। জগদীশ্বর যখন যে অবস্থায় রাখেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা বিজ্ঞের লক্ষণ। [illegible] ধীরা কহিয়াছেন, সুখ এবং দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অতএব সুখ ও দুঃখসকল সময়ে থাকে না। কেবল সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকায় সুখ আর বিপরীতে দুঃখ হয়, এই সুখ দুঃখের লক্ষণ জানিবেন। এক্ষণে আপনি উপস্থিত বিষয়ে আমোদ প্রকাশ করুন। গত বিষয়ের অনুশোচনায় কোন ফল নাই এবং আগামী কালে যে আপনার কি অবস্থা হইবে তাহারই বা কে স্থির বলিতে পারে। হয় ত পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ঐশ্বর্য্য-শালীও হইতে পারেন। এই জন্য বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, অতীত এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় বর্ত্তমান সুখে বিরত হওয়া উচিত নহে।

রাজা মন্ত্রীর এই সকল হিতগর্ভ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুহৃৎ! যাহা যাহা বলিলে সকলই সত্য। আমি তোমার বাক্য শুনিয়া চেতন হইলাম। বিশেষতঃ এ সকল দুর্ভাবনার আবশ্যক কি। যাঁহার ভাবনা তিনিই ভাবিতেছেন। এই প্রকার বলিতে বলিতে উভয়ে তথা হইতে যাইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা দুই প্রহর হইয়া উঠিল। মন্ত্রীর ভ্রাতৃদ্বয় বনে ফল আহরণ করিতে গিয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন কাল অতীত হইল তথাপি তাঁহারা ফল লইয়া প্রত্যাগত হইলেন না। রাজা ও মন্ত্রী অনেক ক্ষণ

পর্য্যন্ত তাঁহাদের আসিবার আশাপথ [illegible] ছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের আসিবার কোন [illegible] লেন না। তখন মন্ত্রী তাহাদিগের বিপদ্ আশঙ্কা [illegible] রাজাকে কহিলেন, মহারাজ। তাহারা অনেক ক্ষণ [illegible] আনিতে গিয়াছে এখনও আসিতেছে না কেন। বোধ করি, তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন দৈবঘটনা হইয়া থাকিবে। নতুবা এত বিলম্বের কারণ কি। রাজা কহিলেন, তাই ত এত-বিলম্ব হইতেছে কেন। চল আমরা খানিক দুর যাইয়া দেখিয়া আসি। এই বলিয়া দুই জন কিঞ্চিৎ গমন করিয়া অনতিদূরে দেখেন মন্ত্রীর মধ্যম ভ্রাতা ফলভাজন পাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া কুটারাভিমুখে দৌড়িতেছে। মন্ত্রী রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখুন আমার মধ্যম ভ্রাতা দ্রুতবেগে আসিতেছে বোধ হয়, কনিষ্ঠের কোন বিপদ্ হইয়া থাকিবে। তাঁহারা এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমত সময়ে বলভূৎ তাঁহা-দিগের সম্মুখে আসিয়া ফলের পাত্র রাখিয়া কহিলেন, আপনারা ক্ষণকাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি বলাহককে লইয়া আসিতেছি। এই বলিয়া অতিবেগে বনে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন, যাহা হউক, ইহারা ত জীবিত আছে। আমার বোধ হইতেছে, কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। ভাল দেখা যাউক। রাজা কহিলেন, আমারও তাহাই বোধ হইতেছে, কিন্তু কোন বিপদ্পাত হয় নাই। তাহা হইলে বলভূৎ পুনরায় একাকী যাইত না। এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে দেখেন, কিঞ্চিৎ দুরে বলভূৎ ও বলাহক লতাপাশে একটী ছাগী বন্ধনপূর্ব্বক টানিয়া আনিতেছেন। ছাগীর পশ্চাৎ

[illegible] বৎস ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছে। [illegible] ছাগী পশ্চাৎদিগে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, [illegible] তাঁহারা যতই গলদেশস্থ লতা আকর্ষণ করিতে- [illegible] ততই চিৎকার করিতেছে। তাঁহারা এই প্রকারে সেই সবৎসা ছাগী লইয়া কষ্ট স্বষ্টে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও মন্ত্রী অনেক আয়াসে ফলের পাত্র বহন করিয়া লইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় সেই ছাগীকে বাঁধিয়া এক অশ্বথ তরুর স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হওয়াতে সুশীতল গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চারে অল্প ক্ষণমধ্যে গত- ক্লম হইলেন। রাজা তাহাদিগের নিকট যাইয়া কহিলেন, বেলা অধিক হইয়াছে, সকলেই ক্ষুধিত, আইস কিঞ্চিৎ আহার করি। বলভৃৎ কহিলেন, আপনারা গিয়া অগ্রে আহার করুন আমরা পশ্চাৎ যাইতেছি। রাজা কহিলেন, না তা হইতে পারে না আইস সকলে মিলিয়াই কিঞ্চিৎ আহার করা যাউক। ইহা বলিয়া তাহাদিগের হস্ত ধারণ- পুর্ব্বক লইয়া গিয়া আহার করিতে বসিলেন। যখন সকলের অর্দ্ধাশন হইয়াছে তখন রাজা বলাহককে জিজ্ঞাসিলেন, ভ্রাতঃ! এই ছাগীকে কিপ্রকারে ধারণ করিলে?

বলাহক কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমরা আ- পনার যমজ সন্তান হইয়াছে দেখিয়া বনে ফল আনিতে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে মধ্যম কহিলেন, বলাহক! দেখ মহারাজের কি বিপদ্ যখন কপাল মন্দ হয় তখন সকল প্রকারেই দুঃখ। সন্তান হইল তাহাও আবার দুইটী যদি একটী হইত তাহা হইলে কোন মতে রাজ্ঞীর স্তন্য দুগ্ধে বাঁচিতে পারিত। দুই সন্তান যদি কেবল রাজমহি- ষীর স্তন্য দুগ্ধের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে অল্প দিন

মধ্যে তাহার শরীরের সমুদায় শোণিত পর্য্যন্ত শুষিয়া ল-ইবে। তাহাতে রাজ্ঞী অল্প দিনের মধ্যেই মরণমুখে পতিত হইবেন। এক্ষণে বুঝিলাম যে, যে সন্তান জন্মিলে কোন অশুভ ঘটনা হয়, স্ত্রীলোকেরা সেই সন্তানকে কহিয়া থাকে এ কখনই সন্তান নয় কোন জন্মে কার সঙ্গে কি শত্রুতা ছিল সেই সন্তানরূপী হইয়া বাদ সাধিতে আসিয়াছে। এসকল কথা নিতান্ত অমূলক নহে। ভ্রাতঃ! ইহারা কখনই মানুষ নহে অবশ্যই রাক্ষস হইবে। কেবল পুত্ররূপ ধারণ করত রাজ্ঞীকে সংহার করিতে আসিয়াছে। নতুবা এই অবস্থায় যমজ সন্তান জন্মিবে কেন। বুঝিতে পারি-তেছ না।

আমি কহিলাম, আপনি যাহা আজ্ঞে করিতেছেন অবস্থার সহিত তুলনা করিতে গেলে তাহাই বোধ হয় বটে; কিন্তু আমরা যাহা বলি আর কই রাজার সত্য সত্যই মহা বিপদ উপস্থিত। এই প্রকার কথোপকথন করিতে করি-তে যাইয়া নানাপ্রকার ফল চয়ন করিলাম। তার পর প্রত্যাবর্ত্তনকালীন অনতিদূরে দেখিলাম, কতকগুলি ছাগ চরিতেছে! তাহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটা বৎসও ছিল। ইনি অন্যমনস্ক হইয়া আমার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন। আমি কহিলাম, দাদা! ঐ দেখুন কতকগুলি আরণ্য অজ চরিতেছে। যোগে প্র-য়োগে যদি একটা ধরা যায় তবে রাজকুমারেরা ইহার দুগ্ধ পান করিয়া বাঁচিতে পারেন। অতএব বলুন চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক যদি ধরিতে পারা যায়। উভয়ে এই প্রকার পরামর্শ করিয়া সেই খানে ফলের পাত্র রাখিয়া যে দিগে পাল চরিতেছিল সেই দিগে চলিলাম। আমরা

নিকটস্থ হইলে সকলগুলি ছাগল পলাইতে আরম্ভ করিল, আমরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। ছাগপাল কিঞ্চিৎ-ক্ষণ দলবদ্ধ হইয়া পলাইতেছিল বটে কিন্তু আমরা নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইতে লাগিল।

শেষে আমরা একটা বৃহৎ ছাগীকে লক্ষ করিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইলাম। ছাগী প্রাণভয়ে এক ক্ষুদ্র অরণ্যে প্রবিষ্ট হইল। যদি আর কিঞ্চিৎকাল তাহাকে না দেখা যাইত তবে কখনই ধরা যাইত না। সমুদায় শ্রম নিস্ফল হইত। আমরা ঐ ক্ষুদ্র অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখি কি কতকগুলি লতায় তাহার শৃঙ্গদ্বয় বদ্ধ হইয়াছে। ওটা যত ছাড়াইবার চেষ্টা পাইতেছে ততই ঐ লতা দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইতেছে। তখন আমরা নিকটে গিয়া এককালে দুই ভাই ছাগীর গলদেশ ধরিলাম। কিন্তু সে বলপূর্ব্বক এমন এক লম্ফ দিয়াছিল যে, আমাদিগকে শুদ্ধ সমুদায় লতা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রায় দশ পাদ ভূমি দূরে গিয়া পড়িয়া-ছিল। তথাপি আমরা পরিত্যাগ করিলাম না. দেখিয়া আরও কয়েক বার বল প্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় নহে। লাফা লাফি করিলে আর কতক্ষণ বল থাকে, ক্রমে নিঃশক্তি হইয়া পড়িল। তখন আমি ধরিয়া থাকিলাম, দাদা কতকগুলি লতা আনিয়া একগাছ রজ্জু প্রস্তু করিয়া তদ্দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক টানিতে লাগিলেন। ছাগীকে বাঁধিবার সময় তাহার বৎসের কথা আমাদিগের মনে ছিল না। যখন টানিয়া আনা যায় তখন দেখি বৎসটা ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছে, ছাগী দুই চারি পদ সম্মুখে যায় আবার তৎসম পথ পশ্চাৎ ভাগে বলপূর্ব্বক গমন

করে। এই প্রকারে সমস্ত পথ আনিতে হইয়াছে, সুতরাং অধিক বেলা হইয়া গেল। ইহার পর যে সকল [illegible] হইয়াছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক কি তাহা আপনারা প্রত্যক্ষেই দেখিয়াছেন। যাহা হউক, সেই ছাগীর [illegible] অনেক উপকার হইবে। এক্ষণে রাজনন্দনদ্বয়ের বাঁচিবার পথ হইল।

রাজা কহিলেন, বলভূৎ! এই উপকারে আমি তোমাদিগের নিকট চিরক্রীত রহিলাম, এ ঋণ হইতে কোন কালেই মুক্ত হইতে পারিব না। ফলতঃ আমি অত্যন্ত বাধিত হইলাম। রাজা এইরূপ অনেক শিষ্টালাপ করিতেছেন, তখন মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যিনি জীবের সৃষ্টি করেন, তিনি তাহার আহারের চেষ্টাও করিতেছেন। ছাগীকে যিনি ধরিবার তিনিই ধরিয়াছেন, ইঁহারা কেবল উলক্ষমাত্র। সেই পরম পুরুষই ইহাঁরদিগের মস্তকে দিয়া বালকদ্বয়ের আহার্য্য পাঠাইয়াছেন। অথবা আমরা সপরিবারে মহারাজের দাস দাসের দ্বারা প্রভুকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে চিরবাধিত বা উপকৃত হইবার বিষয় কি। প্রভুকার্য্য সম্পদান করাই ভৃত্যের শ্লাঘার বিষয়। অকরণে প্রত্যবায় আছে। যে ভৃত্যেরা প্রভুকার্য্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করে তাহারাই যথার্থ দাসপদবাচ্য। আর যে প্রভু ভৃত্যের প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ না করেন, তিনিই প্রভুনামের যথার্থ অধিকারী। অন্যথায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটে। দাসও প্রভুকার্য্যে মনঃসংযোগ ও প্রভুর প্রতি ভক্তি করে না। প্রভুও ভৃত্যের প্রতি স্নেহ বা শ্রদ্ধা করেন না। অতএব প্রভুকে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট রাখাই ভৃত্যের কার্য্য।

আর ভৃত্যের সহিত সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করাই প্রভুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

রাজা কহিলেন, তোমারদিগের যেমন স্বভাব, তদনুযায়ী সৌজন্যই বটে। কিন্তু তজ্জন্য অধিক প্রশংসাভাজন হইতে পার না। কেন না যেমন জলের স্নিগ্ধতা ও অগ্নির উষ্ণতা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। তেমনি সাধুর নম্র প্রকৃতি ও দুষ্টের উদ্ধত স্বভাব হইবেই হইবে। কখন তাহার অন্যথা হয় না। স্বভাবসিদ্ধ যাহার যে গুণ তাহাতে প্রশংসা নাই বরং ব্যতিক্রম হইলেই দোষ আছে। এই প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে সকলে পরম সুখে আহার করিলেন। ভোজনান্তে বলভূৎ কতকগুলি নূতন শষ্প ছাগীকে খাইতে দিলে সে ভয়ে কিছুই খাইল না। এই প্রকারে দুই এক দিন কিছু না খাওয়াতে অধিক ক্ষুধা হইল এবং সর্ব্বদা মনুষ্য দেখিতে দেখিতে এক প্রকার ভয়ও ভাঙ্গিয়া আসিল। তখন খাইতে আরম্ভ করিল। কিছু দিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে পোষিত হইয়া উঠিল। তখন বন্ধন মোচন করিয়া দিলেও ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক যথাকালে আবার আশ্রমে উপস্থিত হইত। এই প্রকারে সেই ছাগীর দুগ্ধে নৃপনন্দনদ্বয়ের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। যেমন শুক্ল পক্ষের শশধরের কলার সহিত জ্যোৎস্নার বৃদ্ধি হইতে থাকে। তেমনি নৃপনন্দনদিগেরও দিন দিন শরীরের সহিত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জানুচলনের সময় উপস্থিত হইলে দুই ভাই অগ্র পশ্চাৎ হইয়া চলিলে কি সুন্দর শোভা দেখা যায় এবং অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনিতে পিতা মাতাপ্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া আহূতদিগকে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিতে লাগিলেন। রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম

বিজয়কেতু ও কনিষ্ঠের নাম বিচিত্রবীর্য্য রাখিলেন। [illegible] গ্রহণপূর্ব্বক আহ্বান করিলে দুই ভাই নাচিতে [illegible] আগমন করিতেন।

এদিগে মন্ত্রিভার্য্যা গর্ভবতী ছিলেন, সময়ক্রমে তাঁহার একটী পরম সুন্দরী কন্যা জন্মিল। মন্ত্রী ঐ কন্যার নাম ইন্দুমতী রাখিলেন। বলভূৎ ও বলাহক মধ্যে মধ্যে বনে যাইয়া সুচিক্কন লোমবিশিষ্ট ছাগ ও ছাগী ধরিয়া আনিতেন। এক্ষণে মন্ত্রিকন্যার আহারজন্য কোন ক্লেশ হইল না। এমন কি এক্ষণে ছাগদুগ্ধে সমস্ত পরিবারের আহার চলিতে লাগিল। মন্ত্রীর ভগিনীরা অত্যন্ত গুণবতী ছিলেন। তাঁহারা ঐ সমস্ত ছাগদুগ্ধ দ্বারা তক্র, ক্ষীর, নবনীতপ্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজার কুটীর মেষপালকের উটজতুল্য হইল। রাজপুত্রদ্বয় ও মন্ত্রীর পুত্র কন্যা ও ভাগিনেয়সকলের শিক্ষার কাল উপস্থিত হওয়াতে রাজা ও মন্ত্রী যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বলভূৎ ও বলাহক সমীপস্থ লোকালয়ে যাইয়া ছাগ বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতেন এক্ষণে ছাগবিক্রয়রূপ বাণিজ্যাবলম্বনে ধনসংগ্রহ ও আবশ্যকমত দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়াতে ইহাঁরা বনে বাস করিয়াও মধ্যবৃত্ত গৃহস্থের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। আপনারা যথেষ্ট পরিবার ছিলেন, সকলে মিলিয়া স্বহস্তে গৃহস্থাশ্রমের কার্য্যসমুদায় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তুলিতেন। রাজনন্দনেরা ক্রমে ক্রমে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও অন্যান্য বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এতভিন্ন উত্তমোত্তম বিষয়সকল রচনা করিতে

[illegible] ও তাহার পুত্র এবং ভাগিনেয়েরাও [illegible] লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিলেন। এতদ্ভিন্ন [illegible] বীণাবাদনে ও নৃত্যে এবং সংগীত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। ইহাঁরা সর্ব্বদা গীত বাদ্য দ্বারা সকলের মনোহরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে বলিতে হইবে, যে মহারণ্য, শ্বাপদনিসেবিত, তথা অতি দুর্গম ছিল, সেই স্থান এক্ষণে আমোদের আগার হইয়া উঠিল।

ইহাঁরা বনে বাস করিয়াও পরম সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। বালকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন, কখন বা উন্নত পর্ব্বতশিখরে কোন সময়ে উপত্যকাভূমিতে যাইয়া বেড়াইতেন। এক দিবস রাজ্ঞী শিশুসকলকে কহিলেন, বাছারা! তোমরা যে, কাননে গমন কর, তাহাতে আমার মন সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। তোমরা ছেলে মানুষ, জান না, বনমধ্যে অনেক হিংস্র জন্তু আছে, তাহারা তোমাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলিবে আর বনে যে সকল বড় বড় গাছ দেখিয়াছ, তাহাতে ভূত প্রেত থাকে। তাহারা বড় দুরন্ত। তাহারা ভয় দেখাইয়া মানুষ মারিয়া ফেলে। সাবধান, আর কখন বনে যাইও না। যদি খেলা করিতে ইচ্ছা হয় তবে ঘরে বসিয়া খেলাইলেই হইবে। যদি আমার কথা না শুনিয়া, ফিরে কোন খানে যাও আর আমি শুনিতে পাই, তবে বিলক্ষণ শাস্তি পাইবে।

রাজ্ঞী যত কথা কহিলেন, বালকেরা সমুদায় শুনিয়া হাস্য করিয়া নৃত্য করিতে [illegible] গৃহবহির্গত

বনে গমন করেন না। কুমারগণ গোপনভাবে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। পাছে রাজমহিষী টের পান এই ভয়ে বনে ভ্রমণ করিয়া যে সকল আশ্চর্য্য বিষয় অবলোকন করেন, তাহা আর কাহারও নিকট বলেন না।

ক্রমে বালক বালিকারা যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইলেন। এক দিন মন্ত্রী কুমারগণকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে কিছু উপদেশ দিব, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। তোমরা সকলেই এক নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব সকল অবস্থাতেই গুরুজনের নিকট শিক্ষিত হইতে হয়। যেমন বালককালে বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক তেমনি যৌবনকালে নীতিশিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার বৃদ্ধ হইলে যে, কিছু শিখিতে হয় না এমন নহে, ঐ কালেও জ্ঞানাভ্যাস করিতে হয়। তোমাদিগের বাল্যাবস্থার শিক্ষা পরিপাটীরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে যৌবনাবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য তাহা শ্রবণ কর। এই কালে ইন্দ্রিয়সকল সতেজ হয়। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না। সর্ব্বদা শারীরিক সুখের ইচ্ছা হয়। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে আমরা যে শরীরের সুখ চেষ্টা করি সেই দেহ কিসে বিনির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহা নশ্বর কি না। স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, এই বপু পঞ্চবিধ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত। আর তাহা অচির কালমধ্যে বিনষ্ট হইবে। চিরকাল কখনই থাকিবে না। তবে ইহার সুখ দুঃখ চেষ্টা যে করে, সে অতি নির্ব্বোধ। কিন্তু একেকালে যে সুখের চেষ্টা করিতে হইবে না চিরকালই দুঃখেই কাল যাপন করিতে ... কার ... ... র্ম্ম দ্বারা যে সুখ

[illegible] অতি উত্তম। কুকার্য্যে কিঞ্চিৎ শারীরিক [illegible] হয় কিন্তু তাহা ক্ষণিক। আর সৎকর্ম্ম দ্বারা যে সুখ হয় তাহা অবিনশ্বর। দৈহিক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখ সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। দুষ্কর্ম্ম দ্বারা যে ক্ষণিক শারীরিক সুখ হয় তাহার পরক্ষণেই সেই কুকার্য্যজনিত যে অনুতাপ হয়, তাহা আবার সেই ক্ষণিক সুখ অপেক্ষা সহস্র গুণে ক্লেশকর হইয়া উঠে।

কুকর্ম্ম করা কোন মতেই উচিত নহে। কুকার্য্যকে কেহই প্রশংসা করে না। যাহারা স্বয়ং কুকর্ম্মী তাহারাও জনসমাজে কুক্রিয়ার নিন্দাবাদ করে। কিন্তু অপর সাধারণ সকলেই সৎকার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব কুকার্য্য হইতে বিরত হওয়া এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত, তাহা হইলে লোকেরা মনুষ্যনামের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চরমে পরম পদার্থ লাভ করিতে পারে, নতুবা কি পশুরা কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়সুখ সাধন করে না। জগদীশ্বর যেমন ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, তেমনি তাহার শাসনের ক্ষমতাও দিয়াছেন। স্থলবিশেষে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিলেই ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্য করা হয় এবং বিপরীত করিলেই পাপ। ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগকে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ তোমরা নির্ব্বোধ নহ। সকলই জান তথাপি উপদেশ প্রদান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এক্ষণে আর একটী বিশেষ কথা এই, সদা সত্যপথে বিচরণ কর। অধর্ম্মের সংশ্রবেও লিপ্ত হইও না। পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে সেবা ও মান্য কর। প্রাণান্তেও মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করিতে নাই। আবশ্যক ভিন্ন অধিক কথা কওয়া অন্যায়। তাহা হইলে লোকে বাচাল বলে।

বাচালের কথায় কেহ শ্রদ্ধা করে না। মিথ্যা, [illegible] ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা এই কয় দোষ ত্যাগ করিতে হয়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও তাঁহার উপাসনা করিতে হয় আর যাহাতে আস্তিক্য বুদ্ধির উদয় ও বৃদ্ধি হয়, এমন বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, সত্য কথা বলিতে হইবে বলিয়া যে সত্য কথায় কাহারও হানি বা মনে ক্লেশ হয় তাহা বলিতে নাই। তবে কি লোকের মনস্তুষ্টির জন্য মিথ্যা কথা কহিতে হইবে তাহাও নহে। যদি হানিজনক বা ক্লেশকর সত্য আর সুখজনক মিথ্যা উভয়বিধ বাক্য কহিতে নিষিদ্ধ হইল। তবে যে স্থলে এমন কথার আবশ্যক সেখানে কি করিতে হইবে। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, তেমন স্থলে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকাই ভদ্র।

বিষয়বিশেষে প্রতিদিন সম্ভবমত পরিশ্রম করিতে হয়। পরিশ্রমের অশেষ গুণ। শ্রম করিলে শরীর সুস্থ ও সবল হয়। তাহাতে মন সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে। বিশেষতঃ রজনীযোগে পরম সুখে নিদ্রা যাওয়া যায়। দিবানিদ্রা অতি মন্দ। তাহাতে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে, কিন্তু বালক বৃদ্ধ ও যাহাদিগের এ বিষয়ে অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে তাহাদিগের প্রতি এ উপদেশ নহে, প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা ও সদাকাল পরিষ্কৃত থাকা অতি আবশ্যক তাহা হইলে কোন প্রকার পীড়া হয় না। প্রতিদিন কিঞ্চিৎকাল নির্দ্দোষ আমোদ করা বিধেয়।

পরিবার পরিপালন, দীনের প্রতি দয়া, সাধ্যানুসারে স্বজাতীয়ের সাহায্য, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, অজ্ঞকে জ্ঞান

[illegible] যাহাতে সাধারণের উপকার হয় তদ্বিষয়ের অনু-ষ্ঠান করা সৎ পুরুষদিগের কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই সকল মহাবাক্যের অনুবর্ত্তন করেন তাঁহারাই জনসমাজে প্র-শংসাভাজন ও মনুষ্য বলিয়া গণ্য হন। অতএব সাবধান, যেন সর্ব্বজনবিগর্হিত কার্য্যে তোমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না।

মন্ত্রীর এইরূপ সদুপদেশপূর্ণ বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া কুমারগণ প্রীত এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে সচেষ্ট হই-লেন। এই সময়ে বলভৃৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী বাটী হইতে যাইয়া নানা দেশ ভ্রমণপূর্ব্বক প্রায় এক মাসের পর গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পরিবারবর্গ তাঁহার অদর্শনে নিতান্ত দুঃখিত ও ভাবিত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্র-ত্যাগত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা বলভৃৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! এত দিন কোথায় গিয়াছিলেন, বলভৃৎ কহিলেন, মহারাজ! এই স্থলের উত্তর পশ্চিম দিগে কা-শ্মীর নামে এক অতি রমণীয় নগর আছে। সেখানে যত প্রকার দ্রব্য দেখিলাম, সকলই আশ্চর্য্য আমি তাহার একটী দ্রব্যেরও বর্ণনা করিতে সক্ষম নাই। সরোবরমধ্যে ভাসমান শস্যক্ষেত্র তথাকার এক অদ্ভুত পদার্থ মধ্যে গণ্য। তাহা হইতেও পারে, কেন না তদ্রূপ অন্য কোন স্থানে দেখি নাই বা শুনি নাই। আর সেই নগরের ঈশান কোণে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতের নাম কাঞ্চন-কূট। আমি এক শুক্রবারে রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে শুনিলাম, পর্ব্বতের উপর গীত বাদ্য হইতেছে, কিন্তু তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম না। পরদিন প্রাতঃকালে তথাকার নিবাসী একটী লোককে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, শুক্রবারে অধিক

রাত্রে এইরূপ ধ্বনি শুনা যায়, কিন্তু কে করে, তাহা বলিতে পারি না। তবে গুরুপরম্পরায় শুনিয়াছি ঐ পর্ব্বতে ভগবতী কাত্যায়নীর এক মন্দির আছে. তথায় দেবতারা আসিয়া পূজা ও মহোৎসব করিয়া থাকেন। ও স্থান মনুষ্যের অগম্য যদি কেহ গমন করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যায়। সত্য মিথ্যা ঈশ্বর প্রমাণ। আমি তাঁহার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহা দেখিতে একবার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম পরক্ষণেই ভস্ম হইবার ভয়ে সে ইচ্ছা একেকালে দূরীভূত হইল। অনন্তর আরও অনেক ভ্রমণ করিয়া নানা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অদ্য বাটী আইলাম। বলভদ্রের নিকট এই সময় বিবরণ শুনিয়া রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়কেতু সেই স্থানে যাইতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। একদিন নির্জ্জনে স্বীয় কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্যকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, এক বার দেশ ভ্রমণ করিয়া আসি। বিচিত্রবীর্য্য কহিলেন, দাদা! আমারও ইচ্ছা আছে কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে কি হইবে পিতা মাতা ত কখনই আমাদিগকে কোথায় যাইতে দিবেন না। কাজে কাজেই চুপ করিয়া রহিয়াছি। বিজয়কেতু কহিলেন, কেন আমরা যদি গোপনে গোপনে কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক দিগে চলিয়া যাই তবে ত পিতা মাতা টের পাইবেন না। বিচিত্রবীর্য্য সম্মত হইয়া কহিলেন, তবে সেই ভাল কল্য প্রত্যুষেই যাইতে হইবে। সাবধান যেন কেহ জানিতে না পারে। দুই জনে এইরূপ পরামর্শপূর্ব্বক রাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিলেন। ফলতঃ যাইবার উদ্বেগে নিদ্রা হইল না। তাঁহাদিগের নিকট সে রাত্রি যে কত বড় বোধ হইতে লাগিল তাহা বলা যায় না।

একএক বার উঠিয়া প্রভাত হইয়াছে কি না, দেখিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন উভয়ে কাহাকেও না বলিয়া অতি প্রত্যূষেই বলভূৎকথিত পথ ধরিয়া উত্তরপশ্চিম মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে নানা স্থান অতিক্রম করিয়া সায়ংকালে কাশ্মীর নগরে উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা পূর্ব্বে পিতা মাতা ও অন্তঃপরিবার ভিন্ন অন্য লোক কেমন তাহা জানিতেন না। এক্ষণে নানাপ্রকার আকারবিশিষ্ট মনুষ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। নগরস্থ লোক সকল ইঁহাদিগকে দেখিয়া নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিত, রাজনন্দনদ্বয় যদি কিছুমাত্র সাংসারিক বিষয় অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতে হইত। ফলতঃ সে বিষয়ে অপটু থাকাতে নিন্দা আর স্তুতি উভয়ই সমান জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা এক বৃদ্ধার ভবনে বাস করিয়া থাকিলেন। ঐ বর্ষীয়সী অতি সৎস্বভাবা, যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া রাখিল। দুই ভাই বৃদ্ধার ভবনে আহার ও রাত্রিতে শয়ন করেন, দিবসে নগরের শোভা সন্দর্শন করিয়া বেড়ান।

ক্রমে শুক্রবার উপস্থিত। নৃপকুমার-যুগল রাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিলেন, চিত্রবীর্য্য অল্প ক্ষণমধ্যেই নিদ্রিত হইলেন, বিজয়কেতু জাগ্রত হইয়া রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহর হইল, জীবগণ নিদ্রায় অচেতন; পৃথিবী নিস্তব্ধ; তরুগণ নিস্পন্দ হইল। তখন বিজয়কেতু শুনিলেন, যেন অধিক দূরে কোন ব্যক্তি বীণা বাদনপূর্ব্বক গান করিতেছে। অল্প ক্ষণের পর আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। পরে নিদ্রা গেলেন।

বিজয়কেতু কহিলেন, ভাই! ইহারা রাক্ষসী নহে। আমি ইতিহাসে বিরহিণীদিগের বিষয়ে যাহা শুনিয়াছি, ইহাদিগকে দেখিয়াই তাহাই বোধ হইতেছে। বিচিত্রবীর্য্য কহিলেন, ভাল দেখা যাউক। এই বলিয়া দুই ভাই মনোযোগপূর্ব্বক দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। তখন প্রবাসী রমণী সঙ্গীত সমাপন করিয়া নানা আক্ষেপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। চিত্ররেখা নামে এক জন সহচরী আসিয়া বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, ও মা! এ কি! চিরকালই কি দুঃখে কাল যাপন করিবে। এমন ত কখন দেখি নাই। আমরাও কত স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। যদি স্বপ্ন সত্য হয়, তবে কি না হইতে পারে! বিলম্ব করিতেছি, ক্ষান্ত হও। স্বপ্ন দেখিয়া কি এত ব্যগ্র হইতে হয়। তিনি এই সকল কথা শুনিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিলেন, বোন্! আমাকে আর কি বুঝাও। সত্য সত্যই কহিতেছি, সেই চিত্তচোরকে না পাইলে এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আর তুমি যে কহিলে, স্বপ্ন সত্য হয় না। কিন্তু এক বৎসরও গত হয় নাই, এক দিন প্রত্যূষে স্বপ্নে দেখিলাম, যেন বিদেশস্থ ভ্রাতার শুভসংবাদ-পরিপূরিত পত্র পাঠ করিতেছি। তাহার এক প্রহর বিলম্বে সত্য সত্যই সেই রূপ পত্র পাঠ করিতে হইল। যখন আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়, তাহার ক্রমাগত তিন চারি দিন পূর্ব্বে যেন নৌকারোহণ করিয়া কোথায় যাইতেছি, এই স্বপ্ন দেখি। ফলতঃ আমি যত স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার অত্যল্পও নিষ্ফল হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু এই বার বুঝি কি প্রকার হয়। অথবা এই স্বপ্ন কালস্বরূপ হইয়া নিদ্রাবস্থায় আমাকে দেখা দিয়াছিল। সখি, কি করিব! কোথায় গেলে

[illegible] দেখা পাইব। স্বপ্নে দেখিয়া অবধি তাঁ-
হার মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে।

রাজপুত্রেরা এই সকল কথোপকথন শুনিতে ছিলেন। বিজয়কেতু বিচিত্রবীর্য্যকে কহিলেন, ভাই! শুনিলে ত, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য কি না। এক্ষণে তোমার সন্দেহ ভঞ্জন হইল। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, চল, উঁহাদিগের নিকটে যাই। বিচিত্রবীর্য্য কহিলেন, মহাশয় কি উন্মত্ত হইয়াছেন? বলুন দেখি, উঁহাদিগের নিকটে যাইবার প্রয়োজন কি? রাক্ষসের মায়া বোঝা বড় কঠিন। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবযোনি কামরূপী। ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারে। এই দেখিতেছেন মধুরমূর্ত্তি। আবার এখনই বিকটাকার হইয়া উঠিবে। বিজয়কেতু কহিলেন, ভাই! সত্য দেবযোনির সে ক্ষমতা আছে। ভাল, তাহা হইলেই বা এত চিন্তা কেন। আমরা পুরুষ, উঁহারা নারী, স্ত্রীর নিকট পুরুষের বিশেষ ভয় কি। বিচিত্রবীর্য্য কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! পিতা গল্পচ্ছলে আমাদিগকে যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহা কি মনে পড়ে না। বিজয়কেতু কহিলেন, না এ বিষয়ের উপযোগী এমন কোন উপদেশকথা আমার মনে হয় না। বিচিত্রবীর্য্য কহিলেন, মহাশয়! এক দিন সন্ধ্যার পর পিতা আমাদিগকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগের আহার হইয়াছে? মন্ত্রী রহস্য করিয়া কহিলেন, তাহা যে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এখনও কি বাকি আছে। ইহার মধ্যে দুই তিন বার হইয়া গিয়াছে। কেমন সত্য কি না। বিজয়কেতু কহিলেন, হাঁ তুমি বলিয়া যাও। অত বড় বড় করিয়া কথা কহিও না। বিচিত্রবীর্য্য

পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু স্বরে কহিলেন, তাহার পর পিতা যে যে প্রকার ইতিহাস কহিলেন, সে সকল কি মনে পড়ে মহাশয়? বিজয়কেতু কহিলেন, হাঁ কতক কতক, কিন্তু প্রস্তুত বিষয়ের সহিত তাহার কোন উপযোগিতা নাই। বিচিত্রবীর্য্য কহিলেন, নাই কেন সেই ব্যাঘ্রের ইতিহাস। বিজয়কেতু কহিলেন, কই তাহা ত আমার মনে নাই তাত, বল দেখি। বিচিত্রবীর্য্য কহিলেন, সে গল্পটী পিতা যে প্রকার বলিয়াছিলেন, আমি সেরূপ করিয়া বলিতে পারিব না। তবে তাহার তাৎপর্য্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একটী ব্যাঘ্র কতকগুলি শাবক সঙ্গে করিয়া নদীর তীর দিয়া যাইতেছিল, ঐ সময়ে এক কচ্ছপ তীরে উঠিয়াছিল, সে ব্যাঘ্র দেখিয়া প্রাণভয়ে জলের দিগে পলাইতে আরম্ভ করিল, তাহা দেখিয়া ব্যাঘ্র হাস্যপূর্ব্বক কহিল, হে কচ্ছপ! তুমি পলাও কেন, আমার নিকট তোমার আশঙ্কা কি? আমার দন্ত ও নখ অপেক্ষা তোমার শরীর অতি দৃঢ় ও কঠিন। কচ্ছপ কহিল, তোমাকে বিশ্বাস কি। আর তুমি কহিলে, আমার শরীর অপেক্ষা তোমার দন্ত ও নখ কোমল অতএব আমার শরীর তোমার দন্তে ও নখে ভেদ হইবে না। এ কথা যথার্থ বটে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া বল দেখি, হীরক সর্ব্বদ্রব্য অপেক্ষা দৃঢ় ও কঠিন হইয়াও কোমল মেষশৃঙ্গে পড়িলে ভগ্ন হয় কেন? অতএব তোমার দন্ত ও নখে আমার শরীর ভেদ না হইবার প্রমাণ কি। পিতা এই ইতিহাসটী কথনানন্তর ইহা বলিয়া উপসংহার করিয়াছিলেন, সে উহার অপেক্ষা আমি বলিষ্ঠ, ও আমার কি করিতে পারে, ইহা বলিয়া দুর্জ্জনের নিকট গমন কয়া অন্যায়। তাহাতে ঘোর বিপদ্ হইতে পারে! কেমন মহাশয়! পিতা ইহা বলিয়াছিলেন,

[illegible] কহিলেন, হাঁ ভাই! এখন আমার [illegible]।

এদিকে সেই বরবর্ণিনী নানা আক্ষেপ করিতেছিলেন এমন সময়ে প্রিয়ভাষিণী নামে এক সহচরী আসিয়া কহিলেন, সখি! আগমন কর, খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি কহিলেন, সখি! আর আমি আহার করিব না। আজি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সকল যাতনা হইতে মুক্ত হইব। আর অনর্থক এ মাংসপিণ্ডময় দেহভার বহন করিবার আবশ্যক নাই। ত্বরায় খড়্গ আনয়ন কর, স্বহস্তে দেবীর নিকট আত্মশরীর বলিদান করিয়া নিশ্চিন্ত হই। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মঙ্গলা নাম্নী এক সহচরী আসিয়া কহিলেন, সখি! এ কি! একেবারে যে পাগল হইলে। আহা! একেবারে যে প্রাণ পরিত্যাগের উপক্রম করিয়া তুলিলে, সোনার অঙ্গ কালী হইয়া গিয়াছে। সে শ্রী নাই, সে লাবণ্য নাই, বুকের অস্থিগুলি এক এক খানি করিয়া গণিয়া লওয়া যায়। আর কয়েক দিন এমন করিয়া চিন্তা করিলে প্রলয় করিয়া তুলিবে, মহারাজ চন্দ্রকেতু ও মহারাণী বৈজয়ন্তী প্রিয়তম পুত্রের শোকে মৃতকল্প আছেন, আবার তুমি বুঝি তাঁহাদিগকে দারুণ দুঃখভারগ্রস্ত করিতে বসিয়াছ। রাজনন্দিনি! বল দেখি, তোমার কিসের অভাব। রাজাকে কহিলে তিনি আকাশের চন্দ্র আনিয়া দিতে পারেন, মনে মনে সকল কথা রাখা ভাল নয়। এক বার বল, স্বপ্নে একটী পুরুষ দেখিয়া ছিলাম, তাহাকে মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছি। সে ভিন্ন প্রাণ রাখিব না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেও আর কিছু ভাঙ্গিয়া বল না। সকল কথা গোপন করিয়া রাখিলে

কি কর্ম্ম চলে। ভাল বল দেখি, তুমি [illegible] যাছ, তাঁহার কেমন আকার ও কত বয়স [illegible] দেশীয় মনুষ্য।

তিনি কহিলেন, বোন্! তত বলিতে পারিব না কেবল তাঁহার যেরূপ রূপলাবণ্য তাহাই বলিতে পারি, শ্রবণ কর। আমার হৃদয়চোর নাতিখর্ব্ব, নাতিদীর্ঘ, নবীন পুরুষ। তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব। তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ লোচন, বিস্তার বক্ষঃস্থল, সুশ্রী মুখমণ্ডল, শুকচঞ্চু-বিনিন্দিত নাসা, কর, চরণতল এবং ওষ্ঠযুগল রক্তবর্ণ। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, বলিতে কি তেমন সুন্দর পুরুষ বোধ করি, আর দুটী নাই। বিধাতা বুঝি সমুদায় দ্রব্যের সৌন্দর্য্য এক স্থানে দেখিবার জন্য সঙ্কলন-পূর্ব্বক সেই পুরুষরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। কন্দর্পের রূপ-দর্প, কুমারের সুকুমারতা সেই পুরুষের নিকট নতমস্তকে রহিয়াছে। পূর্ব্বে শ্রী চন্দ্রমণ্ডল আশ্রয় করিয়া কমলের শোভা দেখিতে পাইতেন না। পদ্মে থাকিয়াও সুধাকরের শোভা সন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন, এক্ষণে এই পুরুষরত্নের মুখমণ্ডল আশ্রয় করিয়া যুগপৎ নলিনী ও নিশাকরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রীতা হইতেছেন। যদি করিকরে কার্কশ্য দোষ না থাকিত, যদি কমলমৃণাল কণ্টকহীন হইত, যদি কলানিধি কলঙ্কসম্পর্ক-বিবর্জ্জিত হইতেন, তাহা হইলেও যথাক্রমে তাঁহার ঊরু, কর ও মুখের উপমান হইত কি না সন্দেহস্থল। যাহারা সকল বস্তুর শ্রী এক স্থানে দেখিতে চায়, যাহারা প্রীতিকর পদার্থের অন্বেষণ করে, যাহারা পৃথিবীতে মধুর কি ইহা জানিতে ইচ্ছুক, তাহারা সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে দেখুক গিয়া, ইহা বলিলেই সকল বলা হইল।

[illegible] যেরূপ তেমন সুন্দর পুরুষ আমি জন্মচৈতন্যে দেখি নাই। স্বপ্নে যাহাকে এমন সুন্দর দেখিয়াছি, স্বভাবতঃ না জানি, সে কেমন সুশ্রীই হইবে।

মঞ্জুলা কহিলেন, যদি এমন হয়, তবে তাহার জন্য মন চঞ্চল হইবার সম্ভব নাই বটে। ভাল, উদ্বিগ্নের প্রয়োজন নাই। ধৈর্য্য হইলে সকল কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। এক্ষণে চল, আহারাদি করা যাউক; কল্য এ কথা মহারাজকে বলা যাইবে. তিনি তাবৎ দেশে চিত্রকর পাঠাইয়া রাজপুত্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্রদিগের প্রতিমূর্ত্তি আনাইলে তাহার মধ্যে যদি কেহ সেই পুরুষ হয়, তবে ত তোমার আশা সফল হইবে। নতুবা আর কোন উপায় নাই, যদি স্বপ্ন না হইয়া যথার্থই কোন পুরুষের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইত, তবে ত কোন কথাই ছিল না। কিন্তু এবিষয় আর এক প্রকার, তুমি স্বপ্নে কাহাকে দেখিলে, তাহার নাম কি ও নিবাস কোথায়, কেহ তাহার বিন্দুবিসর্গ অবগত নহে; তবে কেমন করিয়া তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারে। ভাল তুমিও ত বালিকা নহ, সকলই বুঝিতে পার বল দেখি, এপ্রকার বিষয় যদি অন্য লোকের হইত এবং তোমাকেই যদি উপদেশ দিতে হইত, তবে তাহাকে কি বলিতে। বিবাহ দৈবনির্ব্বন্ধ, যাহার সহিত লেখা থাকে, তাহার সহিতই হইবে। কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এই কর্ম্মত্রিতয় ঈশ্বরাধীন। তাহা খণ্ডন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। যদি সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের সহিত তোমার বিবাহ লেখা থাকে, তবে অবশ্যই হইবে। আর যদি লেখা না থাকে, তবে কখনই হইবে না। তবে লেখা আছে বলিয়া চেষ্টা করিতে হইবে না এমত নহে। কিন্তু

এবিষয় চেষ্টার অসাধ্য। যেখানে চেষ্টা করিলে কার্য্য সিদ্ধি না হয়, সে স্থলে ঈশ্বরের উপর ভার দেওয়া বই আর কি উপায় আছে। অতএব বিধাতার মনে যাহা আছে তাহাই হইবে, তোমার আমার কথাতে কিছুই হইতে পারে না।

ইহারা এই প্রকার নানা কথোপকথন করিতেছেন, এই সকল শুনিয়া বিজয়কেতু বৃক্ষ হইতে অবরোহণের চেষ্টা করিতে বিচিত্রবীর্য্য বিস্তর বারণ করিলেন, তিনি কিছুই না শুনিয়া মহীরুহ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। বিচিত্রবীর্য্য অগত্যা সেই স্থানেই থাকিলেন। বিজয়কেতু নিঃশব্দে পদ সঞ্চারপূর্ব্বক যেখানে স্ত্রীলোকেরা কথোপকথন করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রমণীরা তাঁহাকে হঠাৎ সেখানে দেখিয়া ভীত হওয়াতে রাজনন্দন অভয় দিয়া কহিলেন, আমি মনুষ্য, আপনাদিগের নিকট সংপ্রতি অতিথি। তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া রমণীগণ সম্পূর্ণ নির্ভয় হইতে পারিলেন না। তাহাদিগের আকার ইঙ্গিতে ও কথাবার্ত্তায় ভয়ের লক্ষণ স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল। চিত্ররেখা মঙ্গলাকে কহিলেন, সখি মঙ্গলে! সত্বর হও। অভ্যাগত মহাশয়ের সৎকার করিতে হয়। তুমি ভোজনগৃহ হইতে জল আনয়ন কর। এস্থানে যথেষ্ট আসন আছে, তাহা আর আনিবার প্রয়োজন নাই। ইহা বলিয়া তাঁহাকে জল আনিতে পাঠাইয়া রাজনন্দনের দিগে দৃষ্টিপাত করত কহিলেন, মহাশয়! এই স্থানে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করুন। রাজপুত্র উপবেশন করিবামাত্র মঙ্গলা ভৃঙ্গারে করিয়া তুষারমিশ্রিত জল ও জলপানীয় নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিলে তিনি তাহা হইতে কি-

ফলমূলাদি ও জল পান করিলেন। পরে চিত্ররেখা কহিলেন, মহাশয়! অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত, কি আজ্ঞা হয়। বিজয়কেতু কহিলেন, হানি কি, তাহাই আহার করিব। কিন্তু একটী কথা আছে। চিত্ররেখা কহিলেন, কি কথা আজ্ঞা করুন। নৃপনন্দন কহিলেন, আপনাদিগের আকার প্রকারে উচ্চ ক্ষত্রকুলোদ্ভব বোধ হয়, অথচ এই নিশীথসময়ে অসহায়িনী হইয়া এখানে আসিয়াছেন, সঙ্গে একটীও পুরুষ নাই, ইহার কারণ কি? বিশেষতঃ আপনাদিগকে যে দিক্ হইতে আসিতে দেখিলাম, এখান হইতে দেখিলে সে দিকে লোকালয়মাত্রও দৃষ্টি হয় না। আপনারা কেমন মনুষ্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি কৃপা করিয়া এই বিষয়ের সন্দেহচ্ছেদ করিয়া দেন, তবে আমার একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়।

চিত্ররেখা কহিলেন, মহাশয়! শুনিয়া থাকিবেন, যক্ষ নামক দেবযোনিবিশেষের এক কুল আছে, আমাদিগের সেই কুলে জন্ম। চন্দ্রকেতু নামক রাজা আমাদিগের দেশাধিপতি। আমাদিগের নিবাসস্থান এখান হইতে অতি দূরে। এই বাসন্তিকা নাম্নী আমাদিগের রাজার দুহিতা। ইনি একটী স্বপ্ন দেখিয়াছেন, ইহাঁর দুর্দ্দৈবশান্তির জন্য এখানে আসা হইয়াছে। এই কাত্যায়নী প্রতিমা আমাদিগের রাজার প্রতিষ্ঠিতা এবং যক্ষগণের কুলদেবতা। আমাদের নিবাসস্থান এখান হইতে অনেক দূর বটে, কিন্তু বিমানে আরোহণ করিয়া গমন করিলে শীঘ্র যাওয়া যায়। আমরা কামচারিণী, ইচ্ছা করিলে নিমেষমধ্যে ত্রিলোক ভ্রমণ করিতে পারি।

রাজপুত্র কহিলেন, আপনারা যে দেবকন্যা তাহা কি

প্রকারে বিশ্বাস করি, যদি দেবকন্যা হইবে, তবে আমাকে আমাকে দেখিয়া ভীতা হইয়াছিলেন কেন? চিত্ররেখা কহিলেন, মহাশয়! যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন, এবিষয়ে আপনার সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু আদ্যোপান্ত না শুনিলে সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন না। সে বিস্তর কথা, এক্ষণে বলিবার সময় নহে চলুন, অগ্রে আহার করা যাউক, পশ্চাৎ সমুদায় বৃত্তান্ত কহিব। ইহা বলিয়া সকলে রাজনন্দনকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভোজনগৃহে গমন করিলেন। রাজপুত্রকে এক স্বতন্ত্র স্থানে আহার করিতে দিয়া রমণীরা সকলে মিলিয়া এক স্থানে আহার করিতে বসিলেন। বিজয়কেতু এই অবকাশে কিঞ্চিৎ আহার্য্য গোপনে বিচিত্রবীর্য্যকে দিয়া আসিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

এখানে রাজকন্যা বিজয়কেতুকে দেখিয়া অবধি তাঁহার নাম ধাম জানিতে নিতান্ত অভিলাষিণী হইলেন। তিনি যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন ইনিই সেই পুরুষরত্ন। কিন্তু লজ্জাপ্রযুক্ত সে ভাব গোপনে রাখিলেন, কাহারও কাছে প্রকাশ করিলেন না। চিত্ররেখা রহস্য করিয়া কহিলেন, সখি বাসন্তিকে! যে অতিথিটী আসিয়াছেন, তিনি কেমন সুশীল ও কেমন ধীরপ্রকৃতি, দেখিলেই একটী মহৎ মনুষ্য বোধ হয়। মুখে যেন হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। তুমি যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছ, ইনি ত সেই মহাপুরুষ নহে। যদি হন, তবে প্রকাশ করিয়া বল এবং যৌবনরূপ উপহার দিয়া এই অতিথির সংকার কর। রাজকন্যা শুনিয়া লজ্জায় মুকুলিতাক্ষী হইয়া রহিলেন। মঙ্গলা কহিলেন, সখি! হানি কি, হয় ত হইয়া যাউক। আমাদের এই ইচ্ছা

[illegible] উত্তম হয়, তাহা হইয়াছে, এক্ষণে তোমার মত হইলেই হয়। রাজকন্যা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া কহিলেন, পরিহাস কর কেন। অথবা তোমাদিগের মনের কথা কহিতেছ। কিন্তু একটী পাত্র, তোমরা দুইটী কন্যা এই একটী বিষম শঙ্কট বটে, তাহাতেই বা হানি কি। এক্ষণে সাধারণে রাখিয়া বিবাহ কর। তার পর অংশমত ভাগ করিয়া লইলেই হইবে। এই প্রকারে নানা পরিহাস করিতে করিতে ভোজন করিয়া আচমন ও তাম্বূল সেবনপূর্ব্বক সকলে সেই পটমণ্ডপে উপবেশন করিলেন। রাজপুত্রও আহার করিয়া আচমন-পূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ররেখাকে কহিলেন, ভগবতি! ভোজনান্তে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিবেন, বলিয়াছেন, এক্ষণে যদি ক্লেশ বোধ না হয়, তবে সেই সমুদায় আজ্ঞা করুন।

চিত্ররেখা কহিলেন, মহাশয়! শ্রবণ করুন। পুরাকালে ব্রহ্মার ইচ্ছায় পুরুরবা নামক এক যক্ষের উৎপত্তি হয়। তাঁহার প্রকৃতি ও পিশিতা নাম্নী দুই ভার্য্যা ছিল। একের সন্তান বিশ্বশ্রবা, যাঁহা হইতে কুবেরপ্রভৃতির জন্ম হয়। তিনি তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। আর পিশিতার গর্ভে ভদ্রশ্রবা ও সোমশ্রবা নামে দুইটী পুত্র জন্মে। সোমশ্রবা কৌমারতপস্বী, সুতরাং তাঁহার সন্তানাদি হইল না। ভদ্রশ্রবা বহুদিন পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শেষে দারপরিগ্রহ করেন, তাঁহা হইতে আমাদিগের এই কুল উৎপন্ন হয়। সেই ভদ্রশ্রবার পৌত্র সুমালী ভগবান ভূতপতির দাস ছিলেন। তিনি এক দিন শিবের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া কৈলাস হইতে মর্ত্ত্য লোকে আগমন করেন; তাহাতে ত্রিলোচন ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিসম্পাত করেন

যে, অদ্যাবধি সুমালীর বংশের দেবত্ব রহিত হইল। আর তাহারা জরামরণের বশবর্ত্তী হইবে।

সুমালী এই ভয়ানক অভিসম্পাত শুনিয়া শিবের অনেক স্তব করাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবে না, অবশ্যই তোমার বংশ জরামরণের বশে থাকিবে, কেবল এই অনুগ্রহ করিলাম, তোমার বংশের দেবত্ব রহিত হইবে না। আর তাহারা কামচারীও হইতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে না। তোমরা স্বর্গে বাস করিতে পাইবে না বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই স্বর্গে আসিতে পাইবে। তখন সুমালী কহিলেন, প্রভো! তবে আমরা এক্ষণে কোন্ স্থানে গিয়া বাস করিব, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলুন। ভবানীপতি কহিলেন, হিমাচলে যে মানস সরোবর আছে, তাহার উত্তর তীরে তোমরা বাস করিবে। তখন তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে প্রণাম করত মানস সরোবরের উত্তর কূলে আসিয়া তিব্বত নামে এক নগর পত্তন করিলেন। তদবধি আমাদিগের সেই প্রদেশে বাস। এখান হইতে পূর্ব্বমুখে অবিশ্রাম পদব্রজে গমন করিলে প্রায় দুই মাসে সেখানে পৌছান যায়। কিন্তু পথ অতি কদর্য্য। বিশেষতঃ পথে নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু আছে, এই জন্য সে স্থান মনুষ্যের অগম্য। আমরা বিমানে আরোহণ করিয়া আসিয়া থাকি এজন্য কোন ক্লেশ হয় না। আমাদিগের দেববংশে জন্ম বটে, কিন্তু দেবতারা যেমন এক স্থানে বসিয়া তাবৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে ও শুনিতে এবং জানিতে পারেন, আমরা তাহা পারি না। আর আমাদিগের মৃত্যু হইবে। আমরা কেহই চিরজীবী নহি। ফলতঃ দেবত্ব ও কামচারিত্ব ভিন্ন

কিন্তু ইহাতে আমাদিগের আর কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। এই নিমিত্তই প্রথমে আপনাকে দেখিয়া শঙ্কচিত্ত-চিত্ত হইয়াছিলাম। আমাদিগের বৃত্তান্ত ত এই শুনিলেন। এক্ষণে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

বিজয়কেতু কহিলেন, ভগবতি! যাহা অভিরুচি হয়, আজ্ঞা করুন। এ অধমের নিকট এতাদৃশ সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া আপনার অবমাননা করিতেছেন কেন? চিত্ররেখা কহিলেন, মহাশয়! আপনার যেরূপ মধুরাকৃতি দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয়, আপনি সামান্য লোকের সন্তান না হইবেন। যেমন পঙ্কমগ্ন সুবর্ণমণ্ডিত হইলে, হীরক মণি কাঞ্চনে জড়িত হইলে অধিক শোভমান হয়, তেমনি আপনি জন্ম গ্রহণ করাতে কোন মান্যবংশ অধিক উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। আপনি নির্বিঘ্নে এই দুর্গম স্থানে আগমন করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া সমুদায় কহিলে কৃতার্থ হই। বিজয়কেতু মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহাদিগের নিকট প্রকৃত পরিচয় প্রদানে কোন হানি নাই। অতএব যথার্থই বলি। এই ভাবিয়া আপনার পরিচয় ও ভ্রমণবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। কিন্তু সঙ্গে যে সহোদরকে আনিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলেন না। আত্মপরিচয় প্রদানকালে তদ্বিষয় গোপন করিবার জন্য অতি সাবধান-পূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিলেন।

চিত্ররেখা কহিলেন, মহাশয়! ধন্য আপনার সাহস, আমাদিগের পুরুষানুক্রমে প্রতি শুক্রবারে এখানে যাতায়াত আছে, কিন্তু এখানে যে মনুষ্য আসিতে পারে, তাহা কখনও শুনি নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে আপনাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। রাজনন্দিনী ও রাজপুত্র উভয়েরই উ-

ত্রের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, বিজয়কেতু বাস-ন্তিকার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু কিপ্রকারে তদ্বিষয় উপস্থিত করিবেন, মনে মনে কেবল আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এক বার ভাবেন, কথায় কথায় উপস্থিত করিয়া দেই। আবার ভাবেন, যদি কোন মন্দ অভিসন্ধি প্রকাশ হয়, তবে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিবে। দূর হউক, ওসব বিষয় উল্লেখেরই প্রয়োজন নাই। অথবা আমি ইঁহাদিগকে যেরূপ সদাশয় দেখিতেছি, তা-হাতে বোধ হয় কোন প্রশ্ন করিলে অন্যরূপ বিবেচনা করি-বেন না। যাহা হউক, পরচিত্ত অন্ধকারময়, আমার সাবধান হইয়া জিজ্ঞাসা করাই উপযুক্ত। নতুবা কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব। এই ভাবিয়া অবনত বদনে চিত্ররেখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! বামনের চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় মূকের বক্তৃতার ন্যায়, অন্ধের মুকুরে প্রতিবিম্ব দর্শ-নের ন্যায়, খঞ্জের পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের ন্যায় আমি একটী উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। ক্ষুদ্র মনুষ্যদিগকে বুদ্ধি দিলেই তাহারা অহঙ্কৃত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আপনাদিগের মধুর সম্ভাষণে আশ্বস্ত হইয়া এবং আন্তরিক ভাব দেখিয়া উৎসাহ পাইয়া ও সৌজন্য দর্শনে নির্ভয় হইয়া একটা প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইতেছি। চিত্ররেখা কহিলেন, ত-জ্জন্য এত বিবেচনার প্রয়োজন কি, যাহা ইচ্ছা, অসঙ্কুচিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করুন।

রাজপুত্র কহিলেন, দেবি! আপনাদিগের রাজার কয়টী সন্তান। চিত্ররেখা বিজয়কেতুর অজ্ঞাতসারে প্রিয়ভা-ষিণীকে ঈষৎ হাস্য করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা কহিলেন, সখি! বুঝিতে পারিয়াছ, পাখী ফাঁদে পড়িয়াছে। প্রিয়ভাষিণীও

[illegible]কা।

[illegible] এককালে পরিত্যাগ [illegible] দুঃখ! সকলেই তোর অধীনতাস্বরূপ [illegible] পরিপূর্ণ হইলেই রাহু আসিয়া [illegible] যেমন বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে অবনত ও সুশোভিত হইলেই প্রবল ঝটিকা আসিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলায়। তেমনি [illegible] মনুষ্য সকল প্রকার গুণে বিভূষিত হয় ও লোকের নিকট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে, তখনই তুই তাহাকে তোর প্রজ্বলিত জঠরানলে আহুতি প্রদান করিস। হা! একি মহাপ্রলয় হইতেছে। আর যে কিছু দেখিতে পাই না। দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি। দাদা! কি হইল! আমি কোথায় গেলে তোমারে দেখা পাইব। তুমি সকল বিষয়েই অগ্রজ হইলে। জন্মকালেও অগ্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে! আবার মরণসময়েও অগ্রে দেহ ত্যাগ করিলে। দাদা! আমরা চিরকাল দুই ভাই একত্র আহার করিয়াছি। এক্ষণে তোমার একাকী তর্পণজল পাওয়া উচিত নহে। ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আগে আমি আসি, দুই ভাই একত্র হইয়া নিবাপাঞ্জলি পান করিব, কি আশ্চর্য্য! তুমি যখন যেখানে যাইতে, তখন তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইতে, এখন তাহার বিপরীত করিলে কেন। পরলোকে গমনকালে আমাকে সঙ্গী করা দূরে থাকুক, একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিলে না।

অনন্তর রাজা চেতনা পাইয়া নানা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! ধৈর্য্য হউন। অনর্থক রোদন করায় ফল কি, বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, কাঁদিলে আর কি পুত্র পাইবেন। আপনি মহাজ্ঞানবান আপনাকে আমি কি প্রবোধ দিব। মহারাজ! ক্রমে হই-

[illegible] আছে। যেমন জলৌকা[illegible] [illegible] পূর্ব্বাশ্রয় পরিত্যাগ করে। তেমনি [illegible] পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নূতন শরীরে প্রবিষ্ট [illegible] জ্ঞানবান্ হইয়া শোকে অভিভূত হইলেন। [illegible] করুন, সে কখনই আপনার সন্তান নহে। পূর্ব্ব জন্মে কাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই সন্তানরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাদ সাধিয়া গেল।

রাজা কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি সকলই জানি। কিন্তু মন যে কোন রূপেই প্রবোধ মানিতেছে না। মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! সকলই সত্য, কিন্তু আপনি ও প্রকার করিলে ত স্ত্রীলোকদিগকে বুঝান যাইবে না। এক্ষণে স্থির হউন। এ বিলাপ করিবার সময় নহে। বিশেষতঃ বিলাপ করিয়াই বা কি হইবে। এক্ষণে রাত্রিও অধিক হইতে লাগিল। শবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হউন। রাজা কহিলেন, হা সে ত এক কর্ম্ম আছে। কিন্তু গৃহে একাকিনী স্ত্রীলোকদিগকে রাখিয়া সকলের শ্মশানে যাওয়া উচিত নহে। এক জনের এখানে থাকা আবশ্যক অতএব বলভূৎ কি যে কেহ হউক, এক জন থাকুন। মন্ত্রী কহিলেন, আপনি আর আমি গৃহে থাকি, আমার ভ্রাতারা ও বিচিত্রবীর্য্য ও কর্ম্ম সমাধা করিয়া আসুন। রাজা সম্মত হইলেন। পরে বলভূৎ ও বলাহক শব লইলেন। বিচিত্রবীর্য্য এক হস্তে দীপ ও অপর হস্তে এক খানি খনিত্র লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। একে অন্ধকার রাত্রি তাহাতে আকাশমণ্ডলে ঘনতর মেঘ হইয়া এক এক বার বিদ্যুৎ হইয়া তাহার পর ক্ষণে কড় মড় ধ্বনি করিয়া বজ্রপতন হইতেছিল। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন

[illegible] ভ্রাতার স্কন্ধ হইতে শব নামাইলেন। [illegible] বন্ধন মোচনপূর্ব্বক স্নান করাইয়া ও নব বস্ত্র পরাইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, দাদা! [illegible] পরিধান কর। আহা! তুমি কি মরিয়াছ! [illegible] কহিলেন, দেখ দেখ, দাদার সেই মুখ, সেই আকার, সেই শ্রী, সকলই সেইরূপ রহিয়াছে, কেবল জীবন নাই। কি আশ্চর্য্য! যাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিলে শত যুগ জ্ঞান হইত, আজি তাঁহারই জীবনশূন্য দেহ দেখিয়া ভয় জন্মিতেছে। রোদন করিতে করিতে কহিলেন, দাদা! তোমাকে এখানে কি করিতে আনিয়াছি, বুঝিতে পারিতেছ না। আজি তোমাকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া যাইব। আজি অবধি তোমার নাম অস্ত গেল। আর এ জগতে কাহারও সহিত তোমার সম্বন্ধ রহিল না। আর কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না, বা তুমিও কাহাকে দেখিবে না। অনন্তর অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল লইয়া কহিলেন, দাদা! তুমি বড় পরিশ্রান্ত আছ, এখন তৃপ্তিপূর্ব্বক পয়ঃ পান কর। এই তোমার শেষ নাম গ্রহণ করিলাম, এখন তোমার নাম কেবল দুঃখের আস্পদ হইল। আর কেহ সুখে তোমার নাম গ্রহণ করিবে না। এই অবধি হাহাকার উপাধির সহিত বিজয়কেতু নামের উল্লেখ হইবে। ভাই! তুমি আমাদিগের সহিত যেরূপ অসৎ ব্যবহার করিয়া গমন করিলে তাহা আর বলিবার নহে। ভাল যাও যদি সমুদায়ই লইয়া গেলে তবে তোমার নাম আর আকার এবং স্বভাব আমাদিগের প্রত্যক্ষবৎ স্মৃতিপথে ফেলিয়া যাইতেছ কেন। এখন উহা লইয়া যাও আমরা কখনই তোমার ক্ষতি দেখিতে পারি না। এজন্য তোমার

নিস্থর বস্তু স্মরণ করিয়া দিতেছি, যদি তুমি ঐ অন্য বস্তু আমাদিগকে দিয়া থাক তথাপিও তোমাকে পুনরায় ফি- রিয়া লইতে অনুরোধ করি। কেন না তোমার কোন বস্তুই আমরা গ্রহণ করিব না। এই প্রকারে নানা আক্ষেপ ক- রিতে লাগিলেন।

বলভদ্র কহিলেন, বিচিত্রবীর্য্য! এ কি! এককালে যে অজ্ঞান হইলে। বৃথা কাঁদিয়া কি হইবে। এসো, এখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া যাওয়া যাউক. এই বলিয়া একটী বর্ত্তিকা জ্বালিয়া কহিলেন, ধর, মুখানল কর। বিচিত্রবীর্য্য বর্ত্তিকা লইয়া উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, দাদা! আমি তোমার এমন নিষ্ঠুর ভাই হইয়াছিলাম, যে তো- মার চন্দ্রবদনে প্রজ্বলিত হুতাশন প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া বিমুখ হইয়া মুখে অগ্নি দিলেন। তার পর বৃহদাকার এক গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে শব রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাশয়! এক্ষণে আপনি আমাদিগের নিঃ সম্বন্ধ হইয়াছেন, এজন্য আর ভ্রাতৃ সম্বোধন করিলাম না। সম্প্রতি নিবেদন, যে কোন অপরাধ করিয়াছি তাহা মার্জ্জনা করিবেন। জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া আপনার দুরিত দূর করুন। আর আপনি শান্তিসলিলে অবগাহন করিয়া পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ লাভ করুন। তার পর ধরণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবতি বসুমতি! তুমি সর্ব্ব- সহা এবং সকলের মাতৃস্বরূপা। যখন সকলে পরিত্যাগ করে। তখন তুমি দেহকে আশ্রয় দান কর। পরি- বারে সজীব শরীরের আদর করে, কিন্তু তুমি কি সজীব কি নির্জীব সকল অবস্থাতেই দেহের আশ্রয়হেতু। অনন্তর অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ গদ বচনে মৃত শরীরকে সম্বোধন

[illegible] পবিত্র করেছ। এক্ষণে তোমাকে সর্ব্বংসহা জননী ধরণীর ক্রোড়ে রাখিয়া আমরা চিরকালের জন্য বিদায় হইলাম। পরে মৃত্তিকা দ্বারা সেই গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে বাটী প্রত্যাগত হইলেন। সে রাত্রি হাহাকার রবে প্রভাত হইল। সকলের দুই তিন দিন প্রবল শোক ছিল, তার পর ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল।

অষ্টম সর্গ।

গ্রীষ্মকাল উপস্থিত। বসন্ত তাহার আগমন শ্রবণমাত্র সেই সেনাসামন্তসহ পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। কোকিল আর ভ্রমর ইহারা দুই জন কর আদায়ের জন্য প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। রাজা পলায়নকালে তাহারা নিকটে না থাকায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না। সুতরাং তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে হইল। তাহারা দুই জন অন্য রাজার অধিকার ও প্রভুর পলায়ন শুনিয়া প্রথমে পলাইবার পন্থাই দেখিতেছিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া ছদ্মবেশে কাননে বাস করিতে লাগিল। এক্ষণে কোকিল আর স্বীয় স্বরে কথাবার্ত্তা কয় না এবং ভ্রমর আর নিঃশঙ্কচিত্তে বধূ পুষ্পকুল বদন চুম্বন করে না। মার্ত্তণ্ড যেন মীনভোজনে মাংসের স্বাদগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক মেষ ও বৃষকে ধরিলেন। লোকে তিলমাত্র শুনিলে তাল প্রমাণ করিয়া তোলে। কেহ কহে, রবি সেই দুইটী পশুহত্যা করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিতেছেন। কেহ কহে, আমি এই দেখিয়া আইলাম, তি-

নি এখনও বধ করেন নাই। ফলতঃ সেই উপযোগেই [illegible]ছেন। ইহাতে যেন ভুবনমধ্যে পশুহত্যা হইল। [illegible] পাপাশঙ্কায় সকলে সর্ব্বদা স্বেদসলিলে স্নান করিতে লাগিল। তৃষাকুল চাতক পক্ষীকুল এক একবার কাতরস্বরে জলধরের নিকট জল প্রার্থনা করিতে লাগিল। পিপাসায় কাতর মৃগকদম্ব মরীচিকায় জলভ্রম হইয়া প্রান্তরমধ্যে ইতস্ততঃ দৌড়া দৌড়ি করিতে লাগিল। এই সময়ে মন্দ মন্দ সঞ্চারিত সুগন্ধ শীতল সমীরণ ও জল জীবলোকের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। উদ্যানে বনে আম্র পনসপ্রভৃতি ফল সকল সুপক্ক হইয়া বৃক্ষের শোভা সম্পাদন করে। প্রান্তরস্থ বালক্ষেত্রের শোভা দেখিলে নয়নদ্বয় শীতল হয়। নিদাঘসময়ের প্রদোষসময় পরম রমণীয়।

এই সময়ে এক দিবস রাজা আর মন্ত্রী নির্জ্জনে বসিয়া নানা কথোপকথন করিতেছিলেন। মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন, মহাশয়! একটী নিবেদন আছে। আমাদিগের এই স্থানেই চিরকাল বাস করিতে হইবে। আর মনুষ্যসমাজে গমন করিব না। অতএব পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে হইলে কি করা যাইবে। আমার কন্যাটি বয়ঃস্থা হইয়াছে আর আপনার পুত্রেরও বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত। এক্ষণে পুত্রকন্যার বিবাহ কোথায় দেওয়া যায়। রাজা কহিলেন, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, বিবেচনা কর দেখি, কি করিলে ভাল হয়। মন্ত্রী কহিলেন, আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। যদি আপনি তাহাতে ঘৃণা না করেন, তবে বলিতে পারি। রাজা কহিলেন, ভাল বল দেখি শুনা যাউক। মন্ত্রী কহিলেন, রাজনন্দনের

নৃপকে আমার কন্যার বিবাহ দিতে চাই। কিন্তু যদি আপনি তদ্বিষয়ে অশ্রদ্ধা করেন, এই ভয়ে কিছু বলিতে পারি না। রাজা কহিলেন, ভাল! আমারও তাহাই ইচ্ছা তুমি উদ্যোগ কর, সময়ক্রমে কার্য্য করা যাইবে। মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুসারে প্রয়োজনমত সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত করিলে শুভ ক্ষণে নৃপনন্দনের সহিত বেদবিধিমতে ইন্দুমতির বিবাহবিধি নিষ্পন্ন হইল। বরেচ দম্পতি সম্প্রীতভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দ্বারেশ্বর এক দিন সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে এই কাননে মৃগয়া করিতে আইলেন। রাজা অশ্বারূঢ় ছিলেন, একটী মৃগ দেখিয়া শরাসনে শর সন্ধানপূর্ব্বক সেই মৃগের প্রতি অশ্ব চালন করিলেন। রাজাকে সন্নিহিত ও শরচাপধারী দেখিয়া সে প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তার পর এক মহারণ্যে পতিত হইলে মৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। তখন মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। রাজা ক্ষুধাতৃষ্ণায় অতি কাতর হইলেন। এক বার যেখানে সৈন্যসামন্ত ছিল তথায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, আবার ভাবেন, কোন্ পথ দিয়াই বা যাইব কিছুই চিনি না। ফলতঃ এমন করিয়া একাকী আসা বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই। এক্ষণে কি করি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছে। নিকটে জলও নাই যে পান করিব। সে যাহা হউক, রজনী উপস্থিত হইলে কোথায় থাকিব। আজি এই বনেই হিংস্র পশুর হাতে প্রাণ যাইবে। যাহা হউক, বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত, মনে মনে ইত্যাকার নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া নিকটস্থ

একটী সহকার তরুশাখায় অশ্ব বন্ধনপূর্ব্বক স্বীয় [illegible] করবসন পাতিয়া বসিয়া নানা বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। এমত সময়ে বলভূৎ কোন কার্য্যবশতঃ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে রাজা প্রথমে তাঁহার শ্মশ্রুমণ্ডিত শিরঃ দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। কিন্তু যখন বলাহক তাঁহার নিকটে আসিয়া নমস্কারপূর্ব্বক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহার আর কোন প্রকার আশঙ্কা রহিল না। পরে বলভূৎকে কহিলেন, মহাশয়! আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর, কথা কহিতে আমার ক্লেশ বোধ হইতেছে। আমাকে কিছু আহার্য্য প্রদান করুন। বলভূৎ কহিলেন, মহাশয়! যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের আশ্রমে পদার্পণ করেন, তবে আহার্য্য দিতে পারি। নতুবা এস্থানে কিছু পাওয়া যায় না। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, আপনাদিগের আশ্রম এখান হইতে কত দূর হইবে? বলভূৎ কহিলেন, বড় দূর হইবে না নিকটেই আমাদিগের আশ্রম। তখন রাজা অগত্যা তাঁহার সহিত যাইতে সম্মত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক অল্পে অল্পে চলিতে আরম্ভ করিলেন। বলভূৎ অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া স্নান ও আহার করত ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। বিক্রমসেন ও সুমন্তপ্রভৃতি সকলে রাজার সহিত নানা বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন, দ্বারেশ্বর কহিলেন, মহাশয়! আপনাদিগকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে নানা ভাব উপস্থিত হইতেছে। একবার ভাবিতেছি, আপনারা উদাসীন হইবেন কিন্তু আবার পরিবার সমভিব্যাহারে দেখিয়া কেমন করিয়াই বা উদাসীন বলি। যদি আপনারা তপস্বী নহেন

সভ্য অসভ্য লোক বলা যাইতে পারে। কেন না কাননে উক্ত দুই প্রকার লোকই বাস করিয়া থাকে। কিন্তু আপনাদিগের বাক্পটুতা দ্বারা যেরূপ বিদ্যাবত্তার লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, আপনারা সামান্য মনুষ্য নহেন, কোন কারণবশতঃ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যানী আশ্রয় করিয়াছেন। ফলতঃ এরূপ ঘটনা শত শত স্থানে দেখিয়াছি। যাহা হউক, আপনাদিগের ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য হইবে; আমি একান্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সেই সকল শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। যদি কোন ক্লেশবশতঃ সংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, সাধ্যানুসারে আপনাদিগের সেই অভাব নষ্ট করিব।

বিক্রমসেন কহিলেন, মহাশয়! আমরা তপস্বী বা অন্য কোনরূপ মনুষ্য নহি। আমি পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ দেশের রাজা ছিলাম, অনন্তর শ্বশুরকে অঙ্গুলি দ্বারা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, ইনি আমার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, দ্বারপুরনিবাসী রাজা কীর্ত্তিধ্বজ বলপূর্ব্বক আমার রাজ্য লইতে চাহিলে আমি আত্মীয়বর্গের নিকট সৎ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া আমাকে যুদ্ধ করিতে যুক্তি দেন। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যুদ্ধে জয় বা পরাজয় যাহা হউক না কেন, উভয়বিধ কার্য্যেই বহু প্রাণীর জীবননাশ অবশ্যই হইবে। অতএব আমি ঐরূপ নিষ্ঠুরের কর্ম্ম কখনই করিব না। এই চিন্তা করিয়া বিশেষতঃ সংসার অসার জানিয়া রাজ্ঞীর সহিত পরামর্শপূর্ব্বক উভয়ে এই বনে আগমন করি। কিছু দিনের পর মন্ত্রীও কোন কারণবশতঃ সংসারে বিরক্ত হইয়া সপরিবারে বৈরাগ্যায়

এই বনেই আগমন করেন। তদবধি সকলে মিলিয়া এই স্থানে বাস করিতেছি।

প্রতাপমুকুট এই সমস্ত শুনিয়া তাঁহার মর্ম্মনির্দ্ধার পরীক্ষাজন্য কহিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বে না জানিয়া মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, তাহাতে আমাকে ক্ষমা করিবেন। বিক্রমসেন কহিলেন, মহাশয়! পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন নাই। কেন না বনবাসীদিগকে রাজা বলিয়া সম্বোধন করিলে রাজশব্দের সার্থকতা হয় না। কিন্তু সম্প্রতি আপনি আমাকে সেই শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন, অতএব তজ্জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য ছিল। কীর্ত্তিপ্রিয় শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি অতি শান্তপ্রকৃতি, দ্বারেশ্বর বলপূর্ব্বক আপনার রাজ্য গ্রহণ করিয়া বড় ভাল কর্ম্ম করেন নাই। আমি ব্রহ্মদেশের রাজা, আপনি যদি আমার সঙ্গে গমন করেন তবে সেই দুরাচারকে সমুচিত দণ্ড দিয়া আপনার নষ্ট রাজ্যের উদ্ধার করিয়া দিব।

বিক্রমসেন কহিলেন, মহাশয়কে যেরূপ ভদ্র দেখিতেছি, আর আপনি যে রাজা বলিয়া পরিচয় দিলেন, আপনার বাক্য সেই দুই বিষয়ের সম্পূর্ণ অবমাননা করিল। দ্বারেশ্বর কহিলেন, কেন? বিক্রমসেন কহিলেন, আপনি রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এক্ষণে মহাশয় না বলিয়া মহারাজ বলাই উত্তম কল্প। মহারাজ! এই জন্য আপনকার বাক্যের দোষ দিতেছি যে, আপনি সেই ভদ্র লোকের অনর্থক নিন্দা করিতেছেন কেন! যদি বলেন তিনি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। অন্যায়কারীকে নিন্দা না করিয়

কি প্রশংসা করিব। সে সত্য, কিন্তু বলুন দেখি, এক জন যদি গর্হিত কর্ম্ম করে, তাহা বলিয়া কি আপনিও তাহাই করিবেন, পরনিন্দা যে করে, কেবল সেই যে পাপভাগী হয় এমত নহে। যাহারা তাহার মুখে শুনে তাহারাও নিরয়ে পতিত হয়। অতএব ক্ষমা করুন, আর পরনিন্দা করিবেন না। কীর্ত্তিধ্বজ এই সমস্ত শুনিয়া নিতান্ত প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন। আর মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বিক্রমসেনের তুল্য সাধু ও সচ্চরিত্র মনুষ্য আমি কখনও দেখি নাই। ভাল আর কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এই রূপ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে, কেন না ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কথিত আছে, আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে পাতকও নাই। অতএব দ্বারেশ্বর আপনার রাজ্যাপহরণ করিয়া আততায়ী হইয়াছেন। তাঁহার অনিষ্ট বা নিন্দা করিলে কোন মতে পাপ হয় না। প্রত্যুত ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম করা হয়। অতএব আপনি বৃথা কেন কষ্ট ভোগ করিতেছেন। আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনার যথেষ্ট উপকার করিব। আপনার সম্বন্ধে যথার্থ কহিতেছি, সেই দুষ্টকে যথোচিত প্রতিফল দিব।

বিক্রমসেন কহিলেন, মহাশয় আর কেন অনেক হইয়াছে। এক্ষণে ক্ষান্ত হউন। আপনি সেই ভদ্র ব্যক্তিকে বার বার নিন্দা করিয়া দুষ্কৃতিভাগী হইতেছেন কেন? মহারাজ! আপনি পুনরায় তাঁহার নিন্দা করিলে বোধ হয়, আমি ক্রোধ করিব। দ্বারেশ্বর কহিলেন, মহাশয়! আমি বুঝিয়াছি, ভাগ্যলক্ষ্মী আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সহজেই হিতবাক্য বিপরীত বোধ করেন। মুখে

এইরূপ বলিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া ভাবিলেন, বিক্রমসেন যথার্থই মহৎ মনুষ্য, আমি এমন লোকের বিষয় লইয়া তাহা কর্ম্ম করি নাই। যাহা হউক, অগ্রে রাজধানীতে যাই, পরে ইহাদিগকে লইয়া গিয়া পূর্ব্বাধিকার পুনঃ প্রদান করিব। এইরূপ স্থির করিয়া সে রাত্রি সেখানেই বাস করিলেন, পর দিন প্রাতঃকালে সকলের নিকট বিদায় হইয়া অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক রাজধানীতে চলিলেন। বলাহক ও বলভূৎ কিয়দ্দূর অগ্রে গিয়া তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিয়া দিয়া আইলেন।

বর্ষাকাল উপস্থিত। আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। চাতক পক্ষীকুল মনের আনন্দে "পিয় পিয়" ধ্বনি করত বারিদনির্গলিত বারি পান করিয়া বহু কালের পিপাসা শান্তি করিতে লাগিল। নব জলধরের উদয় দেখিয়া শীখিকুল পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছিল। তাহাদিগের নৃত্যনৈপুণ্য দেখিয়াই যেন কাদম্বিনী চপলাচ্ছলে ঈষৎ হাস্য করত অশনিশব্দ-ব্যাজে সাধুবাদ দিতে লাগিল। সজল জলদপটলোপরি দিবাকরের করনিকর পতিত হওয়াতে ইন্দ্রধনুর উদয় হইল, তাহার সপ্তধাভিন্ন বিভিন্নপ্রকার বর্ণ দেখিলে নয়ন শীতল হয়। শক্রধনুর নিকট হইতে বারিধারা সতেজে ভূতলাভিমুখে নিপতিত হওয়াতে বোধ হয়, যেন সুরপতির শরাসন হইতে শরবৃষ্টি হইতেছে। তোয়ধরের স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষে প্রবাসস্থ জনগণের চিত্ত বিচঞ্চল করিয়া দিল। সন্তরণশীল কীটকুল ও সর্পায়মান বক্রগতিমান শুষ্ক তৃণবিশিষ্ট নবোদক সকল প্রণালী বহিয়া নিম্নাভিমুখে চলিয়া পৃথিবীর গ্রীষ্মকালীন রজোরাশি ধৌত করিতে লাগিল।

কুমুদ, কহ্লার, কোকনদপ্রভৃতি জলপুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করিল। কেতকী যূথীপ্রভৃতি বিকসিত কুসুমের গন্ধে বনস্থলী আমোদিত হইল। এক্ষণে ভৃঙ্গগণ আর মকরন্দপানে আনন্দ প্রকাশ করে না। মধুমক্ষিকারা এক পুষ্প হইতে কুসুমান্তরে ও অপর পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে মধু পান করিতে লাগিল। বিটপিশ্রেণী নবোদকে স্নান করিয়া মনের আনন্দে যেন হস্ত তুলি নাড়িয়া স্বর স্বর স্বরে জগদীশ্বরের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। নদী সকল কলুষিত জলে পূর্ণ হইয়া ভয়ানক আবর্ত্ত-সহকারে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইল। এই ঋতুতে কোকিলকুল মৌনাবলম্বন করিয়া উত্তম কর্ম্ম করিয়া থাকে। কেন না যে সময়ে ভেকগণ বক্তা, তখন অপরের মৌনাবলম্বনই শোভা পায়।

এদিকে বাসন্তিকা মাতৃমরণের পর তদীয় শ্রাদ্ধাদি করিলেন। দৈবায়ত্ত তাঁহার পিতারও পরলোক-প্রাপ্তি হইল। তিনি যুগপৎ পিতৃমাতৃ-হীনা হইয়া গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আত্মীয়বর্গেরা নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শোক আর কত দিন থাকে, ক্রমে ক্রমে তিনি সমুদায় ভুলিয়া গেলেন।

একদা বাসন্তিকা নব যৌবনের উদয় দেখিয়া সখীগণসঙ্গে উদ্যানস্থ কেলীমণ্ডপে গমন করিলেন। তথায় বসিয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে অলী-কাস্থিত একটী শুক পক্ষী এই ভাবে একটী গান করিতে লাগিল। "হা প্রিয়ে! তৎকালে সেই শান্তাপূর্ণ অমায়িক ভাব দেখাইয়া এই চপলের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করত এক্ষণে একবারে বিস্মৃত হইয়াছ" যখন বাসন্তিকা শুকবচন

নিশির্গতে এই গীতটি শ্রবণ করিলেন। তখন তাঁহার বিজয়-কেতুর সহিত পূর্ব্বপরিচয় স্মৃতিপথে পতিত হইল। তিনি তখন যেপ্রকার অস্থির হইলেন তাহা বলিবার নহে। সখীগণের সহিত চিন্তা করিতে করিতে অব্যাজেই বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। রাজকন্যা আর কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট হন না। নিরন্তর কেবল রাজপুত্রকে চিন্তা করেন। আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, সকল কর্ম্মেই নিরুৎসুকা হইলেন। রাত্রি দিন কেবল কিপ্রকারে হৃদয়েশ্বরকে প্রাপ্ত হইবেন, সেই চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন। লজ্জাপ্রযুক্ত কাহারও নিকট কিছু বলিতে পারেন না।

একদিন চিত্ররেখা প্রিয়ভাষিণী প্রভৃতি বাসন্তিকার কয়েক সখী এক স্থানে বসিয়া নানা কথোপকথন করিতে ছিলেন। চিত্ররেখা কহিলেন, ভাল তোমরা বল দেখি, রাজকন্যা দিবা রাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কি ভাবেন? প্রিয়ভাষিণী কহিলেন, তাহা না বলিতে পারিব কেন। রাজকন্যার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে তাহাই সর্ব্বদা ভাবিয়া থাকেন। চিত্ররেখা কহিলেন, না না সখি তা নয়। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি ইহার মধ্যে কোন বিশেষ মর্ম আছে। শুদ্ধ পিতা মাতার জন্য এমন হয় না। ভাল তোমরা অনেক অপেক্ষা কর, আমি সমুদায় জানিয়া আসিতেছি। এইপ্রকার বলিয়া রাজনন্দিনীর শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন, তিনি করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া স্থির নেত্রে কি ভাবিতেছেন। চিত্ররেখা তাঁহার নিকটে গিয়া আহ্বান করিলে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। পরে চিত্ররেখাকে দেখিয়া বসিতে বলিলেন, চিত্ররেখা আসন পরিগ্রহ-পূর্ব্বক কহিলেন, সখি বাসন্তিকে! তুমি নিরন্তর

কি চিন্তা কর? রাজনন্দিনী তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বিবেচনা করিলেন, যখন এ জিজ্ঞাসা করিল তখন মনের কথা ব্যক্ত করিতে হানি কি। বিশেষতঃ পূর্ব্বে এই আশঙ্কায় কাহারও নিকট কিছুই বলিতে পারিতাম না যে, লোকে কহিবে, এই সে দিন ভাইটী মরিয়াছে আর এই কয় দিনমাত্র পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হয় নাই। এক্ষণে বিবাহ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। চিত্ররেখা যদি আপনা হইতেই উপস্থিত করিল তবে আর বলিতে বাধা কি। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া কহিলেন, সখি চিত্ররেখে! কেবল দুঃখে দুঃখেই আমার জন্ম গেল। এপ্রকার অবস্থায় চিরকাল বাস করা অতি ক্লেশকর. তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি শুন দেখি, ভাল কি মন্দ। ভাবিলাম, আর চিরকাল বৃথা চিন্তা করিয়া কি করিব। যত দিন পরমায়ু আছে, তত দিন সংসারে অবশ্যই থাকিতে হইবে। তবে সাংসারিক কার্য্যে মনঃসংযোগ করি, তাহা হইলে যদি এসকল দুঃখ বিস্মৃত হই। চিত্ররেখা কহিলেন, বোন্! আমাদিগের ত তাহাই ইচ্ছা, বাসন্তিকা কহিলেন, সখি! যখন যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহার পূর্ব্বে ভগবতী কাত্যায়নীর পূজা করা আমাদিগের কুলব্রত। বিশেষতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত দেবীর মন্দিরে গমন ও দর্শনাদি করি নাই। চল, এক দিন কাঞ্চনকুটে গিয়া দেবীর পূজা করিয়া আসি. চিত্ররেখা কহিলেন, এত দিন আমাদিগকে বলিলেই ত হইত। এক্ষণে তিনি তথায় আছেন কি না সন্দেহস্থল। বাসন্তিকা কহিলেন, তিনি কে? তুমি কাহার কথা কহিতেছ, কাত্যায়নীর কথা কহিলে ত। তিনি তথা হইতে কোথায় যাইবেন? ইহা বলিয়া ঈষৎ হাস্য করত লজ্জায় মুখ ফি-

রাইলেন। চিত্ররেখা কহিলেন, সখি! তিনি কে, এ প্রশ্ন যেমন আপনি করিয়াছ তাহার উত্তরও তেমনি আপনা হইতেই হইল। তুমি তাহাকে দেখ কি না, তোমার ঈষৎ হাস্যই সমুদায় কহিতেছে। আমি এই মাত্র বিশেষ কহিতে পারি নে, তিনি দেবী নহেন কিন্তু দেব। যাহা হউক, কাঞ্চনকূটে একটী লোক পাঠাইয়া জানা যাউক, যদি রাজনন্দন তথায় থাকেন তবে পশ্চাৎ সকলে গমন করিব. বাসন্তিকা কহিলেন, সখি! উত্তম যুক্তি করিয়াছ বিবেচনা কর দেখি এক্ষণে কাহাকে পাঠান যায়। চিত্ররেখা কহিলেন, কেন লোকের অসদ্ভাব কি। মঙ্গলাকে পাঠাও, সে অতি চতুরা. গমনমাত্রেই কার্য্য শেষ করিয়া আসিবে। বাসন্তিকা কহিলেন, তবে সেই ভাল মঙ্গলাকেই পাঠান যাউক। নিকটে সুনন্দা নাম্নী এক জন বন্দিনী ছিল, তাহাকে কহিলেন, সুনন্দে! তুমি শীঘ্র মঙ্গলাকে ডাকিয়া আন। সুনন্দা যে আজ্ঞা বলিয়া মঙ্গলার নিকটে উপস্থিত হইল। মঙ্গলা রাজনন্দিনীর আহ্বান শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র সত্বর হইয়া বাসন্তিকার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, সখি! কিজন্য ডাকিয়াছ? বাসন্তিকা স্বয়ং বলিতে লজ্জা বোধ করিয়া চিত্ররেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, চিত্ররেখা কুমারীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মঙ্গলাকে কহিলেন, সখি মঙ্গলে! তুমি ত্বরায় কাঞ্চনকূটে গিয়া দেখিয়া আইস তথায় রাজপুত্র আছেন কি না। মঙ্গলা এই বাক্য শুনিয়া বিমানারোহণ-পূর্ব্বক কাঞ্চনকূটে যাত্রা করিলেন।

মঙ্গলা বিদায় হইলে পর বাসন্তিকা চিত্ররেখাকে কহিলেন, সখি চিত্ররেখে! মঙ্গলা তথায় গেল বটে কিন্তু তিনি তথায় আছেন বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে না।

[illegible] সখি! অনাগত ভয়ে ভীত হইতেছ কেন? [illegible] তোমার মঙ্গল করুন। ইহাঁরা এই প্রকারে [illegible] কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে মঙ্গলা পথি-মধ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নৃপনন্দিনীর সমীপে আসিয়া কহিলেন, সখি! আমি তথায় যাইতেছিলাম, কিন্তু পথে কতকগুলি কিম্পুরুষবর্ষ-নিবাসী অপ্সরাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে কহিল, আমরা কাঞ্চনকূটে কাত্যায়নীর পূজা করিতে গিয়াছি-লাম। রাজনন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিল, কই না, আমরা সেখানে প্রায় পক্ষকাল ছিলাম কিন্তু তাঁহারও সহিত কোন দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহাদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া তথা যাইতে আবশ্যক বোধ করিলাম না; এই জন্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক, তাঁ-হার বাসস্থান আমি অবগত আছি। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তথা লইয়া যাইতে পারি। চিত্রলেখা কহিলেন, সখি মঙ্গলে! তুমি যদি রাজনন্দনের বাসস্থানের কথা কহিতে পার, তাহা হইলে আর কোন ভাবনা নাই। অচি-রাৎ সখীকে প্রিয়সহ সংমিলন করিয়া দিব। ভাল বল দেখি, রাজনন্দনের বাসস্থান কোথায়, আর তুমি কি প্রকা-রে জ্ঞাত হইয়াছ? মঙ্গলা কহিলেন, সখি! যৎকালে তোমরা কাঞ্চনকূট হইতে সকলে আগমন কর তখন সে-খানে আমাকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছিলে, আমি প্রসঙ্গতঃ রাজনন্দনের বাসস্থানাদির পরিচয় লইয়া-ছিলাম।

নৃপনন্দন কহিয়াছিলেন, যে স্থানে ভগবান্ ভবানীপতি স্বীয় ভার্য্যা ভগবতীর শোকে অধীর হইয়া তপস্যা করিয়া-

ছিলেন, যেখানে দেবগণ-প্রেরিত কামদেব তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিতে আসিয়া অবশেষে তাঁহার কোপানলে ভস্মীভূত হন, যেখানে পতিবিয়োগ-বিধুরা রতির বিলাপ শুনিয়া পশুপক্ষীরাও শোকে অধীর হইয়াছিল। যে স্থানে অত্যুচ্চ দেবদারু সকল নানাপ্রকার বিচিত্র পক্ষীগণের বাসস্থান হইয়া পত্ররূপ সহস্র বাহু সঞ্চালনচ্ছলেই যেন ইঙ্গিত করিয়া পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে নিকটে যাইতে কহে, সেই স্থানের অনতি দূরে পদ্মাকর নামে এক সরোবর আছে। সেই সরসীর পূর্ব্ব দিগে রাজনন্দনেরা বাস করেন।

সেখানে যাইতে হইলে প্রথমে কাঞ্চনকূট গমন করিতে হয়। তথা হইতে কাশ্মীর নগর দেখা যায়। কাশ্মীরের রাজপথ ধরিয়া কিঞ্চিদ্দূর দক্ষিণমুখে গেলেই দুইটী সরণী আছে। তাহার মধ্যে যে পদবীটি পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে সেই পথ ধরিয়া প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ব-মুখে গিয়া চন্দ্রভাগা নদী পাওয়া যায়। সেই নদীর তীরে তীরে চারি ক্রোশ দক্ষিণমুখে গমন করিলেই সম্মুখে এক বন ও পর্ব্বত, সেই বনমধ্যে পর্ব্বতের পশ্চিম দিগে তাঁহাদের বাস। চিত্ররেখা কহিলেন, সখি মঙ্গলে! তবে আর চিন্তা নাই অল্প দিনমধ্যেই সখীর প্রিয়সমাগম লাভের সম্ভাবনা। তবে মূল ভবিতব্যতা।
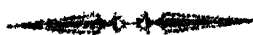
নবম সর্গ।

বাসন্তিকা মঙ্গলার মুখে আদ্যোপান্ত এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া চিত্ররেখাকে কহিলেন, সখি চিত্ররেখে! মঙ্গলা

[illegible] কহিলেন, সে সমুদায় কি সত্য, না সম্প্রতি আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কহিতেছে? উহার ও সকল কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। মঞ্জরী কহিলেন, সখি! মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন কি? তোমার দিব্য, আমি যথার্থ বলিতেছি। চিত্ররেখা কহিলেন, সখি বাসন্তিকে! অনুজীবীরা কি প্রভুর নিকট প্রবঞ্চনা করিতে পারে। ভাল মিথ্যা হউক আর সত্য হউক, চল, একবার দেখিয়া আসা যাউক। বাসন্তিকা কহিলেন, তবে সেই ভাল; কল্য প্রত্যুষে যাত্রা করা যাইবে। এক্ষণে তুমি গমনের আয়োজন কর। এই বলিয়া চিত্ররেখাকে বিদায় করিলেন, চিত্ররেখা গমনের তাবৎ আয়োজন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বাসন্তিকার নিকট আসিয়া কহিলেন, সখি! সত্বর হও, গমনের সমুদায় আয়োজন হইয়াছে, বেলা হইতে লাগিল, বিলম্বে প্রয়োজন নাই। বাসন্তিকা এই বাক্য শুনিয়া গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে তাঁহার দক্ষিণ লোচন স্পন্দন হইতে লাগিল। তখন তিনি অমঙ্গলসূচনা দেখিয়া চিত্ররেখাকে কহিলেন, সখি চিত্ররেখে! আমার দক্ষিণ লোচন নৃত্য করিতেছে কেন? বোধ হয়, কান্তের কোন অশুভ ঘটিয়া থাকিবে; অথবা তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন না। সখি! যদি তা হয় তবে ত বড় লজ্জা। চিত্ররেখা কহিলেন, প্রতিকূল দেবতারা তোমার অনুকূল হউন। আয় রাজনন্দিনি! তুমি কি জান না, কণ্ঠের ভূষণ হার আর হারের ভূষণ কণ্ঠ। তুমি যেমন স্ত্রীরত্ন, তিনিও তেমনি সুশ্রী পুরুষ। তিনি কখনই তোমাকে অবমাননা করিবেন না! সুন্দরি! কে কোথায় বহুমূল্য মণি অনাদর করিয়া কুস্থানে নিক্ষেপ করে? বাসন্তিকা কহিলেন,

সখি! দুর্নিমিত্ত দর্শন করিলে অনেক আশঙ্কা উপস্থিত হয়। চিত্ররেখা কহিলেন, অনর্থক বিলম্বে প্রয়োজন কি? উপস্থিত কার্য্যে সত্বর হও। বাসন্তিকা কহিলেন, সখি চিত্ররেখে! আমি একটী কথা বলি, বিবেচনা করিয়া দেখ, অধিক লোক জন লইয়া যাইবার আবশ্যক কি? আমার ইচ্ছা হয়, তুমি আর আমি এবং মঞ্জুলা এই তিন জনেই গমন করি। চিত্ররেখা কহিলেন, সখি! উত্তম যুক্তি করিয়াছ, সেই ভাল আমরা তিন জনেই যাই। অনন্তর বাসন্তিকা প্রধান সচিবকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি কিছু দিন ভ্রমণ করিতে চলিলাম। আমার অনুপস্থিতিজন্য যেন রাজকার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলা হয় না। সাবধান হইয়া কর্ম্ম কাজ করিবে। বিশেষতঃ আমার মাতৃহীন ভগিনীপুত্র যেন কোন অংশে ক্লেশ না পায়। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।

বাসন্তিকা এই সকল পরামর্শ দিয়া সচিবকে বিদায় করিয়া চিত্ররেখা ও মঞ্জুলার সহিত বিমানারোহণ-পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে কাঞ্চনকূটে উপস্থিত হইলেন। দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত-পুরঃসর কহিলেন, ভগবতি জগদম্বে! যেন মনোভিলাষ সিদ্ধ হয়! পরে ভোজনগৃহে গমন করিয়া কহিলেন, সখি চিত্ররেখে! কান্ত এইখানে আহার করিয়াছিলেন। আহা! এই স্থানে আমরা সকলে বসিয়া তাঁহাকে লইয়া কত আমোদ করিয়াছিলাম। চিত্ররেখা রাজনন্দনের একখানি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রতিরূপ খানি বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া বাসন্তিকাকে কহিলেন, সখি! দেখ দেখ, এই চিত্র খানি কেমন হইয়াছে। বাসন্তিকা অনিমেষ লোচনে চিত্র

[illegible] কহিলেন, সখি! এ কি চিত্র! আমার ত চিত্র বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না। বোধ হয়, প্রাণকান্ত একদৃষ্টে আমাকে দেখিতেছেন। চিত্ররেখা কহিলেন, সখি! কেমন চিত্র কি অবিকল হইয়াছে? বাসন্তিকা কহিলেন, সখি! সেই মুখ সেই লোচন সেই অবয়ব দেখিতেছি। অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন, বোধ করি, যেন নাথ এখনি আমার প্রীতিসম্ভাষণ লইয়া আসিবে। আর কান্তের এই কমনীয় কান্তি দেখিতে পাইব না। চিত্র-রেখা কহিলেন, সখি! তুমি প্রতিকৃতি দেখিয়া কি মুগ্ধ হইলে? এ যে চিত্র। অথবা চিত্রখানি সুন্দর হয় নাই, তজ্জন্য আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ। তখন বাসন্তিকা চেতনা পাইয়া কহিলেন, হাঁ সখি! ইহা ত আমার যথার্থই ভ্রান্তি হইয়াছে, নয় তোমাকে বিদ্রূপ করিলাম। এই বলিয়া ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, সখি! চিত্রখানি যথার্থই উত্তম হইয়াছে। বলিতে কি, আমি প্রথমে চিত্র বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি সত্য সত্যই ভাবিয়াছিলাম, তুমি নাথকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, সম্প্রতি আমার নিকট আনিয়াছ।

এই প্রকার কথোপকথনের পর সকলে সেইখানে আহারাদি করিয়া পুনরায় বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিয়া সন্ধ্যার সময় সেই কাননে উপস্থিত হইলেন। বাসন্তিকা চিত্ররেখাকে কহিলেন, সখি চিত্ররেখে! আমার সহসা তথা যাইতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, তুমি অগ্রে গিয়া সংবাদ দাও। যদি তাঁহারা এখানে আসিয়া আমাকে লইয়া যান, তবে যাইব। চিত্ররেখা তাঁহার আদেশ অনুসারে আস্তে আস্তে আশ্রমে উপস্থিত হইলে বিচিত্রবীর্য্য

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে এবং কি জন্যই বা এখানে একাকিনী আগমন করিয়াছেন? চিত্ররেখা কহিলেন, মহাশয়! আপনার নাম কি? বিচিত্রবীর্য্য আপনার পরিচয় দিলেন। চিত্ররেখা কহিলেন, মহাশয়! আপনার জ্যেষ্ঠ কোথায়, তাঁহাকে আহ্বান করুন, তিনি আমাকে চিনিতে পারিবেন। বিচিত্রবীর্য্য এই কথা শুনিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। দেবকন্যাদিগকে তাঁহার যে রাক্ষস বা প্রেতযোনি বলিয়া ভ্রম ছিল একণে তাহা এককালে গেল। তখন ভ্রাতার কথা মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, দেবি! আপনি যাঁহার অন্বেষণে আসিয়াছেন, তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি হইয়াছে। এই বলিয়া নানাপ্রকার আক্ষেপ করত রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনশব্দ শুনিয়া সমস্ত পরিবার ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তথায় আইলেন এবং আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সকলেই হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিলেন। চিত্ররেখা এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি ও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। আর তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দর দর অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

বাসন্তিকা ও মঞ্জুলা অনেক ক্ষণ চিত্ররেখার অপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়াতে আর সেই ঘোর বনে থাকিতে সাহস পাইলেন না। অল্পে অল্পে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আশ্রম যত নিকট হইল, ততই স্পষ্টরূপে রোদনধ্বনি শুনিতে আরম্ভ করিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সকলেই রোদন করিতেছেন। ইহার কারণ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কে উত্তর

[illegible] কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দেখিয়া [illegible] ন্যায় হতজ্ঞানা রহিলেন।

[illegible] শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া [illegible] করিতে বাসন্তিকাকে কহিলেন, অয়ি জন্ম-দুঃখিনি! আর কি দেখিতেছিস্, তোরই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। বাসন্তিকা এই কথা শুনিয়া হাহাকার রবে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। চিত্ররেখা ও মঞ্জুলা অনেক যত্নে ও শুশ্রূষায় তাহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলে তিনি কপালে কঙ্কণাঘাত করত রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। নানাপ্রকার আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হা নাথ! দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছ, আমি ত তোমার সহিত কোন দুর্ব্যবহার করি নাই। এক রাত্রিমাত্র সাক্ষাৎ হয় তাহাতে এমন কোন বিশেষ কথাও হয় নাই। অথবা তুমি লুক্কায়িত হইয়া রহস্য দেখিতেছ। নাথ! আমার মনে এই আশঙ্কা হইয়াছে যে, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে, তোমার মুখে এই বাক্য শ্রবণ আশঙ্কায় আমি মরণ ও জীবনের মধ্যে রহিয়াছি, যা হয় আমাকে একটা প্রতিবচন প্রদান কর। তোমার বাক্য শুনিয়া যে-প্রকার হয় তদনুরূপ কার্য্য করি। বৃথা কেন দাসীকে প্রবঞ্চনা করিতেছ। আমরা স্ত্রীজাতি সরলহৃদয়া, প্রতারণা কাহাকে বলে তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহি। অথবা অন্তরালে থাকিয়া আমার প্রণয় পরীক্ষা করিতেছ। তা অত কষ্ট সহ্য করিবার প্রয়োজন কি, তুমি সমক্ষে আগমন কর, আমি মুক্তকণ্ঠে কহিব যে, আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না এবং তুমিই আমার হৃদয়বল্লভ। যদি

তোমার শুদ্ধ কথাতে বিশ্বাস না হয়, তবে [illegible] যাহা করিতে কহিবে, তাহাতেই প্রস্তুত আছি। যদি বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেখিতে চাহ তাহাও দেখাইতে পারি।

হা দগ্ধ বিধাতঃ! আমি লোকনিন্দা ও কুলমানের ভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, দুঃখিনির আশা পূর্ণ না হইতে হইতে তাঁহাকে তোর করাল কবলে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিস্।

হা তাত! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা ভগিনি! তোমরা কোথায় আছ। এক বার আসিয়া এ দুঃখিনীর দুঃখ দেখিয়া যাও। হা দেবতাগণ! আমি তোমাদিগের নিকট কি অপরাধ করিয়াছি, যে পদে পদে আমাকে দুঃখ দিতেছ। জন্মে জন্মে কত পাপই করিয়াছি, এসকল তাহারই ফল, অন্য আর কিছুই নহে। আমি তোমার জন্য নিতান্ত কাতর হইয়াছি। এক বার আসিয়া আমাকে দেখা দাও। আহা! তোমার সেই সুকোমল শরীর কি মৃত্তিকার নিহিত হইয়াছে। সখি চিত্ররেখে! আর আমি যাতনা সহ্য করিতে পারি না। এক্ষণে প্রাণকান্তের অনুবর্ত্তিনী হইয়া তাবৎ ক্লেশ হইতে মুক্ত হই। সখি! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। এক্ষণে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, আমার মৃত দেহ প্রাণকান্তের সমাধিতে সমাহিত করিও। আর আমার ভাগিনীপুত্রটী অপগণ্ড, বিশেষতঃ অল্প কালে মাতৃহীন হইয়াছে। তাহাকে উত্তমরূপে লালন পালন করিবে। সখি! আমার মাথা খাও, তাহাকে অযত্ন করিও না। আমার অবর্ত্তমানে তাহারই মাতামহধনে অধিকার অতএব মন্ত্রীকে কহিবে, প্রাপ্তবয়স্ক হইলে যেন তাহাকেই রাজত্ব প্রদান করে। সম্প্রতি তাহাকেই সুন্দররূপ শিক্ষা

করিও। বাল্য কালে শিক্ষায় হেলা করিলে মনুষ্য কখনই সচ্চরিত্র ও জ্ঞানবান্ হইতে পারে না। দেখ, সখি! সাবধান, যেন এ কয়টী কথা বিস্মৃত হইও না। তার পরে মঞ্জুলাকে কহিলেন, সখি মঞ্জুলে! তোমাকে আর কি বলিব। তুমি সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে। আর অদ্যাবধি তোমাকে দাসীবৃত্তি হইতে মুক্ত করিলাম। এই অবধি তুমি স্বাধীনা হইলে। এই বলিয়া বাম পার্শ্বস্থ কোষ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা নিষ্কাশন-পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তররূপে আঘাত করিতে উত্তোলন করিলেন। চিত্ররেখা ও মঞ্জুলা হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহারা ধরিতে ধরিতেই বাসন্তিকা উরঃস্থলে আঘাত করিয়া ধরাশায়িনী হইলেন। চিত্ররেখা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। বাসন্তিকার বক্ষঃস্থল হইতে অনবরত রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। মুখচন্দ্র ক্রমে বিবর্ণ হইল, গ্রীবা বক্র হইয়া পড়িল। হস্তে পদে ও পার্শ্বে মুহুর্মুহুঃ খিল লাগিতে লাগিল, তাঁহার লোচনদ্বয় স্থির হইল।

চিত্ররেখা রোদন করিয়া কহিলেন, হা প্রিয়সখি! মহারাজ চন্দ্রকেতুর নাম এককালে বিলুপ্ত করিলে, হায় কি হইল! সখি! তোমার জীবন কি এতই ভারস্বরূপ হইয়াছিল যে, আর বহন করিতে সমর্থা হইলে না?

ধন্য রে কাল! তুই কি অবিচারক, এককালে দেবরাজের বংশ লোপ করিলি, এককালে আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিলি। এককালে চিত্রগ্রীবকে তোর করাল কবলে আহুতি দিলি। এককালে আমাদিগকে অপার দুঃখসাগরে ভাসাইলি। হায় কি সর্ব্বনাশ! এখন কোথায়

যাব ! সখি বাসন্তিকে ! এক বার প্রতিবচন প্রদান কর। আহা ! তুমি কি এমন নির্দ্দয়া, আমাদিগকে না বলিয়া চলিয়া গেলে। গমনকালে কি একটুকও দয়া হইল না। দেশে যাইয়া কি বলিব, ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

বাসন্তিকা অতি কোমল স্বরে কহিলেন, সখি আমার আর বড় বিলম্ব নাই। অল্প ক্ষণমধ্যেই প্রাণ বিনির্গত হইবে। তোমাকে যে যে কথা কহিয়াছি, তাহা যেন স্মরণ থাকে। সখি ! আমি অনেক যাতনা পাইয়াছি। এক্ষণে সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইলাম। তোমরা আমার নিকটে রোদন করিও না। একে আমি বিষম আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছি, প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে। আবার তোমরা যদি এক্ষণে আমার নিকটে রোদন কর, তবে অধিক যাতনা হইবে। একটু স্থির হও, আমার আর উঠিবার শক্তি নাই। সখি ! তোমরা একেবারে দুই জনে আগমন কর, আমি উভয়কে জন্মের মত যুগপৎ আলিঙ্গন করিয়া লই। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণ বিনির্গত হইল।

চিত্ররেখা ও মঞ্জুলা মৃত শরীরের নিকট ধরাবলুণ্ঠন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজরাণী ও রাজা সেই শবের শরীর স্পর্শ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, হা পুত্র ! তুমি অগ্রেই গমন করিয়াছ। এক্ষণে তোমার প্রণয়িনী আসিয়া তোমার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। হা পুত্রি ! এস্থলে অপরিচিতাবস্থায় আসিয়াছিলে, আমাদিগের সঙ্গে একটী কথাও কহিলে না। যাহা হউক, তুমি সত্যই প্রেম করিয়াছিলে। অথবা মহতের বাক্য কখনই স্খলিত হয় না, যাহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছিলে তাহা ভিন্ন আর কাহাকেও পাণি

করিলে মা! হা! কি পরিতাপ। আমি পুত্রবধূর মৃত মুখ সন্দর্শন করিলাম। এ অদৃষ্টে কোন প্রকার সুখ নাই, বংশবৃদ্ধির জন্য লোকের সন্তান জন্মে এবং তাহা হইলেই সন্তানশব্দ প্রকৃত অর্থানুগত হয়। কিন্তু আমার ভাগ্য তাহার বিপরীত হইয়া সন্তান সন্তাপ বৃদ্ধি করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাঁরা এই প্রকারে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিচিত্রবীর্য্য ও বলাহক এবং হরকেতু সেই শব লইয়া বিজয়কেতুর সমাধির বাম পার্শ্বে মৃত্তিকা খনন করিয়া বিধিমতে ঐ শব তাহাতে সমাহিত করিলেন। চিত্ররেখা ও মঙ্গলা রোদন করিতে করিতে স্বদেশে প্রেরিত হইলেন।

বিচিত্রবীর্য্য এই ঘটনায় অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া ভাবিলেন, আমিই ভ্রাতৃহত্যা ও স্ত্রীহত্যার কারণ। যদি তৎকালে দাদাকে উন্মাদ এবং দেবকন্যাদিগকে রাক্ষসী জ্ঞান না করিতাম, তাহা হইলে দাদার কখনই মৃত্যু হইত না; আর তজ্জন্য দেবকন্যাও আত্মঘাতিনী হইতেন না। অতএব আমিই এতদুভয়ের মরণের কারণ। হা! তৎকালে বিবেচনা করিয়া না দেখিয়া কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি। ইহাতে জ্ঞানী লোকেরা কহিয়া থাকেন, যে অপরিণামদর্শী লোকেরা পশ্চাৎতাপে মহাক্লেশ পায়। হা! আমি কি মহাপাপ করিয়াছি এক্ষণে আত্মহত্যা করিয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, অথবা তাহা করিলেই বা এমন কি বিশেষ ফল হইবে। মাতা পিতা সম্প্রতি আমাকে দেখিয়াই জীবন ধারণ করিতেছেন। যদি দৈবাৎ আমার কোন দুর্ঘটনা হয় তবে তাঁহারা কখনই বাঁচিবেন না। এক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া আবার অন্য প্রকার

গুরুতর পাপভাগী হইব। [illegible] করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বর্ষার শেষ হইলে, শরৎ উপস্থিত হইল। পৃথিবী কাশ কুসুমে, সরোবর শ্বেতপদ্মে ও সন্তরণশীল মরালমিথুনে, রজনী তারকাস্তোম-মধ্যবর্ত্তী শশধরের সুধাকরে শুভ্রীকৃত হইল। পথ সকল বিগতকর্দ্দম, নদীর জল পরিষ্কার হইল।

এক দিবস রাজা বিক্রমসেন মন্ত্রীর সহিত একটী বৃক্ষতলে বসিয়া নানা কথোপকথন করিতেছিলেন, এমত সময়ে কতকগুলি সৈনিক পুরুষে বেষ্টিত এক ব্যক্তি তাঁহাদিগের নিকটে আগমন করিয়া দ্বারেশ্বরের লিখিত একখানি পত্র প্রদান করিল। রাজা পত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, যথা হে মহাশয়! আমি যে দিন মৃগয়ায় গিয়া আপনার আশ্রমে উপস্থিত হই। তার পর আপনার অদ্ভুত সদ্ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছি; কেন না আমিই বলপূর্ব্বক আপনার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলাম। সেই গর্হিত কর্ম্মে আমার যে গুরুতর অধর্ম্ম হইয়াছে তাহা হইতে আমি কখনই নিষ্কৃতি পাইব না। সে যা হউক, এক্ষণে আপনার হৃতরাজ্য আপনাকে পুনঃ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, যদি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক আসিয়া আপনার বিষয় আপনি গ্রহণ করেন, তবে নিতান্ত চরিতার্থ হই। রাজা পত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রীকে সকল কথা কহিলেন। মন্ত্রী শুনিয়া হৃষ্টচিত্ত ও দ্বারেশ্বরের প্রবোধে সম্মত হইলেন, সে দিন সেই স্থানেই বাস করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে সপরিবারে দ্বারপুরে উপস্থিত হওয়াতে দ্বারেশ্বর সমাদর-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ও

... আনন্দোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনু-
সারে রাজধানীতে নানা আমোদ হইতে লাগিল। কয়েক
দিবস এইরূপ আনন্দে গত হইল।

এক দিবস রাজা, বিক্রমসেনকে সমভিব্যাহারে করিয়া
সভায় আগমনপূর্ব্বক সর্ব্বজন-সমক্ষে বিক্রমসেনকে কহিলেন,
মহারাজ! আপনার রাজ্য আপনাকে প্রত্যর্পণ করিলাম,
আপনি তৎসমুদায় গ্রহণ ও যথাশাস্ত্রমত প্রজা পালন
করুন। বিক্রমসেন কহিলেন, রাজন্! আপনি যে আজ্ঞা
করিয়াছেন, তাহাতে আমি কোন রূপেই অসম্মত হইতে
পারি না, কিন্তু আমি আর বিপদজালস্বরূপ বিষয়জালে
জড়িত হইতে ইচ্ছা করি না। যদি আপনার অভিপ্রায়
হয় তবে আমার এক প্রাপ্তবয়স্ক সুশীল সন্তান আছে,
তাহাকে রাজ্য প্রদান করুন। রাজা শুনিয়া সম্মত হইলেন
পরে শুভ ক্ষণে রাজপুত্রকে অভিষেক করিয়া রাজ্যাধিকার
প্রদান করিলেন। রাজা বিক্রমসেন কয়েক দিন তথায়
অবস্থান-পূর্ব্বক শিষ্টাচারে বিদায় হইয়া নিজ রাজধানীতে
গমন করিলেন। প্রজারা পুরাতন প্রভুর সমাগমে সকলেই
আগমন-পূর্ব্বক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যৎপরো-
নাস্তি সন্তুষ্ট হইল। নগরে প্রতিগৃহে নানা মহোৎসব
হইতে লাগিল। রাজা আত্মসন্তানকে রাজকার্য্য করিতে
দেখিয়া প্রণয়পবিত্র পরম মিত্র সুমন্তের সহিত পরম সুখে
বাস করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।